# কাব্য তরঙ্গ

শ্রী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়

( চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর )

# কাব্য তরঙ্গ

শ্রী ভূনাথ মুখোপাধ্যায়
( চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর )

প্রকাশক—অলয় মুখোপাধ্যায়
৭৬/এস, ইউনিক পার্ক
বেহালা, কলিকাতা-৩৪

মুদ্রন—বলরাম মুদ্রনালয়, কলিকাতা-৩৪

প্রাপ্তিস্হান—অলয় মুখোপাধ্যায়
৭৬/এস, ইউনিক পার্ক
বেহালা কলিকাতা-৩৪

বিমল কুমার ভট্টাচার্য্য
১৭, পূর্ণ মিত্র প্লেস
কলিকাতা-৩৩

শৈলেন্দ্র নাথ মঠ
পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া

মূল্য—৫০ টাকা

# গ্রন্থকারের নিবেদন

ভূনাথ মুখোপাধ্যায়

আমার শৈশবের প্রথমেই পিতৃদেবের নিজের লেখা কবিতা, বিবিধ সংগীত, পাঁচালী গান শোনার সৌভাগ্য হয়। মাও বেশ গান গাইতেন। আমার জীবনে কবিতা, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের অখন্ড ধারা আজও প্রবাহমান!

পরে বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয় দত্ত, সত্যেন দত্ত, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিবৃন্দের কবিতা আমায় মুগ্ধ করে। কিছু পরে পাই নজরুলের কবিতা।

শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'কাঁচের ঘর' প্রার্থনা কক্ষে, রবীন্দ্রনাথের চরণতলে ব'সে বুঝেছি ও শিখেছি কবিতা ও গানের ছন্দ ও সুর-লয়। গদ্য সাহিত্যে ও বিবিধ গতির ইঙ্গিতবহ ছন্দ আছে।

বহু কবিতা পাঠের আসরে, কবিতা পাঠের সুযোগ ; — আমায় চিরদিন কবিতা লেখায় উৎসাহিত করেছে। সেই সব বরণীয় কবিদের আচরিত পথকেই মহাজন পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছি। জীবনের হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত সেসব সজীব কবিতা।

তাতেই হয়েছি এমনই তন্ময়, গুরু কৃপাতে যে, আমার কবিতা লেখার সাধনায় গতি-পথ-চিরমুক্ত। বাল্যকাল থেকেই আমার কল্পনা জগতে ইতিহাস, সমাজচিন্তা, প্রকৃতি প্রেম ও সর্বোপরি ঈশ্বর-চেতনার ভাবতরঙ্গ ছিল পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয়। আর সেই ভাবতরঙ্গই সৃষ্টি করেছে আমার মনে কাব্য তরঙ্গ। এই গ্রন্থ তাহারই বহিপ্রকাশ!

৭ থেকে ৮৬তম জন্ম বৎসরেও কবিতা-গান লেখা ও পাঠ ঠিকই চলেছে।

কবিতা-ছবিতা আমার জীবনের যমজ সৃষ্টি। বহু পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তকে আমার অনেক কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়েছে।

এই কবিতা পুস্তক "কাব্যতরঙ্গ" প্রকাশ সম্ভব হয়, আমার একমাত্র আত্মজ শ্রীমান্ অলয় মুখোপাধ্যায়ের আপ্রাণ চেষ্টায়।

আজ স্মরণ করি, মেজদি সিদ্ধেশ্বরী দেবী ও মেজ ভগ্নিপতি অমৃতলাল ভট্টাচার্যকে, তাঁরা আমায় আশৈশব কবিতা লেখার উৎসাহদাতা ও সকল কবিতার শ্রোতা। তাঁদের দেওয়া বড় মোটা খাতায় লেখা কবিতাগুলি কাছেই আছে। তাইত "কাব্যতরঙ্গ" প্রকাশ সম্ভব হ'ল।

এই গ্রন্থের কবিতা পাঠে একজন পাঠকও যদি আনন্দ লাভ করেন তবে আমার শ্রম সার্থক হবে মনে করি।

শ্রীপঞ্চমী
১৪০০ বঙ্গাব্দ

# ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

শিল্পী ও ভাস্কর - ভূনাথ মুখোপাধ্যায় জন্ম ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ নদীয়া শান্তিপুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ( ১৯৩০ ) নদীয়া জেলা বোর্ডের মাসিক ১২ টাকা বৃত্তির সাহায্যে কলিকাতায় সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে ছয় বছরের শিক্ষাক্রম পাঁচ বছরে সমাপ্ত করেন, বিদ্যালয় জীবন হইতেই অংকন, মূর্ত্তি নির্মান কাব্য সাহিত্য চর্চা আবৃত্তি, অভিনয়, সংগীত সাধনা ও সমাজ সেবার সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। শিল্প কলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর নন্দ লাল বসু, মুকুল দে, ভাস্কর্য্যে গোপেশ্বর পাল, দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী ছিলেন তাঁহার শিক্ষক। কবি করুনানিধান ও কুমুদ রঞ্জন মল্লিক মহাশয় তাহাকে কাব্য চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দেন। দিলীপ কুমার রায় ও দুর্লভ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন তাঁহার যথাক্রমে কন্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের শিক্ষক।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূনাথ বাবু ভারত সরকারের খনি বিভাগে নিরাপত্তা মূলক চিত্র অংকন কার্যে যুক্ত হন। পরে কলিকাতার কেশব এ্যাকাডেমীতে শিল্প শিক্ষক রূপে কর্মরত ছিলেন। এই সময় সরকারী অর্থানকুল্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট এপ্রিসিয়েশন কোর্স সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করেন। মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় স্ট্রেলা ক্র্যামরিশ ছিলেন তাহার শিক্ষক। ভারত বর্ষে শিল্প সাধনা কালে তিনি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র , সুভাষ চন্দ্র, রাজেন্দ্র প্রসাদ, পন্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি বিগদ্ধ মনীষিগণের আন্তরিক সহানুভুতি লাভ করেন ( পাশ্চাত্য চিত্রকলা, ভারতীয় চিত্রকলা বাণিজ্য চিত্র প্রাকৃতিক চিত্র, নক্সা তৈল্য চিত্র, জলরং চক, কাঠ, কয়লা, পেন্সিল প্রভৃতি পদ্ধতিতে তার শিল্প সাধনা চলিতে থাকে। মাটি, কাঠ, পাথর, মোম প্লাস্টার প্রভৃতি সাহায্যে ভাস্কয্য সাধনা চলিতে থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু প্রসন্ন ঘোষ বৃত্তির সাহায্যে ভূনাথ বাবু লন্ডনের রয়্যাল একাডেমি অব আর্টসে শিল্প গবেষণা কাজ সাফল্যের সহিত সমাপ্ত করে ( ১৯৫২-৫৪ খ্রী: )। লন্ডনে থাকার সময়ে ফ্রান্স, ইটালী, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের চিত্রশালা গুলি তিনি ভ্রমণ করেন এবং লন্ডনে B. B. C. হইতে তাহার বেতার ভাষণ প্রচারিত হয়।

( 17-4-1954 ) পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা, মহাজাতি সদন, কলিকাতা হাই কোর্ট, ভারতসভা, বীরেন রায় চিত্রশালা, অহীন্দ্র চৌধুরী চিত্রশালা, সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ, বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রম দেওঘর প্রভৃতি স্থানে ভূনাথ বাবুর চিত্র ও ভাস্কর্য্য কার্য সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মদেশ, নিউজিল্যান্ড, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশে তাহার শিল্পকর্ম রক্ষিত আছে। চীনা শিল্পী যুঁপির ও জাপানী শিল্পী খুসু নসুর সহিত ছিল তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

1936 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড উইলিং ডনের নিকট হইতে ভূনাথ বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বৃত্তি ( ৫০, ) লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ভূনাথ বাবু উদ্যান বিদ্যায় ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেন। 1937 খ্রীঃ ব্রহ্মদেশে ভূনাথ বাবুর চিত্র প্রদর্শনী উচ্চ প্রশাংসা লাভ করে। 939 খ্রীঃ মেগাফোন কোম্পানী ভূনাথ বাবুর লেখা গান রেকর্ড করে ( JNG 5402)

ভূনাথ বাবু রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র, সুভাষ চন্দ্র, জহরলাল নেহেরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাধাকৃষ্ণন, চৌ-এন-লাই, দালাই লামা সীমান্ত গান্ধী, আব্দুল গফুর খাঁ, বিনোবাভাবে, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিদ্যারন্য, ফয়েজ খাঁ, ওঙ্কার নাথ ঠাকুর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তেনজিং সভোয়ক শ্যামাপ্রসাদ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, মুজাফফর আমেদ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, প্রমুখ বিশিষ্ঠ ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ বহু শতধিক ব্যক্তি বর্গের চিত্র অংকন করেন যাহা তাহাদের স্বাক্ষর যুক্ত।

ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় (সহঃ অধিকর্ত্তা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ) শচীকান্ত হাজারী ( বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট ) ডি, এন, মুখার্জী ( প্রাক্তন অধিকর্তা শিল্প পশ্চিমবঙ্গ ) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ছিলেন ভূনাথ বাবুর ছাত্র। দীর্ঘ দিন হইতেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ভুনাথ বাবুর রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতা দুরদর্শনে তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় 28 10. 1989 তারিখে। কাব্যতরঙ্গ, শিল্প প্রবন্ধাবলী ও চিত্রবিদ্যা গ্রন্থগুলির প্রনেতা ভূনাথবাবু। প্রতিকৃতি চিত্রে মানবদেহের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সম্বন্ধে বর্তমানে তিনি গবেষণারত।

# ঃ সূচীপত্র ঃ


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | প্রভাত | ১ |
| ২। | কৃতজ্ঞতা | ২ |
| ৩। | আমার জ্যৈষ্ঠমাস | ৩ |
| ৪। | শৈশবে সাথী | ৪ |
| ৫। | শরতের পলায়নে | ৪ |
| ৬। | যা'র যা তার তা' | ৬ |
| ৭। | শেষ অব্যাহতি | ৭ |
| ৮। | পুণ্যাত্মার যথার্থ পুরস্কার | ৮ |
| ৯। | অমর ভাড়াটে | ৯ |
| ১০। | জগতের মালী | ১০ |
| ১১। | ভরা তরী | ১১ |
| ১২। | বর্ষ বিদায় | ১৩ |
| ১৩। | বাতি | ১৫ |
| ১৪। | নূতন | ১৬ |
| ১৫। | আঁখি উন্মেষ | ১৭ |
| ১৬। | ভারত কুসুম | ১৮ |
| ১৭। | নির্ঝরিণী | ২০ |
| ১৮। | মানুষের অনুরোধ | ২১ |
| ১৯। | করুণা | ২৩ |
| ২০। | সন্ধ্যা ভ্রমণ | ২৫ |
| ২১। | নূতনত্ব | ২৭ |
| ২২। | স্মৃতিপসরা | ২৯ |
| ২৩। | প্রার্থনা | ৩২ |
| ২৪। | ভ্রমণ | ৩৪ |
| ২৫। | শিশুর স্বর্গ | ৩৫ |
| ২৬। | গন্ডী লঙ্ঘন (ক) | ৩৭ |
| ২৭। | গন্ডী লঙ্ঘন (খ) | ৩৯ |
| ২৮। | দাতা | ৪১ |
| ২৯। | জন্মভূমির প্রতি | ৪২ |
| ৩০। | অর্থ | ৪৪ |
| ৩১। | চেতনায় | ৪৬ |
| ৩২। | যত গরম তত নরম | ৪৭ |
| ৩৩। | ফুলের তোড়া | ৫০ |
| ৩৪। | কৃষ্ণচূড়া | ৫২ |
| ৩৫। | গৃহ | ৫৩ |
| ৩৬। | চিত্রকর | ৫৫ |
| ৩৭। | অলস আঁখি | ৫৮ |
| ৩৮। | জীবনের প্রতি | ৫৯ |
| ৩৯। | বেদী | ৬২ |
| ৪০। | ভক্তের আব্দার | ৬৩ |
| ৪১। | দেশের প্রতি | ৬৪ |
| ৪২। | মেঘের প্রতি | ৬৬ |
| ৪৩। | তরুলতা | ৬৮ |
| ৪৪। | সংসার সেতার | ৭২ |
| ৪৫। | প্রতিধ্বনি | ৭৩ |
| ৪৬। | হারান স্নেহ | ৭৪ |
| ৪৭। | সাবধান | ৮০ |
| ৪৮। | হয়ত | ৮১ |
| ৪৯। | জাগরণ | ৮২ |
| ৫০। | ধীরে | ৮৩ |
| ৫১। | বৃন্ত চ্যুত | ৮৪ |
| ৫২। | তন্দ্রা শেষে | ৮৫ |

| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৫৩। | গান | ৮৭ |
| ৫৪। | মিনতি | ৮৮ |
| ৫৫। | প্রিয় আবাহন | ৮৯ |
| ৫৬। | মিলন শেষে | ৯০ |
| ৫৭। | পল্লী ব্যথা | ৯১ |
| ৫৮। | বর্ষার বসুন্ধরা | ৯৪ |
| ৫৯। | বন্দনা গীতি | ৯৫ |
| ৬০। | অরুণের প্রতি | ৯৬ |
| ৬১। | বাদল রাতে | ৯৭ |
| ৬২। | আবাহন | ৯৮ |
| ৬৩। | আছ চেনা | ৯৯ |
| ৬৪। | জয়ন্তী সঙ্গীত | ১০০ |
| ৬৫। | রবীন্দ্রনাথের প্রতি | ১০১ |
| ৬৬। | বীরাষ্ঠমী | ১০২ |
| ৬৭। | শ্রদ্ধাঞ্জলী | ১০৩ |
| ৬৮। | ভক্তি অর্ঘ | ১০৪ |
| ৬৯। | সাহসী সুরেশ | ১০৫ |
| ৭০। | পরীক্ষার হলে | ১০৬ |
| ৭১। | শ্রদ্ধাঞ্জলি | ১০৮ |
| ৭২। | গীত | ১০৯ |
| ৭৩। | দৃশ্যমান্ | ১১০ |
| ৭৪। | অগ্নিদেবের দান | ১১১ |
| ৭৫। | ভয় কি | ১১১ |
| ৭৫। | গান | ১১২ |
| ৭৬। | বিদ্যালয়ের চিত্র | ১১৪ |
| ৭৭। | গান | ১১৪ |
| ৭৮। | পথ | ১১৬ |
| ৭৯। | শ্রদ্ধা নিবেদন | ১১৭ |
| ৮০। | গান | ১১৯ |
| ৮১। | বিদায় অভিনন্দন | ১২০ |
| ৮২। | কমল | ১২১ |
| ৮৩। | গান | ১২২ |
| ৮৪। | হিংস্র মানব | ১২২ |
| ৮৫। | হিমালয় চরণ প্রান্তে | ১২৩ |
| ৮৬। | মানুষ ও মনুষত্ব | ১২৩ |
| ৮৭। | উদ্বোধন সঙ্গীত | ১২৪ |
| ৮৮। | পত্র | ১২৫ |
| ৮৯। | আমি ও তুমি | ১২৬ |
| ৯০। | পলায়নী যোগ | ১২৬ |
| ৯১। | ব্রহ্ম শাসন | ১২৭ |
| ৯২। | গান | ১৩২ |
| ৯৩। | মাটীর মা | ১৩৩ |
| ৯৪। | গান | ১৩৩ |
| ৯৫। | আমার গান | ১৩৬ |
| ৯৬। | যাওয়া আসা | ১৩৭ |
| ৯৭। | গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল | ১৩৮ |
| ৯৮। | রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ | ১৪২ |
| ৯৯। | গান | ১৪৫ |
| ১০০। | কীর্ত্তন | ১৪৬ |
| ১০১। | স্বদেশ | ১৪৭ |
| ১০২। | গান | ১৪৮ |
| ১০৩। | মেলা মেশা | ১৪৯ |
| ১০৪। | এ দেশ বাসী | ১৫০ |
| ১০৫। | অভিনন্দন | ১৫১ |
| ১০৬। | গান | ১৫১ |

| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১০৭। | গান | ১৫২ |
| ১০৮। | শোকাশ্রু | ১৫৩ |
| ১০৯। | ধুলো খেলা | ১৫৪ |
| ১১০। | গীত | ১৫৬ |
| ১১১। | গীত | ১৫৭ |
| ১১২। | গীত | ১৫৮ |
| ১১৩। | ত্রিকূটে | ১৫৯ |
| ১১৪। | মানুষ | ১৬০ |
| ১১৫। | রেখা রঙের পরপারে | ১৬৪ |
| ১১৬। | তুমি আর আমি | ১৬৫ |
| ১১৭। | তীরে | ১৬৬ |
| ১১৮। | গুরু বন্দনা | ১৬৯ |
| ১১৯। | আবাহন | ১৭০ |
| ১২০। | তৈলচিত্রে শহীদ স্মরণ | ১৭১ |
| ১২১। | তুমিই আঁকো | ১৭২ |
| ১২২। | তানপুরা | ১৭৪ |
| ১২৩। | আছ তুমি সবেতেই | ১৭৬ |
| ১২৪। | আমি ও তুমি | ১৭৭ |
| ১২৫। | রূপরাজ | ১৭৮ |
| ১২৬। | শ্রীসত্যানন্দ | ১৮১ |
| ১২৭। | রূপে রূপে | ১৮২ |
| ১২৮। | তুমি আর আমি | ১৮৩ |
| ১২৯। | শিল্পী ভাস্কর দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী | ১৮৪ |
| ১৩০। | শিল্পীকলা | ১৮৪ |
| ১৩১। | কবি করুণা নিধানের জন্ম শতবর্ষে | ১৮৫ |
| ১৩২। | স্মৃতি রথে | ১৮৫ |
| ১৩৩। | অবনীন্দ্র জন্মোৎসব | ১৮৬ |

| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১৩৪। | শিল্পী অতুল বসুর তিরোধানে | ১৮৬ |
| ১৩৫। | তর্পন | ১৮৭ |
| ১৩৬। | শারদীয়া মহাপূজা | ১৮৮ |
| ১৩৭। | দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন | ১৮৯ |
| ১৩৮। | যে চিত্রে হয় সবে তন্ময় | ১৯০ |
| ১৩৯। | কবিতা | ১৯২ |
| ১৪০। | কীর্ত্তন | ১৯৪ |
| ১৪১। | অদ্বৈত চৈতন্য | ১৯৫ |
| ১৪২। | রূপ সাধনায় | ১৯৬ |
| ১৪৩। | কবি | ১৯৭ |
| ১৪৪। | দূষন মুক্তি | ২০১ |
| ১৪৫। | শুভ্র জ্যোতি | ২০২ |
| ১৪৬। | অপরূপ | ২০৫ |
| ১৪৭। | গুরু কৃপা | ২০৭ |
| ১৪৮। | বাণী মন্দিরে বাণী উপাসনা | ২০৯ |

# প্রভাত

হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া
কেবা উঠিল পূব আকাশে !
কেনবা বাঁধিল জগত মাতাকে,
স্নিগ্ধ - কণক - কিরণ - পাশে
আঁধার ঘুচিল, আলোক আসিল,
দীপ্ত হইল ধরনী শেষে—
দুখের তরঙ্গ হইল যে ভঙ্গ,
বুছিবা ধরা স্ফূর্ত্তিবিকাশে !
ভাবুক ভাবিল, সুখ উপজিল,
দুখিনী ধরার অবশেষে !

( ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সাল )

# কৃতজ্ঞতা

হে বিভু ! — — তোমা হ'তে লভিয়াছি অমূল্য জীবন,
এহেন জীবনে যেন নাকরি বঞ্চন।

যে সকল বন্ধু মম আছে পৃথিবীতে,
সকলি পেয়েছি প্রভু তোমারি দয়াতে।

রজনীতে স্নিগ্ধ-চন্দ্র দিবসে তপন,
ছয় ঋতু তব প্রথা করিছে পালন।

মানবেরে পালিবারে দিয়াছ সলিল,
দিয়াছ সুখাদ্য কত, অনল, অনিল।

পাখীরে দিয়াছ পাখা উড়িবার তরে,
স্থাবরে দিয়াছ পা ভ্রমিতে সংসারে।

বিটপী প্রসবে ফল তোমারি কৃপায়,
সুখেতে বাঁচিছে জীব খেয়ে, এধরায়।

সসাগরা ধরামাঝে তোমারি করুণা,
এক দুই করি কভু নাহি যায় গণা।

সর্ব্বস্থানে বিরাজিত তুমি হে ঈশ্বর,
যাহা কিছু দেখি আমি অবনী ভিতর।

বিপদে সম্পদে তুমি দিওগো সুমতি,
অহঙ্কারে যদি মম হয়গো কুমতি।

কি দিয়া তুষিব প্রভু কিছু মম নাই,
আছে মাত্র ভক্তি-পুষ্প পদে দিব তাই।

(১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)

# আমার জ্যৈষ্ঠমাস

কাঁঠালে আমে,
খেজুরে জামে,
আসিল আমার জ্যৈষ্ঠ মাস!

আসিল জ্যান্টি
হইল ষষ্টী,
খাইলাম কত তালশাঁস।

সদা কাননে,
সঙ্গীর সনে,
আম কুড়া'তে বড়ই আশ,—

"আম পড়ুক,
আম পড়ুক,
দাও পবন দাও বাতাস!

নাহিক ধারা
কিরণ ধারা
নাশিছে সদা চাষের আশ।

গ্রীষ্মেতে ভরা,
শুষ্ক যে ধরা,
মোরা না পারি ক'র্‌তে বাস,—
তবুও আমার জ্যৈষ্ঠ মাস!

ডাকিগো তাঁরে,
ভকতি ভ'রে,
দিয়াছেন যিনি জ্যৈষ্ঠ মাস,—
মিষ্ট মিষ্ট ফলেরই মাস।

( ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সাল )

15

# শৈশবে-সাথী

গতবার এই বসন্ততে,
মন্দ মধুর শীতল বাতে,
আমি আমার সাথীর সনে,
ভ্রমেছি কত ফুলবাগানে।

ছিল এতদিন শীতকাল,
ফুটে নাই ফুল লাল লাল,
শুনিনি তান পায়নি সাথী,
ভ্রমিয়া ফুলের বনে বনে।

বসন্ত তাই গিয়াছে চ'লে,
পুষ্প কোকিল লইয়া কোলে,
হয় ত ওগো সাথীও মোর,
গিয়াছে চলি' তাদের সনে।

তাই আছি তাহারই আশে,
আবারও যদি ভাল বেসে,
এসে বসে গো আমার পাশে,
মালা গাথে আমারই সনে।

বসন্ত এখন ছিল যেথা,—
সাথীও কি মোর ছিল সেথা,!
খেলেছিল সবারই সনে,
বসন্তহারা সাথী বিহনে?

বসন্তকাল যে গে'ছে চ'লে,
শীতকালও যে পড়ে ঢ'লে,
পুনরায় যে সেই বসন্ত
আঘাত করে ব্যথীত প্রাণে!

কোকিল ফিরিছে কু কু ক'রে,
রে— সাথীমম, আসিলেনা ফিরে ?

বুঝিবা — — হৃদয় চিতা জ্বালিলে মম
বিচ্ছেদেরই শোকাগুনে।

( ২৭শে মাঘ ১৩৩৩ )

## শরতের-পলায়নে

নেচেছ রঙ্গে, সারাটি বঙ্গে,
হে আমাদের শরৎ !
কি ভাবিমনে, যাও এক্ষণে,
আঁধার করি জগৎ ?
যাঁহার তরে, হিন্দুর ঘরে,
হর্ষবাতি উঠে জ্বলি,—
সে ব্যাকুলতা, সে প্রফুল্লতা,
ডুবা'লে তুমি সকলি !
এখনো ছিলে, বঙ্গের কোলে,
দশদিক করি আলো,—

এখনো চাঁদ, পাতেগো ফাঁদ,
আকাশ হয় না কাল,—
তবে—কি লোভ অত ওগো শরত,
হয়েছে শারদে তব ?
যেথায় যাবে, মুক্তি না পাবে,
বর্ষের পরে ধরিব !

( ২৫শে আশ্বিন ১৩৩৩ )

# যা'র যা' তা'র তা'

কহে এক তাল গাছ ডাকি এক কলাগাছে,
" ফলে যদি লাগে ভার দাও রেখে মোর কাছে।
কলা গাছ কহে তায়, 'শুন শুন মহাশয়,
শুনে বুক ফেটে যায় সন্তানকি দেয় মায় ? "

( ২৬শে আষাঢ় ১৩৩৪ )

# শেষ-অব্যাহতি

বেলা প্রায় তিনটা হ'ল
মেঘের পাল রুকে এল,
দিল ঢেলে পালে পালে
বারি কীট মহীতলে।

বাছুর এক ঢুক্'ল ঘরে,
দিলাম আমরা তাড়া তারে,
বারি কীটে ধরেছে ও'রে,
কহে' শিক্ষক তাড়াস্‌নারে।

আমরা সবাই ব'সে ঘরে
ভাব্‌ছি এক দিনের তরে,
বিভু কিগো ছেড়ে দেবে'
যবে— — মৃত্যুকীটে ধরিবে সবে।

( ২৬শে আষাঢ় ১৩৩৪ )

19

# পুণ্যাত্মার যথার্থ পুরস্কার

জেতে যে হাসে সে
হারে যে কাঁদে সে,

বিধি - বিধি কয়।

ডাক প'ল দিন গেল,
খেলা তার সাঙ্গ হ'ল

ত্বরা চলে আয়।

যেবা যায় আসে ফিরে,
খেলা তার শেষ ক'রে,

কেহ কাঁদে কেহ হাসে
চিরকাল হেথা ব'সে,—

যদি তুমি থাক জিতে,
ভয় নাহি ক'রো চিতে,
উপযুক্ত পুরস্কার—
মৃত্যু, আমি আছি যা'র,—

যথার্থ বিজয়
তা'র, চ'লে আয়!

( ২৮শে আষাঢ় ১৩৩৪ )

# অমর ভাড়াটে

হে—" মোর পুরাণ ভাড়াটে,
বলিতে হৃদয় ফাটে "

কহে দেহ ডাকি প্রাণে
" আর কি র'বেনা এভবনে ? "

আমার জনক যিনি,
তিনি যেরে অতিথনী,

থাকি বলে জীর্ণ গৃহে
এস্ত মোর পিতা তাহে

অমর ভারাটে আমি
শতশত গৃহেভ্রমি,

হ'তেছে নূতন বাড়ী
তাই তোরে দিনু ছাড়ি !
কহিল ভাড়াটে তায়,
ডুবাইয়া নিরাশায়।

কহে প্রাণ চলিলাম,
গৃহ বলে মরিলাম,

আমার এই ইট গুলি,
কালেতে হইবে ধূলি।

( ২৯শে আষাঢ় ১৩৩৪ )

21

# জগতের মালী

মম শরীর ক্ষেত্রে করে'ছ সৃজন
শ্যামল - মানস - কুঞ্জহে !
সেথা ফুটেছে কুসুম বুদ্ধি, বিবেক,
জ্ঞান, আর কত ক'রহে !
দেখে যাও তুমি ত্রিভুবন মালী
কাঁটাগাছ তায় ঘিরেছেহে ।
ছিন্নমূল করি দিয়া সে সকলি
অবাধে কুসুম ফুটাও হে !
দাওহে সুবাস, দাও হে সুআশ,
পরাণ মম মাতিয়ে হে !
ওহে মোর মালি, দিয়া সে সকলি,
পূরিব তোমার আশা হে ।

( ৭ই শ্রাবণ ১৩৩৪ )

# ভরা তরী

পাসরিতে শোকরাশি
বসিলাম হেথা আসি,

একা এই নদী তীরে
গোধূলির শান্ত ক্রোড়ে।

চমকি চাহিনু ফিরে,
হায় হায় কেবা করে,

হেরিনু নদীর' পরে
ঘূর্ণমান্ তর নীরে, —

নিমেষেসে ভরা না
আরত রহিল না,

যুগযুগান্তর তরে
লুকাইল নদীনীরে।

সহসা পরাণে মম,
কে দিল সন্ত্বনা যেন,

কে যেন কহিল 'ওরে,
কেন ভাস অশ্রুনীরে,
দেহতরী হারাইবে,
গভীর ও শোকভারে।

তাই ত্যাজি'অশ্রুনীর
ছাড়িলাম নদীতীর

23

গৃহেতে আইনু ফিরে
শান্তিপুনঃ লভিবারে।

বিধির সৃজিত কায়
যাহাহি'তে সুখে রয়,

তাহাই সতত করে,
রহিনু এ সংসারে।

( ৭ই পৌষ ১৩৩৪ )

# বর্ষ-বিদায়

রে পুরাতন বর্ষ ! বসন্তের শেষদিনে,—
ধরনী হ'তে কেমনে,—
গাহিতেছ বিদায়ের গীতি !

জীবনের ছয় কালে,
ভরিয়াছ ফল ফুলে
মেদিনীরে, শুনিয়েছ অতি
কত মধুর বিহগ-গীতি !

তব পিতা পিতামহ
ছিল হেন অহরহ,
প্রকাশি' উত্তরাধিকার নীতি,
তাহাদেরো তোমাসমগতি !

কালই উদিলে উষা,
দিয়ে নব বেশ ভূষা,
বিলাইতে সদা প্রেমশান্তি
শিখাও পুত্রে যতনে অতি !

তোমাসম মম গতি
বহে দ্রুত, দ্রুত অতি,
লভেছিল মম চিত্ত-বৃত্তি,
সখ্যতব, হর্ষভরে মাতি !

যা'বে এবে চ'লে যাও,—
আশীষ বরষি' ধাও,—

দিয়ে যাও আশাভরা নীতি !

তব — — — — বর্ষ - বংশধর যেন,
করে জ্ঞান, প্রেম দান

আমাদেরো বংশধর প্রতি ।

( সন ১৩৩৪ চৈত্র সংক্রান্তি )

# বাতি

জাগিয়া সারা নিশি
আঁধারের কোলে বসি

করে গৃহ আলোকিত,
আলো দানে অযাচিত

অনলে দহিয়া চিত,
স্বীয় অঙ্গ দ্রবীভূত

কেন করি' সারা নিশি
সূর্য্যালোকে যায়মিশি ?

সত্যইকি মহাজন,
বিতারিয়া প্রানধন,

অবশেষে যায় মিশি
' অনন্ত - ' আলোকে আসি

( ১৩৩৪ চৈত্র সংক্রান্তি )

27

# নূতন

নূতনি সবার মিষ্ট,
নূতনেই সবেতুষ্ট,

নূতনি সবার প্রিয়,
পুরাতন হয় হেয়।

নশ্বর ইহ জগতে,
কালের দ্রুত গতিতে,

নবযেই সেই পরে,
পুরাতন হ'য়ে পড়ে

করম সাধিয়া সিদ্ধ,
কিংবা হইলে বুদ্ধ,

পরহিত - ব্রতী হয়
কিংবা উদার হৃদয়
চির নব চির প্রিয়
হয়, - হ'বে নাগো হেয়।

( ১৩৩৫ ১লা বৈশাখ )

# আঁখি উন্মেষ

কৃপাময় কর কৃপা বরিষন
অনাথ সুতের বড় অনুনয়,
ফুটাও বারেক মুদিত নয়ন,
হেরিতে আমকে চিনিতে আমায়।

অসৎ ধারনা করছি দাহন,
তাই বুঝি এবে কি পাপেতে হায়
কুচিন্তা আননে দহি চিত ধন,
ঠেলনা অধমে মিনতি তোমায়।

জ্বালাও এবারে বিবেক আগুণ,
স্নেহপ্রীতি আদি লইয়া সহায়
বিনাশ করিতে গরব বঞ্চন,
মিত্রে আনিতে বিরোধী সবায়।

স্নেহের বাঁধনে বাঁধিনি যখন—
সবারে, চিনিতে পারিনি আমায়,
ছিলনা আমার জগত আপন,
চিনেছি হেনাথ তোমায়, সবায়।

কর মোরে রত করিতে সাধন,
যাহা হ'তে সবে সুখী হতে পায়,
বিলাইতে দাও জীবন আপন,
যেন—একের সন্তান একেতে মিলায়!

( ২রা শ্রাবন ১৩৩৫ )

# ভারত-কুসুম

দেখনা সকাল বেলা,
ফুটেছে বকুল বেলা,

বায়ু তার পুলক সারা বেড়ায় বহি।

অলিকুল ছুটে আসি,
নিজ নিজ দলে বসি,

খাচ্চে মধু নিচ্চে রেণু হর্ষ গীত গাহি।

চেয়ে দেখ স্বায়ং কালে
গেছে ফেলে অলি কুলে,

পুষ্প তাই ম্লান মুখে হৃদে দুখ ধরে।

আর নাই সেশোভাটি'
সুগঠনের পরি পাটী,

সাঁঝের কালে ধরা তলে প'ড়ছে ঝরে॥

ধরা কুঞ্জে কুসুম যত,
ঐ ভাবেতে হয় গত,

শুধু ভারত - কুসুম নিত্য নির্ব্বিকার।

সুখের সকাল হ'লে
বিপদ - সাঁঝের কালে

রূপরেনু কিংবা মধু অতি চমৎকার ॥

অনন্ত যুগ যুগান্ত,
জাতি অলিন হেক্ষান্ত,

খেয়ে মধু দেশে ফিরে লয়ে সাথে রেনু।

মধুহীণ হ'লে পরে
বলরে কেমন করে,

কে পারে রাখ্‌তে চির নির্ব্বিকার তনু ॥

রাখ্‌ছে সদা একুল,
ছড়িয়ে গরব গুল,

বিধাতার কৃপা বরি ঝরে একুলে।

নতুবা মরত ছেড়ে,
কখন প'ড়ত ঝরে,

হারাত অমর নাম বিস্মৃতির জলে ॥

( ১০ই শ্রাবণ ১৩৩৫ )

# নির্ঝরিনী

প্রেম-নির্ঝরিনী
বক্ত নিশি দিনি,
হৃদি - গিরি তল ভেদিয়া,
সিক্ত কর গিয়া,
সবাকার হিয়া,
পবিত্র প্রবাহ লভিয়া — !
জান নাত তুমি
কোন চিত - ভূমি,
আছে উচ্চ স্তরে বসিয়া,
সবচিত - ক্ষেতে,
ব'য়ে যেতে যেতে
হ'বে ধন্য উচ্চে উঠিয়া — !
তোমার প্লাবনে,
সবজীব গণে,
মাৎসর্য্য বাঁধাদি চূরিয়া,—
হ'বে এক দিন,
পারাবারে' লীন,
প্রেমের বন্যায় ডুবিয়া !

( ২৫শে শ্রাবণ ১৩৩৫ )

# মানুষের অনুরোধ

তাপ গরবেতে
গিয়ে আকাশেতে

শীতলতা জ্ঞানে হয় দ্রবীভূত,

আজ শুধু নয়
সলিল কনায়

তরু - লতা সনে খেলায় নিরত।

হেরিছ মানব
ভাব অভিনব

গরব অভিমান ত্যজরে এবে,—

ছাড় কুটিলতা
ধর সরলতা

সুখেসবে কর খেলা এ ভবে।

ভেদা ভেদ ভুল
প্রেম আলো জ্বাল

না হেরিবে আর ভেদ অন্ধকার,

বিভু মেঘ হ'তে
বহে পৃথিবীতে

একই মানব - সলিলের ধার।

মিলিয়া সবায়
জল কনা ন্যায়

মিলিত শক্তিরে কর আলিঙ্গন,

মানব সমাজ
এস এস আজ

আসি শান্তি সাগরে লভ নির্ব্বাণ !

( ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৫ )

# করুণা

জানিনা কেমন মূরতি তোমার, প্রকাশিত হলে কবে,
অনুমানে গণি ওহে হৃদি - মণি, এসেছ বহু পূরবে।
সৃষ্টিমাত্রে হেরিল মানব, পাঠান বিভুর কৃপা দানে,
কুসুমের পরে, পর্ব্বতে বিবরে, শূন্য আকাশ কাননে।
জলধি - বক্ষে, অশ্রু - চক্ষে, পথহারা যবে নাবিক দল,
উঠিয়া ফুটি, মূর্ত্তি তব, বলে ঐ কুল গাহি কল কল।
শীতের আকাশে শিশির পরশে, শুস্কপ্রায় তরু লতা,
গায় তবরূপ অতি অপরূপ লভি' নব ফুল পাতা।

নেহারি আবার প্রভাটী তোমার উচ্চজনের হৃদয়ে—
আঁখি হ'তে যবে ঝরে অশ্রুধারা দীনের দুখ চাহিয়ে।
শুদ্ধোদনের স্নেহের পুতল প্রশান্ত বালক গৌত মে—
নেহারি তব সুন্দর রূপ, যথা সৌরভ বহে কুসুমে,
যথা সারাদিন রূপ ঢল ঢল সব ফুল্ল ফুল দল—
হয় সন্ধ্যায় লুটিত ধরায়, বিলাইয়া পরিমল।
তথা বুদ্ধ বেশে মিশে গেছে শেষে বিতরিয়া জ্ঞানরাশি
বিশ্ব পিতার চরণে, তারি জগতের পাপ পথ বাসী।
যথা - ঝরনায় বহি এ ধরায় মরুরে করিছে শীতল—
তথা সুহৃদয় - গিরি - কন্দর হ'তে বহ তুমি নির্ম্মল।
নবদ্বীপের গৌরাঙ্গে তোমারি অসীম মোহিনী শক্তি—
ডুবালে তাঁরে তব স্নেহ নীরে, মাখন পুন্য-প্রেম-ভক্তি।
কাঁদালে তাঁরে জগতের তরে খাইয়ে হাবু ডুব—
না জানি করুণা শকতি অসীম কত দেছে তোরে প্রভু
করুণা, তোমার উদয়ে আহলাদ, বিকাশে পরম প্রীতি—
দানব যেসে, তোমারি পরশে বিশ্ব প্রেমেতে উঠে মাতি।

35

নৃশংসতার শকতি তাহার কোন্ অধো পথে যায় ভাসি
অন্ত গ্লানি কষাঘাতে লাজে, ঝরে দর দর অশ্রু রাশি।
তাই স্মরণেতে লয়েছে শরণ, বাল্মিকীর স্নেহ - স্মৃতি,
ক্রৌঞ্চেরে কোলে, হিম অচলে, কাছে মাতা সরস্বতী।

করুণা, তোমারি সাথে দেব দেবী আসে ভক্ত চিত রথে,
তোমার সদন পেয়েছে যেজন ধন্য সে কর্ম্ম পথে।
ডাকে হীনপ্রাণ দাও কোলে স্থান, অয়ি সংসার প্রাণ—
বাৎসল্যে হেরে মাতা, বঞ্চিত কি তবে হ'বেএ সন্তান।
এস এস করুণা হও হবে তরুনা প্রৌঢ়া বা প্রবীনা,
হও যদি তরলা, সরলা, কি অমলা অতীব কঠিনা,
তুমিসাকারা অথবা নিরা কারা জ্যোতি স্মর্য়ীকি মলিনা
যে চাহে তোমায় অনায়াসে পায় কৃপণতা তুমি করনা।
তাইত ডাকি এসহে আজি তোমারি পূর্ণ সাজে সাজী
বাজাও তোমার শান্তিবীণা এসেছি আমরা শ্রোতা সাজি!
শিখাও আজিরে গাঁথিতে একহারে গাওরে ঐক্যতান,
বাঁধ একতা সূত্রে সবায়, কর দিব্য শক্তিদান।

( ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৫ )

# সান্ধ্য-ভ্রমন

গোধূলির কোলে লয়ে সখাকুলে
ভ্রমিবারে ছিল বাসনা।
যবে রবি তুলে সে কিরন জালে
বাজিয়ে নীরব বীনা ॥
ত্যাজি গ্রীষ্মবাস নিল স্নিগ্ধ বাস
নিঝুম নিশার প্রকৃতি,—
জুড়াল পরাণ ল'ভে শান্তিদান
বহিল চিত্তে নব গতি!
শান্ত আকাশ, শীতল বাতাস,
শান্ত নদীর জল,—
অদূরে কাননে মধুর লগনে
গাহিছে বিহগ - দল!
বিদূরিত হ'ল, ক্লান্তি সকল,
জাগিল স্ফূর্ত্তি প্রাণে প্রাণে,—
ধরিলাম আমি, ক'সে হালখানি,
গান গেয়ে কেহ বটে টানে!

তরণী বহিয়া, এলাম ঘুরিয়া,
ক্ষনেক কালের পরে,—
চলিলাম ধেয়ে নব সুখ লয়ে,
আপন আপন ঘরে !
প্রতিবৎসর, পেলে অবসর,
সান্ধ্য ভ্রমনে মজাই মন,—
শধু সুখ নয়, জ্ঞানের উদয়,
হ'ল কিছু কিছু পুণ্য জীবন !

( ৯ই ফল্গুন ১৩৩৫ )

# নূতনত্ব

ওহে পরমেশ কেন ভিন্ন বেশ
প্রকৃতি দেবীরে দিতেছ পড়িয়ে ?
যেছিল নূতন, তারে পুরাতন,
পুরানে গড়িয়া নবীন করিয়ে— !
গৌরব বানী, পুরিত অবনী,
নবীনতা ছিল একদিন যা'র
পুরান সে আজি ছিন্ন বেশে সাজি
বিষাদে জীবন যাপে আনিবার ।
জ্ঞান গুন দানে, দেশ ভ্রাতৃ গণে,
করিয়াছে যেগো সফল জীবন
আজি ক্ষুন্ন মনে, মূঢ় তা-মরনে,
বসেছে হারাতে আপন জীবন ।
বুঝেছি তোমার ইহ সংসার
চায় নবীনতা প্রতিটী নিমেষে,
তাই সমাদরে সদা নবীনেরে
বিনাশে পুরানে অনাদর বিষে ।

ওহে ভগবান, কর তবে দান,
যেই দান আনে চির - নব - ভাব
যাহার অর্জ্জনে মানব জীবনে,
উঠে জাগি বুদ্ধবা দেব প্রভাব,
পরহিত - ব্রতে, আত্ম-আহুতিতে
জাগে হৃদি মাঝ অটল শকতি,
সবাকার প্রাণে, চির নব তানে,
উঠে ঝঙ্কারিয়া কৃতজ্ঞতা - গীতি।

( ২রা চৈত্র ১৩৩৫ )

★
★★

# স্মৃতি পসরা

শান্তি ময় - পদে
শত নম,—
শান্তি দেহে ভরে
যে জনম !
হেথা—হেমন্ত পুলকিত
সাগর - চুম্বিত,
পান্না ভরা—
শান্তি বিরাজিত
ঐক্য মন্ত্রে পুত
সর্ব্ব - সেরা !
বলাই গৌর হরি,
পুলিন - বিহারি,
পায় মঠে
পরি তোষ,—
নৃপেন্দ্র শচীন্দ্র,
দেবতার কেন্দ্র,
পঞ্চানন
আশুতোষ—!
আছে গোপীনাথ,
প্রভু বিশ্বনাথ,
গোপ - ইন্দু,—
বিপদ নাশন,
চিন্তা হরন,
কৃপা - বিন্দু !

কমলা - বিভূতি,
অপরূপ অতি,
হাস্য ময়ী,—
কুমারেশ ভাবে,
দীন দয়াল ভবে,
সৃষ্টি জয়ী !
দর্শন দুর্লভ,
গোপী বল্ লভ,
মূর্ত্তি মান্
রাম - পদ - প্রান,
কবে ভক্ত প্রাণ
রাম গান !
অপরূপ - বলি,
সুর - আহাদালি,
দফাদার,
দূঢ় পাহাড়ায়,
সবারে বাঁচায়,
বন্ধ হয়
অনাচার
সুদূর হইতে,
এসেছে হেরিতে,
মহাবীর,
সে আমীর,
সুখময় ধামে,
মন্ত্রী এজ্‌দাহামে,

সঙ্গে ল'য়ে
শত বীর
বীর আজি জল,
শুকুর মহাবল,
সেনাপতি
উভয়েরে,
রসিকতা মাখা,
হাস্মতালী সখা,
হাসি সদা
দু' অধরে
সাদর - আহবান্
করিছে প্রদান,
মিলনের
প্রীতি - হার—
সুধীর - ভূনাথে,
ধরি ডালা মাথে,
দেবতার,
করুনার !

( ২২শে চৈত্র ১৩৩৫ )

43

# প্রার্থনা

জগত মাঝারে বিরাজিত তুমি,
রক্ষাকরহে এ দাসে
করম সাধিতে করেছ মানুষ
মঙ্গলতব আশীষে ॥
যদি—পরীক্ষা দিতে এসেছি মহীতে
শিক্ষা লভিব আগে—
সুফল চাহিব কুফলে ঠেলিব,
যাহা আছে হবে ভাগে।
তাই আজি আমি কহিতেছি নমি,
প্রভুহে মোরে শিক্ষাও,—
শিক্ষাও যতনে অধম সন্তানে,
কর্ম্মের পথ দেখাও।
সকল জীবেরে দেখাও আপন,
জন্মভূমির ক্রোড়ে,—
পরি যেন ওগো জগজ্জনেরে,
বাঁধিতে প্রেমের ডোরে।
শক্তি-ভক্তি-প্রেম-প্রীতি সেত তুমি,
তোমারি লুকান রূপ,—
পুন্য-হৃদি-কুঞ্জে কভু উঠে ফুটে,

বিলায় প্রসাদে অপরূপ।

দাও কৃপা করে শকতি আমারে,
সাটিতে সবার হিত,—
দাও প্রীতি-ভক্তি লঘু গুরু প্রতি,
জুড়াক তৃষিত চিত।

ওহে দয়াময় বিবেক আলোয়,
ঘুচাও মনের আঁধার,—
তুমিই আমার ভুলোকে দ্যুলোক,
তুমিই জগতে সার।

চিনাইয়া দাও তোমায় আমায়,
মানুষকে কেন তব-পদ চায় ?

আমিত্ব গরব হর,
ভকতি কুসুম ধর।

( ২৪শে চৈত্র ১৩৩৫ )

45

# ভ্রমন

একই আকাশ তলে
একই ফলও ফুলে
একই দেশের জলে,

লভি জনম মৌন-গোপন,—

চিরদিন একমনে
একই নিভৃত কোণে
অজ্ঞ - আঁধার বনে,

পশুর মত ফুরায় জীবন !

দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে
এলেপুন গৃহে ফিরে
চিত্ত আলোড়িত ক'রে

জেগে ওঠে সুখের স্বপন।

বিদেশী - স্মৃতি - পসরা,
অতুল পুলক ভরা,
প্রকাশে সুখ তারা,

উজলে হৃদি - অন্ধ - গগন

বিদেশীর ইতিহাস
প্রকৃতির মধুর হাস
বিদেশীর মধু ভাষ,

এনে দেয় নব শিক্ষাধারা,-

জাগায় সুখ উচ্ছ্বাস
বিলায় নূতন আশ
আনে নবীন প্রয়াস,

নবীন জীবন ও পুণ্য সারা !

( ২৮শে চৈত্র ১৩৩৫ )

# শিশুর স্বর্গ

ঐ দেখ ভাই উপরে চেয়ে।

কেমন মজা বল দেখি,

সবুজ রঙের পর্দ্দা খানা,

ঢেউ খেলান থাকি থাকি !

ও টাকে বলে স্বর্গ-পুরী,
থাকে ওখানে দয়াল হরি,

আরও আছে দেবতা কত
আমাদেরি চিন্তায় রত !

সূর্য্যদেব সকাল বেলায়,
সোনার রথে আসে হেথায়

আমাদের চড়িয়ে নিয়ে,
খানিক পরে দেয় না বিয়ে

নিজে তখন কোন দিকেতে
একলা একটা বিছানা পেতে
মজাটি করে থাকে ঘুমিয়ে !
খেলার শেষে ফিরতে বাড়ী,
যদি আমার হয়েছে দেরী
আলো হাতে দাঁড়িয়ে দুয়ারে,
মায়ের অশ্রু পড়েছে ঝড়ে ।

সূর্য্যদেবের মার ও ভাই,
সাঁঝের বেলা দেখ্‌তে পাই
স্নিগ্ধ শিশির ছিটান হলে,
দুইটি নয়নে অশ্রু ঝরে ।

তারকার মালা পড়ে গলে,
আকাশ পথের পর্দ্দা তুলে,
শুভ্র শীতল আলোক লয়ে,
থাকেন আশায় পথ চেয়ে,—

তাহার পরে প্রভাত কালে,
সূরজ দেবেরে পেয়ে কোলে,
হেমকান্তি কিরনে হাসিয়া,
স্বর্গ-পুরে চলেন ধাই-য়া ।

পাখীরা কেমন উড়ে উড়ে,
বিরাট বিশ্বে বেড়ায় ঘুরে,
কখন বাঐ পর্দ্দার দিয়ে,
উড়িয়া সকলে থাকে থাকে,

স্বর্গের সুধা কর্‌তে পান,
কলরবে করে ভক্তি গান ।

আমাদের ভাই প্রাণ পাখী
দেহপিঞ্জরে দিয়ে ফাঁকি

উড়ে গিয়ে ঐ সুর পুরে,
সুধা পিয়ায় চিত্র চকোরে।

২৮শে চৈত্র ১৩৩৫ সাল।

## গণ্ডী-লঙ্ঘন (ক)

দেখেছিস্‌রে
ঘর অন্ধকার
থাকিস্‌ নারে
বন্‌ধ করে,
জানালাদুয়ার !

বাতাস আলো
বিরহে হ'ল,
পরান অস্থির,

নয়নে কাল
শুধুকি ভাল

করণ বধির ?

জানালাখুলে
নয়ন মিলে
দেখ্ একবার,
কেউ হাস্‌চে
কেউ কাঁদচে,
দুর্দ্দশা কাহার !
চেয়ে দেখ্‌লে
নয়ন জলে
ভেসে যাবে বুক,
বুঝবি তোর
খিল আঁটার
কত খানি চুক !
ঘুমের ঘোরে
বাঁধায় পড়ে
থাকিস্‌নে আর,
খিলটা ভেঙ্গে
আয়রে নেমে
বাহিরে এবার ;
মুক্ত স্থানের
দীপ্ত আলোর,
পরশ পরাণে
দেবে জাগিয়ে
চোখ ফুটীয়ে
সজীবতা এনে !

৫ই বৈশাখ ১৩৩৬ সাল

# গণ্ডী-লঙ্ঘন (খ)

একদিকে মুমূর্ষু মারীচ মুখে ছলনার কথা,
নিরখিয়া ধাবিত লক্ষ্মণে রাম, হৃদেপাণ ব্যথা,

"ভাইরে লক্ষ্মণ কেন তুই এলি হেথা
একাকিনী রেখে মম প্রাণপ্রিয়া সীতা ?
চিত্রকুট-পঞ্চবটী-তরু-ছায়া-তলে,
ফুল-হার সম যারে রেখে ছিনু গলে,
গোদাবরী-মন্দাকিনী-শান্ত-উপকূলে,
যার সনে গেছে দিন বন-ফলফুলে
সোহাগিনী প্রণয়িণী-জনক নন্দনী,
ফুল সম ফুটে সেথা আছে একাকিনী ?
মৃগী নয়না-পতিপ্রাণা-সীতা আমার
ঘিরিয়া ধরিত দিয়া ভুজলতা তার
কোথাও পেয়েছে যদি ভয় একবার,
ভয়েতে মলিন হত বদন তাহার !
চল ভাই শীঘ্র চল ভীষণ ছলনা,
ক'রেছে রাক্ষস পাল, কি হবে জানিনা" ।

অন্যদিকে দুর্দান্ত দানব রাবণ এসেছে কুটীর দ্বারে
ভন্ড যোগীর বেশ ক'রে ধারণ, সতী সীতা হরি বারে ।
এব মাঝে গন্ডী মাত্র আছে বিরাজিত,
ভাবনায় দিশাহারা বড়ই চিন্তিত ।

51

এদিকে জ্বলেন সীতা বিরহ জ্বালায়,
ওদিকে ছাই পড়ে অতিথির আশায়।
লক্ষ্মণ ক'রেছে নিষেধ গন্ডী লঙ্ঘিতে,
সেইমত তা'রে সীতা যান ভিক্ষা দিতে।
"গন্ডীর বাহিরে এস, এসে ভিক্ষা দাও
নতুবা চাহিনা ভিক্ষা ফিরে নিয়ে যাও"
ছলনা করিয়া ধূর্ত রাবণ কহিল,
অনাথ জননী গন্ডী অমনি লঙ্ঘিল।
তখনি দুরাত্মা তাঁরে তুলে ল'য়ে রথে,
দ্রুত অতি ছুটীলেন লঙ্কা দ্বীপ পথে।

৬ই বৈশাখ সন ১৩৩৬ সাল।

# দাতা

স্নিগ্ধধারা স্রোতঃস্বিনী
বয়ে যায় নিশিদিনি,
পর্ব্বত কানন মরুভূমি বন
ক্ষুদ্র পল্লীভেদী তীর্থ অগনন

নাহি কোন ভেদাভেদ
নির্ম্মল গতি অভেদ,
নীরস ক্ষেত্রে তার শীতল জলে,
সরস করিয়া ধায় সিন্ধু কূলে।

এ তরঙ্গ লীলায়িত
নদীর এ বিশালচিত,
জন্ম কোথায় এর কেউ কি জানে ?
গুপ্ত-গিরি-কন্দর-দেশে নির্জ্জনে।

মহাত্মার দয়াধারা
স্রোতাস্বিনী জগজ্জোড়া,
অজ্ঞাত আবাস হ'তে প্রবাহিয়া,
করে সুশীতল তৃষিতের হিয়া।

১২ই বৈশাখ ১৩৩৬ সাল।

★
★★

53

# জন্মভূমির প্রতি

নদীয়ার নিরিবিলি পশ্চিম অঞ্চলে,
প্রিয় মোর জননী তুমি জনম ভূমি,
বিশ্বরূপ-শোভা সাজে হেথা এসেছিলে,
কি তার কব মা হীন এ তনয় আমি।

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
সঁপি দিল যবে তোমারে ব্রহ্মণ-করে,
তোমার উজল রূপ উথলিয়া যায়
কল্লোলে মিলন গান ভাগিরথী করে।

অবতার দ্বিজদল তোমারি সনে
শান্ত-শীতল-পূত-ধবল গঙ্গাতীরে,
ক'রেছেন লীলা কত এই নির্জ্জনে
রাধা আর কৃষ্ণ যথা যমুনার তীরে।

কোলেতে মা তব সাধক চন্দ্র চূড়,
পূজি প্রথম জগদ্ধাত্রী তান্ত্রিক মতে,
আনিয়া হিন্দুর প্রাণে সব ভক্তি সুর,
উজলিল বদন তব পুণ্য ভারতে।

গুরুদাস কালিকা নন্দ আর নিবারণ
সুমধুর স্বরে যবে ধরিতেন তান—
নীরবে তোমার কোলে তব পুত্রগণ
একমনে গান শুনে জুড়াত পরান।

ছিল শিক্ষিত সংযত সুপণ্ডিত ঢের,
তাঁরা তব যোগ্য সন্তান সন্দেহ নাই,

আমি যে সন্তান তব কনিষ্ঠ সকলের,
কি ক'ব সে পূর্ব্ব কথা কিছু জানানাই

শুধু মা লোকের কাছে সুনাম তোমার
আজি এ দুখের দিনে শুনিয়া কানে,
দুখ ভুলে সুখ জাগে হৃদয়ে আমার
নিরাশায় আশা আসে মুকুলিত প্রাণে।

হয়েছে শীর্ণ মা সুন্তান বিয়োগে,
মুদিত নয়ন, নাহিক সংজ্ঞা তোমার,
কি করিলে উঠিবে বল আবার জেগে
সম্ভব কি হ'বে মাগো কনিষ্ঠে এবার।

১২ই বৈশাখ সন ১৩৩৬ সাল।

55

# অর্থ

অর্থ তোমার
অর্থ বোঝা দায়
সারা সংসার
মোহিত তোমায়
দাতার হাতে
যোগ্য ব্যবহার
কঞ্জুষ-হাতে
মরণ তোমার
কখন তুমি
কৃপার দানেতে
আসিয়া নামি
দুখীর হিয়াতে
তব নামের
সত্য সার্থকতা
প্রকাশ সদা
মহৎ বারতা
কখন তুমি,
বন্দিনী ভাবে
কৃপণ-করে
গুপ্ত ব্যাথা চেপে
কাঁদিয়া উঠি
দিয়ে অভিশাপ,
দস্যুর করে
সঁপি তোমারে

ভুল শোক তাপ।
পুত্র পিতায়
ভগিনী ভ্রাতায়,
বাধিয়েছ দ্বন্দ্ব
করুণ করম
করেছ সাধন
কি ক'রে মম ছন্দ
দুষ্ট সীমার
বর্ষে যাহার
বীর হোসেনের
বিখন্ডিত শির
পড়ে কি মনে
তথ কারণে,
কেবা আছে বীর
ঝরে না অশ্রুনীর ?
চোর ডাকাত
ঘুরে দিনরাত
বিমোহিত মনে
তোমারি পিছনে
তোমারে হরা
পড়লে ধরা
পায় জ্বালা প্রাণে
আইন-পীড়নে
অভাবে তব
মগন হয়
দুখীর হৃদয়

57

জনম-সার
দেবাচ্চার্য়
সংযত নিশ্চয় !

১৯শে বৈশাখ ১৩৩৬ সাল।

★
★★

## চেতনায়

আয় আয় এই বেলা,
ভুলিয়া মায়ার খেলা
পাবিরে বিমলানন্দ
কুসুমের হাসে হাসি,
প্রেমের সাগরে ভাসি,
পড়িয়া কবিরছন্দ।
মজিবে পরাণ মন,
প্রকৃতিতে অনুক্ষণ,
যাবে দূরে নিরান্দ,
পূত স্ববগ সমান,
কবিতার মধু গান,
জাগাবে পরমানন্দ।

২১শে বৈশাখ ১৩৩৬ সাল।

# যত গরম তত নরম

১

কাল মেঘ ওরে
অতরাগ ভরে
বল ত কেন আস্‌চো ছুটে

সুগম্ভীর স্বরে
গুরু গুরু ক'রে
চকিতে শান্তি নিতেছ লুটে ?

সতেজ তোমার
ঝটিকা আঁধার
কাল বৈশাখে মেলিয়া আজি—

পরাণ সবার
করিতে সংহার
রচেছ তোমার ব্যূহরাজি ?

মুহূর্ত্তে আসিয়া
সবারে ঘিরিয়া
ঝঞ্ঝাতে কেন কর প্রহার ?

বজ্র বরিষণে
বিঁধিছ পরাণে
তীব্র-অগ্নি-শল্যকা তোমার

২

নৃপতি অশোক
ছিল চন্ডা শোক
করিল যবে কলিঙ্গ জয়

অসীম প্রতাপ
জাগাল সন্তাপ
যখনি হেরিল লোক ক্ষয়

প্রজার দুখেতে
দুইটী চোখেতে
ঝড়িয়া পড়িল অশ্রুনীর—

কয় ফোটা তার
জুড়াল প্রজার
চঞ্চল-চিত করিয়া স্থির।

দেখিত দেখিতে
গ্রাম পথে পথে
হ'ল জল কুপ পান্থপালা

পথ বিরচিয়া
দুপাশ বহিয়া,
সাজাল দীর্ঘ গাছের মালা

৩

কাল মেঘ তুমি
কোন্ কথা আমি
কহিতেছি নিজ মনে মনে,

থাকি আকাশেতে
কোন শকতিতে
লুকান কথা নিয়েছ জেনে ?

তাই বুঝি তব
কঠিন অতীব
পাষাণ সম হৃদয় খানি

হ'ল দ্রবীভূত
করিল সিকত
তাপিত ক্লিষ্ট দগ্ধ ধরনী।

দেখ একবার
নাহিক কাহার
অতীব তাপিত ক্লিষ্ট দিন—

খালে বিলে জল
গাছে গাছে ফল
আজি সে কষ্ট হয়েছে লীন।

২৪শে বৈশাখ ১৩৩৬ সাল।

# ফুলের তোড়া

সুরভিত কুসুম তোড়ায়
কিবাশোভা উথলিয়া যায়
কেগো তুমি কিদিয়ে রচেছ এতোড়ায়
বুঝেছি বুঝেছি লতা কুসুম পাতায়
কিবা হ'ল সুখ বিরচনে,
কোন্ সাধ তব আছে প্রাণে ?

নানা রকমের ফুল আনি
চারি পাশে পাতার বেষ্টনী
সুবাস আছে যার সুরূপ নাই তার
সৌরভ নাই যার সুরূপ অপার।
বিচিত্রবরণ ভিন্ন বাস
পূর্ণ শকতি করে প্রকাশ।

কেন ক্ষুব্ধ বৃথা ভাবনায়
গাঁথ তোড়া তোমায় আমায়,
ধনী-জ্ঞানী-গুণী সাথে মূর্খ দীন হীন
রোগ শোক দৈন্য দুখ হ'বে সব লীন।
একত্রিত গাঁথা তোড়াখানি
পূর্ণতা আজিরে দিবে আনি।

যে আছে মূর্খ সে পাবে জ্ঞান
পাবে দীনহীন ধন-দান

ব্যথীতের ব্যাথা ভরা শুনি নিবেদন,
হারাবে গরব যত গরবিত জন,
হেথা মধুর মিলিত তোড়া
হ'য়ে রবে চির মনোহরা

২৯শে বৈশাখ ১৩৩৬ সাল।

# কৃষ্ণচূড়া

ধীর সমীরণে
আপনার মনে
দুলু দুলু দুলু দুলে অনিবার

শোভে স্তরে স্তরে
ফুল বৃন্ত পত্রে
অপরূপ অতি কিশোভা তার।

সব ফুলগুলি
আছে বামে হেলি
শ্যামল-পক্ষ পত্রে চড়িয়া

যেন কৃষ্ণ শিরে
রহিয়াছে চ'ড়ে
ধীর গমনে উঠিছে নাচিয়া,
সেই স্মৃতি-ছবি দিল আঁকিয়া।

বসিয়া একাকী
যেন শ্যাম সাথে থাকি
পত্র-মুখ চুম্বিত জীবনে,
মজাইনু মন বংশী-তানে

মনেতে জাগিল
বুঝি এ বিফল
কোথা বাসে যমুনার তীর,
বাম পাশে রাধারানী স্থির

পাঠান্‌ চিন্তায়
দাঁড়াইতে বাঁয়
ভকতি-স্রোতে বহিতে ধীর
যুগল পদে, গড়ি যমুনা-তীর।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ সাল।

## গৃহ

জনম যেদিন
পেয়েছিগো আমি
তোমারি এ কোলে,
আমাকে সেদিন
দেখিয়েছ তুমি
সবি ধরা তলে।
জননীর মুখে
মধুমাখা হাসি
শিখাল হাসিতে,

পিতৃ-মাতৃ মুখে
ভাষা, শিক্ষারাশি,
শিখাল কহিতে।

তোমারি একোলে,
প্রফুল্ল হৃদয়ে
খেলে ছিষে খেলা
সেই ধূলা খেলে
শৈশব ছাড়িয়ে
এল যৌবন বেলা।

ধূলা খেলা হ'তে
শিখালে করম
তাইত জীবনে ;
সঁপি পুণ্য-ব্রতে
সাধিয়া ধরম
জাগানু পরাণে

চির দিবসের
আবাস ছেড়েছি
অল্প দিন তরে,
কোন করমের
ফলেতে এসেছি
এই মর্ত্য-ঘরে।

তব মূর্ত্তিখানি
প্রতিকৃতি-সম
সেই গৃহটীর,

আঁকে ছবিখানি
চিত্ত-পটে মম
মুছি অশ্রু-নীর।

২রা জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৬৬ সাল

## চিত্রকর

ওকি একমনে প্রকৃতির সনে
কি কহিছ কথা
একাকী বিজনে নীরব ভাষণে
কি শুনিছ ব্যথা ?
ওহে চিত্রকর ওকি তুমি কর
ব্যাকুল আঁকিতে,
আকাশে ভাস্কর মুরতি তাহার
তবফুল্ল চিতে ?
তরুর উপর শোভাটী সুন্দর,
অপরূপ রূপ

দর্শন-সুন্দর নীল-পয়োধর
চঞ্চল কি চুপ
পর্ব্বত শিখর বরফে রস্তর
দ্রুত নির্ঝরিণী
ভূধর কন্দর বালুকা প্রান্তর
শ্যামল ধরণী
আবার কখন করিছ অঙ্কন
মানব মূরতি
কি ভাব তাহার করিছ প্রচার
কেমন প্রকৃতি।
কাহার মুখেতে হাসির ছটাতে
এনেছ লাবন্য
সাজায়ে কাহারে নরপতি ক'রে
করিয়াছ ধন্য!
বদনে কাহার মলিন আঁচর
দুখ প্রকাশিতে
বগ্‌লী ভিক্ষার ঝুলায়েছ কার
ভিখারী সাজাতে।
তৃষিত নয়নে বিরহ বেদনে
করিতে প্রকাশ
বসিয়ে বিজনে কাহারে অঙ্কনে
দাও মৌন ভাষ।
মুখে নাই ভাষ তবু সে হাতাশ
আবেগে নয়ন
বলে অনায়াস স্পষ্ট হ'তে ভাষ
লুকান বেদন।

জগতের ভাব নাহিক অভাব
হৃদয়ে তোমার,
হৃদয়েতে সব নূতন উদ্ভব
করেগো সঞ্চার।
যাহা কিছু আছে সংসার মাঝে
মন্দ কিম্বা ভাল,
তব হৃদি মাঝে সতত বিরাজে
অঙ্কিত উজ্জ্বল।
কোন শক্তি দিয়া করে প্রকাশিয়া
মূর্ত্তি খানি তার
যতনে আঁকিয়া দিতেছ রাখিয়া
সংসার মাঝার।
নশ্বর জগতে তোমারি দয়াতে
আছে যা ক্ষণিক,
দূর ভবিষ্যতে র'বে পৃথিবীতে
যেন সে সঠিক।
ধন্য ধন্য তুমি স্বর্গ হতে নামি
প্রিয় চিত্র কর,
পেয়েছ ধরণী শ্যামল বরণী
ওহে দেবতার
ক্যামেরা সুন্দর।

৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ সাল।

★
★★

# অলস-আঁখি

ঘুমের আবেশে
অবশে মরিয়া
চেতনারে মুখে রাখি

ভিতরে ভিতরে
এসেচে সংজ্ঞা
মুদিত এখন আঁখি

পুরব গগন
রক্তিম আভায়
সাজিয়াছে মনোহর

জাগ্রত লোচন
ব্যতীত কে পায়
হেরিতে স্নিগ্ধ ভাস্কর

পৃথিবীর কোলে
আলোকের সাথে
আসে যত শোভা-শান্তি

নয়ন যে মিলে
সেই পৃথিবীতে
হৃদে পায় সুখ - মুক্তি।

অলস - ওপারে
রয়েছে বসিসে
মুক্ত সুখের প্রভাত

ফেলে দাও ঝেরে
যতন করিয়ে
অলস - আঁধার - রাত

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ সাল।

# জীবনের প্রতি

১

জুড়িয়া রাজার হৃদি
আসন পাতহে যদি
মহতের পদে তবু করিয়া বরণ
ব্যথীতের ব্যথা যদি না কর হরণ

ভাবিলে ভাবিতে পার
"প্রভূত অর্থ রাজার
দীনসবে আমি ধনী," কোথা রবে ধন
দস্যু-হাতে রাজদেহ করিলে বর্জ্জন।

ত্যজ এবিফল আশা
এআশা মহত্ নাশা
ধন ল'য়ে উচ্চ হওয়া বড়ই কঠিন
শত ধনী কাল বশে হয় দীন হীন।

২

ধন রূপ মান যত
দিন দিন হ'বে গত
একাকী রহিবে পড়ে হয়ে দীন হীন
অমূল্য সম্পদে যদি না হও ধনিন্ ।

৩

তবে এস শুনে যাও
অপদার্থের ভুলে যাও
মহত্ লাভই তব বাসনা যখন
সঞ্চয় কর তবে অমূল্য জ্ঞান-ধন ।
ধনী কি দরিদ্রেরও
এধনেতে ধনী হও,
চোরের অসাধ্য কর্ম্ম এধন হরণ
দানে এধনের সাথে তোমার বর্দ্ধন !

৪

এধন অর্জ্জন হ'লে
প্রকৃত জ্ঞানের ফলে
পারিবে হরিতে যত ব্যথীত-বেদন,
পুণ্য দানেতে, থাকে যদি সঞ্চিত ধন
অকারণ ব্যবহার
কিংবা কৃপণতার
মোহজালে মুগ্ধ, মন হ'বে না কখন
পৃথিবীতে দিব্য সুখ লভিবে তখন

৫

যথা তথা জনে কেন
হোক এবে তব স্থান,
পূজ্য সেই, যতদিন রবে এ ভুবন,
পবিত্র প্রসাদে তব হে মহাজীবন।
বিস্মৃতির ছুড়ে ফেলে
স্মৃতির উত্তাল কোলে,
চিরদিন ধরি সে রবে বর্ত্তমান
সাক্ষাৎ দেবতা সম, আদর্শ প্রধান।

৬

সাধু ও মহৎ তব
হয় যদি কর্ম্ম সব
সংসার মাঝে তব হে মহাজীবন,
মানবের তুমিই দেখি অমূল্যধন
তোমার বিনাশ নাই
অক্ষয় অমূল্য তাই
সংসারে সত্য তুমিই তাই মম মন,
তৃষিত চাতক সম যাচে অনুক্ষণ।

৬ই শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল।

★
★★

73

# বেদী

বেদের আলোকে, আসিনু পুলকে,
পুন্য ভারত-তীর্থে
মৃন্ময় জীবনে, বহিনু যতনে,
দেব চরণ শীর্ষে।
হ'ল কত দিন, অনন্তে বিলীন,
নাহি সে ঋষিবৃন্দ—
তবু তপোবনে, ভবনে ভবনে,
পাই বিমলানন্দ।
কারখানা যত কল অগণিত
হ'তেছে নিত্য নিত্য,
গঠনে তাহার রয়েছে আমার
জ্যামিতি মূর্ত্তি গুপ্ত।
আমার জীবন বটে অচেতন,
কিন্তু আছে চেতনা।
ইঞ্জিনিয়ার ওভারসীয়ার,
আমরি প্রেমে মগনা।
দেবের চরণ বক্ষে ধারণ,
ভাগ্যে করেছি ভাই
অচিন্ত হৃদয়ে পিপাসা মিটায়ে
চিত্ত পেয়েছি তাই।

২৮শে ভাদ্র ১৩৩৬ সাল

# ভক্তের আব্দার

(গীত) [সুর খাম্বাজ]

কবে প্রভূ পাব হে তোমায়
তোমা বিনে প্রাণ যা-য়।
তোমার তরে প্রাণ কেঁদেছে,
কাঁদাইওনা আমায়

আসিয়ে সংসার মাঝে,
ব্যস্ত হ'য়ে নানা কাজে,
তুমি সদা প্রেম ম-য়।

বিশাল তোমার বিশ্বরূপে
তুমি হে আমার বুকে চেপে,
মুছে দাও বেদনায়॥

২রা আশ্বিন ১৩৩৬ সাল।

# দেশের প্রতি

আমার মার আগে জন্ম তোমার
প্রিয় জন্মভূমি আমার
মায়ের জনম কোলেতে তোমার
মায়ের কোলে আমার

তোমারি বুকে রেখে, পরম সুখে
ক'রেছ তাঁকে পালন'
মাগো তাইত আজি তোমার কোলে
পেয়েছি এই জীবন।

মায়েরও আগেতে তোমারই স্নেহ
ছিল আমার উপরে,
তাই তোমার যত্নে গড়া আমার দেহ
তোমার কোলটী উজল করে।

আমার মার আগে তোমায় যদি
পারি হে সুখী ক'রতে,
তোমার ও মার সুখে, ক্ষুদ্র হৃদি
জাগ্‌বে নব স্ফূর্ত্তিতে

চাহিনা মোর মায়ের অলঙ্কার,
চাহিনা সুচারু সাজ
জ্ঞানের আলোয় যদি গো তোমার
উজলি অঙ্গটী আজ।

হাজার খানিক বছর আগেও
ছিল তোমার যে শোভা
দুর্ব্বল সন্তান, মুছে দিল তা'ও
ওমা পান্হ-মনোলোভা !

হিন্দু কি বৌদ্ধ, পরে মুসলমান
সেদিন তোমার কোলে,
তোমায় ভেবে "মা"—যতেক সন্তান
জাগাল নবীন বলে ।

সেদিন তোমার মুখের হাসি
ফুলের বাসের মত
শান্ত মধুর বাতাসে ভাসিভাসি
ক'রেছে জগত পুলকিত ।

কেন মা ! অজি এ মলিন তোমার
অশ্রু মাখান বদন ?
ত্রিশ কোটী ছেলে আছে যে মায়ের
তাঁর হৃদয়ে কেন এ বেদন ?

ভা'য়ে ভা'য়ে ভাব নাহি আমাদের,
তাই বুঝি তোর দুঃখ ?
কেঁদ নাক-আর-বুঝেছি এবার
জীবনের কিবা লক্ষ্য ।

মোদের হৃদয় মনে, দাও জাগিয়ে
অসীম অটল শক্তি,
সার্থক হোক, জন্ম মোদের আনিয়ে
দুখিনী মা তোর মুক্তি ।

সকল দোষ আজ ক্ষমা কর মা
অবোধ এ সন্তানের
আর বেদনা তোমায় কখন দিব না
প্রতিজ্ঞা এ জীবনের
"স্বর্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি জন্মভূমি মম
লহনা মাগো তুলে
অজ্ঞশিশুর ক্ষুদ্র দান-"নম, নম, নম',
সকল দুঃখ ভুলে।

৪ঠা আশ্বিন ১৩৩৬ সাল

## মেঘের প্রতি

শরতের সাঁঝে, কেন
আসিলিরে।
নিঠুর বাদল
ঝ'রে ঝ'রে,
তারকা আকাশে
লুকাল তরাসে,
অন্ধ কারে।

শশাঙ্ক কাঁদিয়া,
আসন ছাড়িয়া
দিয়াছে রে
এসেছ যদি হে,
রহিও বসিয়ে
দূরে দূরে
সামাল সামাল
রহ কিছু কাল
মর্ত্ত্য-ছেড়ে।
সরলা শেফালি,
সরনে অঞ্জলী
দিতেছে রে
তার কোরক-কুমারী
উঠিছে শিহরি
দেখো তা'রে
তৃষাহারী শ্যাম,
রক্ষকুল মান
দয়া ক'রে
ছুঁইলে তাহারে
মরমে মরিবে
হাজিয়ারে।
নায়কি! হে কালোয়াত!
গাহগীতি দিন রাত,
ভরিয়া অম্বর,
মিশামিশি সুরে সুরে
সেতার গাইবে ছেড়ে,
পূরণ ঝঙ্কার।
১৫ই আশ্বিন ১৩৩৬ সাল।

# তরুলতা

কুসুম-কানন-পাশে
ক্ষেত্রে লুটায়ে বেড়ায়
কেহ নাহি ভাল বাসে ?
তাই যেন মনে হয়
বড় দুঃখে বড় আশে
অই ক্ষুদ্র তরুলতা
কত বেদনা প্রকাশে
কতনা দুখেরি কথা।

"পরমেশ ! দিলে যদি
এজড় জীবন মম
কেন ভগ্ন মেরুদন্ডে
মোরে করিলে অক্ষম ?

শৈশব যৌবন, পরে
বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা
সব সাধ ফুরাইবে
ভূমিতে লুটায়ে মাথা ?
দিয়াছ সত্য আমায়
ঢল ঢল মূর্ত্তি খানি

সাজাইয়া সুষমায় ;
সেযে বিপদের খনি।
হীন যত পশু দলে
শুধু করিবে দলন

ফেলিয়া চরণ-তলে ?
শুধু স'ব নির্য্যাতন ?

বড় সাধ মনে মনে
হেরিবারে চারিদিক,
উঠিব আকাশ পানে—
কিন্তু বিধাতা বিমুখ !

তারি পাশে একবৃক্ষ
বিশাল ও পুরাতন
তার দুখে পেয়ে দুঃখ
যেন কহিল তখন,

"বিধিত নহে বিমুখ
ভ্রান্ত তুমি তরুলতা।
দুর্ব্বলে বিলাতে সুখ
বলীরে পাঠান বিধাতা।

তাঁহার সৃষ্টির কথা
তুমি কি জানিবে বল
কঠিন রহস্যে গাঁথা
জ্ঞাত মহাত্মা সকল।

ক্ষুদ্র লতিকা তুমি
পূর্ণ শকতি পেলে,
শ্রেষ্ঠ সংসার স্বামী,
তাঁহাকে ভুলিতে হেলে।

অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে
মজিতে আপন-সুখে

চাহিতেনা অপরেরে
কাঁদে যা'রা শত দুখে।

শিখিবে সকলে বলে
'সহায়তা পরস্পরে'
বিধির করম এই।
ঘুচাইতে 'দুই দুই'

আর দুখ কি তোমার ?
অই কচিকচি হাতে
কঠিন হৃদয়ে মোর
দাও কোমল পরশ।

আমি অতি শক্তিমান্
তুমি দুর্ব্বল কোমল
বাঁচাব তোমায় প্রাণ—
মুছা'ব চোখের জল।

কঠিনে কোমলে মিল
হয় যদি সংসারে
আনন্দ অনাবিল
লাভ হয় চিত্ত-ভরে।

ধরিয়া আমার দেহ
দাঁড়াও নির্ভয়ে তুমি
উপরে উঠিলে কিছু
হেরিবে জগত খানি।

ফুলে ফুলে হাসি রাশি
উঠ্‌বে তোমার ফুটে,

নিরানন্দ শুষ্ক আমি
মোর দুঃখ যাবে টুটে।

তব শোভা অঙ্গে মম
আরও হ'বে উজ্জ্বল
শ্যাম-অঙ্গে রাধা সম
সরসী-বক্ষে মরাল।

কবি আর চিত্রকর
মধুগ্রাহী দ্বিজ দল
হেরে মুরতি মোদের
হবে মোহিত নিশ্চল।

গুণ গ্রাহী আর গুণী ''
মিলিবে যখন যেথা,
বিমল-পুলক-ঊর্ম্মি
বহিবে এমনি তথা।

৩১শে আশ্বিন ১৩৩৬ সাল

# সংসার সেতার

কেগো তুমি বাঁধিলে এ
সংসার সেতার ?
কলুষ মরিচা ধরে
বাজিছেনা আর ।

খড়জের জুড়ী দুই
শ্রীকৃষ্ণ নিমাই ,
কৈ নায়কী তার ?

আমরা যে কঁচাতার
করি শুধুই ঝংকার
পিছনে তাহার

নায় কি হে কালোয়াত !
গাহ গীতি দিন রাত,
ভরিয়া অম্বর

মিশামিশি সুরে সুরে
সেতার গাহিবে ছেড়ে
পুরণ ঝংকার ।

# প্রতিধ্বনি

কল্পনা বিজড়িত ভবিষ্যতের দিন
মিশি শত বর্ত্তমানে, হইল অতীত
অন্বেষণ হয়ে গেছে কিবা নিশি দিন
তবু কেন প্রতিধ্বনি রহিলে অজ্ঞাত ?

কাননে পুলিনে প্রান্তরে কত আহ্বান
করিয়াছি কত আলাপন উচ্চ কণ্ঠ স্বরে
তোমারি কারণে খুঁজি-পর্ব্বত-প্রাঙ্গন
কৌতুকে মজেছে মন বিস্মিত অন্তরে।

অসীম সুন্দর তুমি প্রিয় প্রতি ধ্বনি
কিবা সুখ হয় লাভ গুপ্ত উচ্চারণে
আমাদের সুখ দুঃখে গড়া কণ্ঠ ধ্বনি
একা কি কহিতে কথা লাজ লাগে বনে।

কৌতুক ময়ি ! রেখে দাও ছলনা তব
মাতা-পিতা-ভ্রাতা ভগ্নি জায়া-পতি-শিশু
পায় তুল্য আচরন নিত্য নিত্য নব
তব ছলে প্রতারিত অরন্যের পশু।

কই কোন দিন তরে দেখিনি তোমারে
করিতে কাহার সনে গান খেলা ধুলা
কৌতুক প্রিয়া উদাসীন হিয়া, ওরে
সঙ্গী কুলে ফেলে কি কর দূরে একেলা ?

পারে নাত কেহ থাকিতে একাকী দূরে
ক্রীড়া কৌতুকে তান লহরীতে মগ্ন প্রাণ
কেমনে তবে সহিছ বিচ্ছেদ অন্তরে ?
তবে কি হে প্রিয় তব বন্দী জীবন

কে তুমি, কেমন আকৃতি তোমার ? এস
প্রকৃতির অঞ্চল দিয়া আবরি বদন
যে কনা আর ; বন্দী যদি হও কি ত্রাস ?
বেঁধে ছিল যে, সেই দিবে মুক্ত জীবন।

# হারাণ-স্নেহ

( ১ )

যুদ্ধ অবশেষে বন্ধশঙ্কা-পাশে
বিক্ষত অঙ্গ জুলিয়া যায়,
রাণা প্রতাপের স্বদেশ জয়ের
ঘুচিল আশা হল্‌দীঘাটায়।
নিরাশা কান্ডারে দিশেহারা হয়ে
পলাতক সম মহারাণা
স্বদেশ ছাড়িয়ে চলিলেন ধেয়ে
বনে, পর্ব্বতে, যেথা অজানা।
যেথা আরাবল্‌লীর শীতল ছায়ায়
সন্ধ্যা বিছা'ল ধূসর আসন,
শত ঝিল্‌লীর মিশামিশি রব
জনহীনতায় ঢাকিবারে চায়,
গরজে গহন গিরির কন্দরে

ক্ষুধিত সিংহ কাঁপায়ে বন
অনন্ত বাহিনী গিরি-নিঝরিণী
প্রকাশে তাহার জীবন কাহিনী
নাহিয়া গাহিয়া তরঙ্গ ইঙ্গিতে,
ভাঙ্গন গড়ন খেলিতে খেলিতে
সেথা আসি মহারাণা উদয়-তনয়
নিরাশা সাগরে ভরসার তরী
করিয়া সম্বল, পাসরিয়া ভয়
রহিলেন চাহি অদৃষ্টে নির্ভরি
'সারাদিবসের শিকারী তড়িত
যেন বন ত্যক্ত ক্লান্ত পিপাসিত
উন্মত্ত কেশরী !
লালারাশি ঝরে, অবিরত ধারে
ঘুরে চক্ষুদ্বয় ঘন শ্বাস বয়
জিহবা বহির্গত ।

প্রতাপের সন্তাপের নাহি পরিসীমা
হলুদীঘাটার আজি হইল সমাপ্তা
রাজপুত গৌরব রবি কলঙ্ক কালিমা
মাখিল বদনে, বন্দী হ'ল দেশ মাতা
স্বাধীন রাজপুত জাতি, রাজপুতানা
আজি হ'তে মোগলের হইবে অধীনা ।
এজ্বালা কি প্রাণে সহে রাণা প্রতাপের ?
আরো জ্বালা ভ্রাতা তার দাস মোগলের
ক্লান্ত ব্যস্ত সিংহসম হেন অবস্থায়
প্রতাপের চিন্তা সাথে দিন বয়ে যায় ।
সহসা গগনভেদী উঠিল চীৎকার

হেষাররসাথে, "হানীলা ঘোড়াকো সোয়ার"
অমনি চমকি উঠি মেলিয়া নয়ন,
হেরিল প্রতাপ সিংহ সশস্ত্র যবন
খোরাসানী, মুলতানি আসিছে উভয়ে
চিরশান্তি দিতে তাঁরে কালের আলয়ে
মৃগয়ার কালে যথা ভয়ে ভীত মৃগ
ছুটে যায় ফিরে চায় সতৃষ্ণ নয়নে,
প্রত্যপের সেইরূপ হৃদয় আবেগ
উদিল তখনি চৈতক পরাণ পণে
উত্তরিয়া স্রোতঃস্বতী ছুটিল অমনি।
আহা, দোষ কিবা তার ক্লান্ত সে এখন
পালিয়াছে, যে আদেশ পেয়েছে যখনি
সারাদিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে করি বিচরণ,
তাই এবে অবসন্ন, অক্ষম ছুটিতে,
প্রতাপ ভাবেন তবে মরণ নিকটে।

২

হল্‌দীঘাটা সমরানল
ভস্মীভূত করিল সকল
শত রাজপুত মোগলের যতনের দেহ,
সে অনলে হ'ল দগ্ধ ত্যাজিয়া সংসারে
সমর শেষে একাকী বসে
ভাঙ্গিছে বক্ষ প্রতিটী শ্বাসে
প্রতাপের প্রিয় অনুজ ভ্রাতা শক্ত সিংহের
দৈব কৃপাগুণে দিব্য আঁখির হইল উন্মেষ।
"ক্ষত্রিয়ের পুত্র হ'য়ে মোগলের দাস,
প্রতাপ আমার দাদা আমি তার ভাই

আমাদের ভ্রাতৃ স্নেহ কে করিল নাশ
হেনবীর দাদা যেন জন্মে জন্মে পাই।
দাদা! শত বিপদ-মাঝে সঁপি জীবনে
দিয়াছ, রাজপুতনার মুক্তি কারণে,
আর আমি! শুধু দেশের কন্টক নয়,
ভ্রাতৃ-বৈরী! এইবার জানিবে নিশ্চয়
দাদা! তোমারই পদে সঁপিব জীবন
তোমার অদর্শণে অবশ্য মরণ!"
হেন চিন্তা-চক্র পরে ঘুরিতে ঘুরিতে
অশ্ব-পরে আরোহিয়া ধাইল তখন
ধায় যথা প্রতাপের শত্রু দুই জন,
ক্ষণপরে নিরখিয়া নিকটে তাদের
ক্ষুধিত অসিতে দেহ করি দ্বিখন্ডিত
কোন মতে স্রোতঃস্বতী হইয়াই পার
হেরিল অগ্রজ শক্ত বিশ্রামে নিরত
অবতীর্ণ হ'য়ে তবে অশ্ব পৃষ্ঠ হ'তে
প্রতাপের পানে ধায় মন্থর গতিতে।
কুসুম কোরক সম হৃদয়ের ভাব
ভাবের ভাষায় কহি', মুখে মৌন ভাব
সহসা মৌন ভাঙ্গি প্রতাপ দুর্জ্জয়
ভৎসনা করিল তারে করুণ ভাষায়,
সম্মুখে হেরিয়া তা'র পূর্ণবৈরী-ভাব।
"অগ্রজ আমারি সনে, ভুলি ভ্রাতৃ স্নেহ
তাই বুঝিলি কেমনে? উদয়-নন্দন,
তাহে মোগল চরণে সঁপেছিস্ দেহ

সেও তবু ছিল ভাল। বড় অপমান
বড়ই বেদনা দিলি অগ্রজের প্রাণে
ছুটেছিস্ ভাই আজি, উলঙ্গ কৃপান
হস্তে, শত্রু হন্তা বেশে ভায়ের পিছনে
ধুইতে ভ্রাতার রক্তে তরবারি রক্ত
হৃদয়ের ধনু তুই, দুরাচার শক্ত।
ক্ষত্রিয় বীরের আচার ভুলি' এক্ষণে!
ধীরে কেন ভাই! এস ছুটে চ'লে এস
কোন ভয় নাই, সৈন্যদ্বয় গেল কোথায়?
এইবার লয়ে যাও অগ্রজের শির
মোগলের দাস হ'লে এই শুধু ব্যথা।
একি অপরূপ হ'ল বিরূপ সকলি
শক্ত যে পড়িয়া ভূমে লুটায় চরণে,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখিল সে ভ্রাতৃ-পদ-ধূলি
ক্ষমা চাহি শতবার নিয়ত ক্রন্দনে।
রেখে দাদা শ্রীচরণে, অনুজ এ নরাধমে!
যতদিন তুমি র'বে
এ দাসরে সাথে লবে,
বল তুমি না ত্যাজিবে কভু জীবনে মরণে?
খোরাসানী মুলতানী
নিপাতিত এখনই
করিনু অসিতে মোর, শঙ্কা কোন নাহি আর
তোমার কায়ার পাসে
ছায়াসম দেশে দেশে
বেড়াইব অনিবার সুখে দুঃখে নির্ব্বিকার!
দাও পদে স্থান দাও,

শত্রুতা ভুলিয়া যাও
কুলের কন্টক হ'য়ে কি সুখ জীবন ল'য়ে
মোদের শৈশব স্নেহ,
প্লাবিত করুক দেহ
ঘুচি শত দুঃখ শোক আনন্দ অক্ষয় হোক
এতদিন যেজ্বালায় হৃদি-স্নেহ-ধার
শুকায়ে গেছিল রাণা প্রতাপ সিংহের
ফল্গু নদী-সম পুনঃ করিল সিকত
অগ্রজের মরুসম শোক দগ্ধ চিত,
হৃদয়-তটিনী তাঁরউছলিয়া যায়
বরষায় মাতোয়ারা ভাগিরথী প্রায়।
শোক-তাপে শুষ্ক প্রায় শক্তের হৃদয়,
সেই নীরে গেল ভ'রে কানায় কানায়
যথা বল্লরী ছুটিয়া যায় বিটপী বেষ্টিতে,
ব্যস্তভাবে দিব্য স্নেহ হৃদয়ে ধরিয়া
পাশা পাশি বৃক্ষ রাজি তারে আলিঙ্গতে
স্নেহ ভরে শাখা বাহু দেয় বাড়াইয়া,
শক্তও প্রতাপ সাথে মিলিল তেমন,
মিলন-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হ'ল গিরি বন।

৩০শে কার্ত্তিক ১৩৩৬ সাল।

-91

# সাবধান

জীবন-তরণী কিজানি কোথায়
মরণ-সাগরে যদি ডুবে যায়,
হও সদা সাবধান
একাকী এসেছ একাকী যাইবে
সতত আপন করম সাধিবে
সতেজ রাখিয়া প্রাণ

অপরের হেরে আপনা ভুলিলে
আপন শকতি হারাইবে হেলে
টুটে যাবে সব ধ্যান !
করিতে যতনে আপনা নিকাশ
সদা প্রাণ-পণে করিবে প্রয়াস,
সুখের হ'বে প্রয়াণ !

মায়া, মোহ, ভ্রান্তি, ভুলায়ে তোমায়
সত্য পথ হ'তে হরে লয়ে যায়
শুনায়ে যাদুর গান,
শুননা সে গান কখন শ্রবণে
আপনার কাজে আপনার মনে
হও সবে আগুয়ান ।

যে জগত আছে তোমারে বেড়িয়া
লও তা'র হৃদি মাঝারে ভরিয়া,
সাবধান- সাবধান ।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সাল

# 'হয়ত'

অসম্ভব পাছে সম্ভবে মিশে
সন্দেহ দূর করি,
তার মাঝে তুই কেন ওরে এসে
বসিলি এ পথ জুড়ি ?

ভুলে যাবে তোরে মানুষ যে সে,
জল্পনা পরিহারি
জীবনের দাবী মিটাইবে সাধে
অদৃষ্টরে নির্ভরি ।

৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল

# জাগরণ

জাগ জাগ মম
পুরুষ পরম,
হৃদয়-মন্দিরে,
নম নম নম
লহ শত মম
প্রফুল্ল-অন্তরে।
বাসনার ডালা
এনেছি ভরিয়া
যতনে তুলিয়া
প্রেমেরই ফুল,
অঞ্জলী যখন
হ'বে সমাপন
করিও পূরণ
আশাটী আকুল।
তোমার বিকাশ
হউক প্রকাশ
হৃদয়-আকাশ
হউক উজল,
দেবতা আমার।
ঘুমায়োনা আর,
হেরিব আঁধার
বিলম্বে কেবল

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সাল

# "ধীরে"

এস এস এস
ধর ধর ধর

'চল চল চল'
ধীরে ধীরে ধীরে

দেখ দেখ দেখ
শুন শুন শুন

ভাব ভাব ভাব
বল বল বল

পূরিবে মানস
হৃদয়ে সাহস
ব্যাকুল হইলে চলিবে না
বলিলে সদাই
নাচলিলে ভাই
পিপাসা তোমার মিটিবে না

বিচিত্র সংসার
কি নিয়ম তার
সুপথে বড়ই অন্তরায়,
উপায় উদ্ভাব,
"বিজয়ী হইব"
ধৈর্য্যে করিয়া মুখ্য সহায়।

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সাল

৯5

# বৃন্ত-চ্যুত

ঝ'রে ঝ'রে ও শেফালি
বৃন্ত ছেড়ে যাস্‌না চলে,
ব্যস্ত মম প্রাণ-অলি
হাসিটী তোর দেখবে বলে।

দেখ্‌ দেখ্‌ ঝ'রে পড়ে
শুষ্ক চোখে অশ্রু ঝরে,
তৃণের প্রাণ গেলরে গলে,

তোর দুখে তারা দুখী
তাই ঝরে তাদের আঁখি,
শিশির কণা ছিটান ছলে।

বৃন্ত এক তোরি মত
"লক্ষ্য" সেটী' মনোমত
আমি দাঁড়িয়ে আছি তারই বলে,

যদি আমি পড়ি খসে
ম্লান তবে হ'ব ত্রাসে
তোরি মত ভাস্‌বে আঁখি নয়ন জলে।

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সাল

# তন্দ্রা-শেষে

যারে ঘুমঘোর,
শুইয়া বিভোর
স্বপন-দোলায়
নিমেষে ফুরায়
পলে পলে গড়া এ মর জীবন।

আঁখি তুমি চাও,
প্রাণমম, ধাও
সুধাও সবারে
অজড় জড়েরে,
কোন পথ ধরি' করিবে গমন।

স্বপনে সুষমা
যত মনোরমা
মানস-নয়নে
হেরিলে যতনে,
চেতনা-প্রভাতে দেখিবে এখন

স্বরূপ তাদের,
নিকটে নিজের,
ভুবন উজলি
হাসিছে সকলি
সাধিছে সতত করম আপন।

তাদের করম
বড় মনোরম—
নাহি পক্ষপাত,
দীনহীন জাত
লভিছে কভু বা কৃপা বরিষণ।
চল দ্রুত অতি
হেরিতে মূরতি
সেই সুশোভন
ভুবন মোহন,
হরষে সজাগ হ'বে এ জীবন।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সাল।

# গান

স্বাধীন প্রাণে পূরণ তানে
তোমারি আহবান,
তালে তালে নাচিয়ে চরণ
অঙ্গে লয়ে সুরের মাতন,
মাতিয়ে পরাণ
তোমার ভাবে হয়ে মগন
ভাবের দেশে করি ভ্রমণ
থাকে না জ্ঞান,
চিন্তা যত পালায় তখন
জাগে পুণ্য কামনা নূতন,
ধন্যেরি সন্ধান।
ভাষায় গড়া অঙ্গ তোমার
মধুর অতি শোভা তাহার
অঞ্জন মোহন,
প্রেমের রসে কভু সরস
হৃদয়ে মোর দিয়ে পরশ
জড়াও পরাণ।
দুখের মাঝে বিলাও শান্তি,
শরীরে মনে সকল ক্লান্তি
হয়ে অবসান
"সুখে দুখে মিশান জীবন
অন্তিমে সারদেবের চরণ'
কর শিক্ষাদান।

৫ই পৌষ ১৩৩৬ সাল

# মিনতি

আমার এ জীবন-প্রান্তরে
জানি, ঘুরাবে ঘুরাবে, প্রভু হে।
আবাদ যত দিনেই শেষ
হউক না মোর পরমেশ,
শেষ হ'তে দিও ওহে, দিও হে।

এ যে মরণ-নদীর পারে
লহরী তারি পড়ে আছাড়ে,
তাই ভয়েতে আকুল হই হে,

মোর আশার ফসল-চারা
ওগো কাটা না হইতে সারা
দেখ ভাঙ্গেনা, ভাঙ্গেনা যেন হে।

৯ই পৌষ ১৩৩৬ সাল

# প্রিয়-আবাহন

সুদূর হইতে
এ শুভ মুহূর্ত্তে
শুনিয়া মোদের আকুল আহবান,

আসিয়াছ আজ
ওহে হৃদি রাজ,
এস, তৃষিতের জুড়াও পরাণ।

দূর হ'তে তুমি
নিকটে এসেছ
বিলাতে বুঝিগো করুণার দান,

তাই তব আগমনে
সুমধুর তানে
জেগে ওঠে প্রাণে নবনব গান।

জাগরিত কর
শকতি মোদের
খুলে দাও আজি অলস বাঁধন,

তব কৃপা দানে
দাও অন্ধ-দীনে
দাও বলে ওগো পথেরি সন্ধান

৫ই মাঘ ১৩৩৬ সাল।

101

# মিলন-শেষে

মধুর মিলন হলো সমাপন
ব্যথিত চিত্ত তাই গো
স্মৃতি দিয়ে গাঁথা বিদায়-মালিকা
পরাতে গলে এসেছিগো।

বিদায়ের ক্ষণ নহেত এখন
যতদিন প্রাণ রহিবে,
(মম) হৃদয়-আসন রবেগো বিছান
বসায়ে সেথায় রাখিবগো।

আশীষ বচন কর বরষণ
(মোদের) ভাতুক দীপ্তি জীবনে,
আমাদের মাঝে মঙ্গল কাজে
আসিতে ভুলনা কভুগো।

৫ই মাঘ ১৩৩৬ সাল।

# পল্লী ব্যথা

শৈশবে ধ'রে
সন্তানে ক্রোড়ে
আমোদে কাটিত দিন
ব্যথিত চিত্ত
আজিবে নিত্য
যোগে শোকে তনুক্ষীণ।
প্রিয়সে পুত্র
সহ কলত্র
ত্যজিয়া ধরম-কৃত্য
পরের দ্বারে
রহিল প'ড়ে
অলস-বিলাসে মত্ত।
এসেছে জ্বরা
কাঁপে পাঁজরা
ইট জর্জ্জর দেহটী
শ্যামল কেশ
কেসমা বেশ
করিতে আসিবে ছুটী ?
সুখের বাতি
সন্ধ্যা আরতি
হ'য়েছে সকলি বন্ধ

কন্ঠের রব
হৈল নীরব
কেঁদে আঁখি হল অন্ধ
বক্ষ ভেদিয়া
যায় বহিয়া
বায়ু স্রোত স্বন্ স্বন্
সুগভীর সে
দীর্ঘ- নিঃশ্বাসে
নিরাশায় ভাঙ্গে মন।
পাখীর গানে
মায়ের প্রাণে
হরষ জাগে না আর
বিয়োগ-ব্যথা
শোকের গাথা
জাগে শুধু, বারবার।
স্নেহ-সরসি
গিয়াছে শুষি
শোক তাপে বুক ফাটে
দীনা জননী
এখনো কি জানি
লেখা আছে কি ললাটে।
চাহেনা কেন
দুখিনী হেন
স্নেহময়ী জননীরে
যাঁর সন্তান
ধনী বিদ্বান্
খ্যাত দেশ দেশান্তরে।

দেশ বিদেশে
মুগ্ধ আয়াসে
ভাবে নাকি কোন কালে
"মাগো আমার
সুখ-সম্ভার
পেয়েছি তোমারি বলে"
মূর্চ্ছিত-স্থির
শূন্য আঁখির
শেষ পলকের তারা
স্পন্দনে হায়
তবুও সুধায়
"কোথা গেল সব তারা" ?
নূতন যুগে
উঠ হে জেগে
ওগো জননীর প্রাণ
মা যে হেথায়
শান্তি-আলয়
স্বর্গ-সুখের নিদান
দাও দর্শণ
স্নেহ-সিঞ্চন
চেতনা আসিবে ফিরে
মাতার হাসি
আশীষ রাশি
ভাসাবে সোহাগনীরে।

১০ই ফাল্গুন ১৩৩৬ সাল

105

# বর্ষার বসুন্ধরা

মোর তাপ-দগ্ধ অঙ্গে বল
শীতল পরশ দিল
কে সে দরদী !
ব্যথীতের বন্ধু তুমি
তোমারে রাখিব আমি
পাতিয়া হৃদি ।
তুমি যে বর্ষার রাণী
তোমাতে প্রাণের খণি
আছে নিহিত ।
তোমার অগ্রজ গ্রীষ্ম
করিলে সকল ভষ্ম
কর জীবিত
নূতন জীবন দানে,
শ্যাম সাজ সজ্জাসনে
গীত শুনাও
জল-কণা টুপু তানে
নূপুরের গুঞ্জরণে
মুগ্ধ করাও ।

১৫ই আষাঢ় ১৩৩৭

# বন্দনা গীতি

আছ বিশ্বজুরে আকাশ ভূধরে
সর্ব্বভূত মাঝে ধরাতলে,
অনলে অনিলে অথবা সলিলে
না কর ভেদ অমৃত গরলে।

মাতা পিতা রূপে থাক প্রকাশিত
ভিন্ন রূপেতে থাক হেব্যাপ্ত
সখারূপে থাক সদা জাগরিত
না কর ভাণ না থাক সুপ্ত

বিপদেতে আসি দুখ ভয় নাশি
করহে রক্ষা এ দাস অধমে
এস মাতৃ রূপে এস পিতৃ রূপে
সখা রূপে জনমে জনমে।

২০শে আশ্বিন ১৩৩৭ সাল

# অরুণের প্রতি

ওঠ্‌রে জেগে ওঠরে ওরে
আঁধার আজি গিয়াছে স'রে
যায় দেখা দেখা যায়—
নবীন রঙে রঙিয়ে দিয়ে
তরুণ রবি আস্‌ছে ধেয়ে
আমাদের আঙিনায়।

খুল্‌ছে আঁখি ভাঙ্গছে ঘুম
তোদের মাঝে লাগ্‌লো ধুম
তাই বুঝি বুঝি তাই ?
ঠিক্‌ত বটে তরুণ তোরা
নবীন ভাবে আপন হারা
নিরাশারই আশা তোরাই।

ফেল্‌রে ধুয়ে আঁধার যত
গভীর হোক অপরিমিত
ভয় নাই ভয় নাই—
আছেন চেয়ে তোদের পানে
বিশ্ব পিতা স্নিগ্ধ নয়নে
মরিলে বাঁচিবি ভাই।

১১ই শ্রাবণ সন ১৩৩৮ সাল

# বাদল-রাতে

কোন্ তিথি দোষে, কাল নিশি এসে
ঘিরে ছিল বাসা মোর
তাই আছি ব'সে ক্লিষ্ট শত ক্লেশে
হবে কি এ নিশি ভোর ?
শত ঝঞ্ঝা এসে দিয়ে গেছে পিষে
কি আছে শকতি মোর,
শুধু মরি ত্রাসে হায় হা হুতাশে
ভাবনায় হয়ে ভোর ।

বাছারা আমার কাঁদিস্ না আর
যতক্ষণ আছি আমি
ঝটিকা আঁধার বজ্র বারিধার
হরিবেন ভূর স্বামি
দেখ দেখ ওই আর বুঝি নাই
যায় নিশি এইবার
চোখ মিলে চাই যাই উড়ে যাই
দিই এনে দিই খাবার

দেখ্ শাখী শাখে আলো রাশি মেখে
সেজেছে কেমন সাজ
জলকণা মেখে তোদের ঐ পাখে
হবে নাক কোন কাজ
ঝেরে উঠে বসে নব নব আশে
কর বাছা বিভু গান,
যাঁর কৃপার সে জগত সরসে
বাঁচেরে মোদের প্রাণ

২৪শে শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল

# আবাহন

আয় মা আয় মা আয় মহামায়া
ধরণীর কোল আয় উজলিয়া
আলোকিয়া দিক দশে
আগমনী গান গাহিবারে তান
ধরিয়াছে যত তৃষিত পরাণ
তব আগমন আশে।

শ্যামল সজ্জায় সাজিয়া সুন্দর
আবরি উত্তরী সুনীল অম্বর
ললাটেতে পড়ি চন্দ্র টিপ
রয়েছে দাঁড়ায়ে আবাহন তরে
শারদ-প্রকৃতি ফুলহার প'ড়ে
জ্বালিয়া উজল দ্বীপ।

এই শরতেই অতীত সেদিনে
ধন্য হইল হেরে ত্রিনয়নে,
সত্যের রাজা সীতাপতি
নিবেদিল তোর চরণ তলে
সযতনে তোলা ভকতির ফুলে
লভিবারে দেব-শকতি।

আজি এ শরতে নূতন প্রভাতে
আয় পুন মাগো আয় ভক্ত-চিতে
আসন রেখেছি পাতি
আসিয়া যতনে স্নেহ-কৃপা দানে
কর্ মা ধন্য এ দীন সন্তানে
নে মা পূজা মোর তৃপ্তি।

১০ই ভাদ্র ১৩৩৮ সাল

★★★★

# আছ চেনা

অজানা কি আছ আমার
প্রাণে প্রাণে আছ চেনা,
নহ তুমি ভিন্ন আমার
লুকান সে জানাশুনা

তুমি আমার জীবন পথে
চল সাথে, সাথে সাথে
বিলায়ে দাও আপন চিতে
আমার কাছে আপনা

যদি কোন আঁধার রাতে
ডুবে থাকি আঁধারেতে
জ্বালতে আলো প্রাণ সখা
যেন কভু ভুলো না।

বৈশাখ ১৩৩৯ সাল

# জয়ন্তী সঙ্গীত

আজি সকলের হৃদয় পটে
অপরূপ রূপ উঠিয়াছে ফুটে
আধ শতাব্দীর সুখ-স্মৃতি ঘেরা দৃশ্য সুশোভন।

সবার প্রথমে ঐ
প্রসন্ন কুমার ভাই
ব্রহ্মানন্দ কেশব বাণী প্রচারে অনুক্ষণ

সেই সে প্রভাত আলোক নবীন
হয়েছে দীপ্ত হইতে সে ক্ষীণ
নিত্য নূতন প্রভায় করেছে সকল হৃদয় রঞ্জন

এস এস ভাই মাতিয়া হরষে
কেশব বিদ্যাপীঠ আবাসে
সকল ভাইয়ের সকল ভাই, লহ আজি আলিঙ্গন।

২১-১১-৩৬

# রবীন্দ্রনাথের প্রতি

ভাষার ছন্দে সুরের স্পন্দে
যেথায় বিশ্ব দিয়েছে দেখা
চিত্ত সেথায় ধরিতে যে চায়
সম্বল তার স্মৃতির রেখা

( রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত তাঁহার স্বাক্ষর যুক্ত চিত্রের সহিত যুক্ত এই কবিতা )

১১ই মাঘ ১৩৩৬ সাল

113

# বীরাষ্টমী

দুর্গতি হরা দুর্গামায়ের
আবাহন ধ্বনি তুলিছে তুর্য্য
সুপ্তোত্থিত বীর তনয়ের
রঞ্জনে প্রাণ প্রভাত সূর্য্য।

অঙ্গে অঙ্গে বীরের রক্ত
আনে বীরাষ্টমীর ব্রত
মাতৃ শরনে সকলে যুক্ত
উচ্চ অধম ও পাদানত।

বিবেকানন্দ বাণীর ডঙ্কা
বাজিয়ে দেশে দেশান্তরে
বীরের মন্ত্রে ঘুচয়ে শঙ্কা
রচেন পন্থা বীরের তরে

রবীন্দ্র নাথের কাব্য গাথা
বীরের ভাষা বীরের স্বরে
প্রচারে বীর জীবন যথা
সুপ্ত বীর ও জাগ্রতেরে।

দেশের বন্ধু চিত্তরঞ্জন
পরাণ ভরা উন্মাদনায়
মুক্ত করিতে রুদ্ধ জীবন
ডাকেন সবে আয়রে আয়

মুক্ত ভেদের বাঁধন বেদন
এস এস ভাই এস সবে—
বীরের পূজা বীর বন্দন
বীর ছাড়া আর কে করে

২৭শে শ্রাবণ ১৩৪৪ সাল

# শ্রদ্ধাঞ্জলি

লভিয়া জনম দেখেছি প্রথম
প্রকৃতির যে খেলা খেলে
যার খোলা পুঁথি বলফুল বীথি
শততারা জ্বল জ্বলে।

হেথা সবুজ সুনীল শান্ত শিথিল
হাঁসি ফুটে যার ফুলে
মধুর ক্ষরন তার গলা মন
সে ভাবে ভাবুক ভোলে

শিশিরে শিশিরে অবিরল ধারে
(যেন) প্রেমভরা আঁখি জ্বলে
রূপ দেবতারে ভকতি বিতরে
না জানি কতই ছলে
রূপ মনোহর অতিথি সুন্দর
বড় শুভ দিনে এলে
তোমারে পূজিতে মিলি এক সাথে
আমরা গ্রামের ছেলে।

পথ পরে যত ধূলিকণা শত
তোমার চরণ তলে
ছুটাছুটি করে লুটাইয়া পড়ে
(তব) পরশ পাইবে বলে
সমীর শিহরে পাখী গায় ধীরে
দিতে মালা তব গলে
এনেছি এবার দীন উপহার
গাঁথিয়া ভকতি ফুলে।

১৭ই ফাল্গুন ১৩৪৪ সাল

115

# ভক্তি অর্ঘ

প্রেমের বন্যায় ডুবু ডুবু প্রায়
অদ্বৈত চৈতন্য পুরী
এনেছো সেধায় ছন্দের গাথায়
ভাবময়ী ভাষা তরী।

হে কবি কান্ডারী লও সাথে করি
বাণী পদ শত দলে
সেজেছি পূজারী তাইত তোমারি
ভক্তি অর্ঘ লও তুলে।

১৩ই বৈশাখ ১৩৪৫ সাল

# সাহসী সুরেশ

তুমি কি ছিলে এই ছেলে !
এই দেশে এই ধূলার উপরে বেড়াতে যে তুমি ছুটাছুটি ক'রে
আমরা যেমন বেড়াই খেলে

হারাণ দিনের গৌরব করি আছে অপবাদ কাজে নাহি পারি
বুক উঁচু করি বাঙ্গালী বলে !

শোনেনিত আগে কেউ আমাদের খেলা ধূলা আর কাজ সাহসের
নমুনা যা কিছু রাখিয়া গেলে
তাইত তোমার বিজয়ের গানে গৌরব গাথা জেগে ওঠে প্রাণে
বল পাই মনে তোমারই বলে ।

বনের পশু সে পড়েছে লুটায়ে দীপ্ত তোমার আঁখি প্রাণে ধেয়ে
যতনে পেলেছে আজ্ঞা তব
ব্রেজিলের সেই বিপদের দিনে রেখেছিলে মান নাথেরায় রণে
কিবা সে বীরত্ব অভিনব

বিরাম নাহি যে শুধু আছে কাজ যেথা ভালবাসা সেখানে সমাজ
নিজের জীবনে দিয়েছো বলে,
তব জয়গান গাহি বার বার ওগো ভারতের ওগো নদীয়ার
বাঙ্গলা মায়ের সাহসী ছেলে ।

২২শে ভাদ্র ১৩৪৫ সাল

# পরীক্ষার হলে

এক তিন চার পাঁচ বাঙ্গালার সালে
ভাদ্রের তেইশে আজ পরীক্ষার হলে।
কেউ খুক কেউ খক্ কেউ কাশে ঘঙ্
কালী তাতে ঘণ্টা দিল শব্দ হ'ল ঢঙ্
উপরেতে পাখা চলে পড়েছে গরম
ছেলেদের হাতে হাতে ছুটেছে কলম।
মৃণালের হাতে যেটা বেশ চলে ছুটে,
অনিল ওতো ছাড়ে না ধরে বেশ এঁটে।
জয়দেব গোস্বামী তারি মুখ খানি,
শুকায়েছে যাতনায় খুসী যে নিশিদিনি
গোবিন্দ আর কার্ত্তিক লিখে যায় বেশ
মঞ্জু আদি সবঠিক কি কর বিশেষ
মুকুল আর প্রতাপে ভাব বুঝি বেশী,
তাই তারা দুজনে করে হাসা হাসি।
কলমেতে লেখা নেই হাত দিয়ে গালে,
কাগজেতে রেখা নেই চোখে কথা বলে।
হয়ে গেছে কু অভ্যাস ক্লাসেতে দাঁড়ান
তাই ওঠে শ্যামা মামা যায় না থামান
ধ্রুব লেখে ধীরে ধীরে একটুও নড়ে না।
অরুণ সে কালি ঝাড়ে নিবে তার সরে না
জয়েন্দ্র সে কোণে বসে বিড় বিড় করে,
কি লেখে যে মাথা মুন্ড কে বুঝিতে পারে ?
শুধু কালি ফেলে সেই নোংড়া রবি শীল,

হতে পারে পরিষ্কার যদি সে খায় কিল।
কালিপড়া কালিফেলা এই দুটো নোংড়ামি
জুতো নিয়ে শব্দ করা আছে কারো দুষ্টুমি
কেউ করে তাড়াতাড়ি খাতা দিতে আগে
লেখা তার যেই দেখে জ্বলে যায় রাগে।
কোহিনুর একি করে বসে এক কোণে
গেল সে যে ধরা পড়ে বই রেখে গোপনে।
গড়াগড়ি দেয় ওই ভূতো আর পান্ডা,
জল খেয়ে হাই তুলে বেশ আছে ঠান্ডা।
ক্লাসে বসে গল্প করে পড়া যে না শোনে
সেই শুধু বসে আছে লিখিবে কেমনে?
পরীক্ষার হ'লে শেষ খাতা পায় ফিরে
মুখ খানি হেঁট হয় লজ্জায় শিহরে।
ভাল যারা লেখে তারা কথাটি কয় না,
লেখাতেই আত্ম হারা বিদিকে চায় না।
তার ফলে সে সুখী আত্মীয় স্বজনে,
সবে তারে ভালবাসে রেখে দেয় স্মরণে।

২৩শে ভাদ্র ১৩৪৫ সাল

# 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'

উথল-ভকতি উজল মূরতি হৃদয় পরশি দুকরে তোমার
পরম ব্রহ্মে রয়েছো মিশায়ে ব্যাকুল পরাণ পিয়াসী যাঁহার
দিব্য আলোক-দীপ্তি ছটায়
কাজল কেশেতে আলোক ছিটায়
তারি মাঝে শোভে চাঁদ মুখখানি মৃদুল হাস্য স্নিগ্ধতা তার ॥

অনিত্য তার বাঁধনহারার উদাস আঁখির থেমেছে পলক
বিশ্বরূপের উজল ছটায় নয়ন তারায় লেগেছে ঝলক
এরূপ তোমার রবে চিরতরে
দৃষ্টির পথে সবার ভিতরে
যে আছে পুরান যে হবে নূতন নবীন যুগের আলোকে উষার

কালের গতির ঘূর্ণি বাতাসে ব্রহ্ম-রূপের রূপ-কণিকা
ধরণীর বুকে পড়িলে টুটিয়া পরশ তাহার রয়েছে আঁকা।
শতেক বরষ অতীতে আবার
প্রভাত কিরণ দীপ্ত তোমার
কাল-ব্যবধানে যাহা ছিল ঢাকা এশুভ লগনে হেরি বার বার

বাতাবি লেবুর করতালে আর ষগ্‌ড়ুমুরের মাল্য গলে,
সুর যে উঠেছে কন্ঠে তোমার কলার খোলার খোলের বোলে।
সে সুরে গেয়েছো ব্রহ্মের নাম
যুগ-লয়ে যার গতি অবিরাম,
সে নাম-অমৃত পান করে যারা মেটেনা পিপাসা কখনত আর

নব বিধানের মহান শক্তি আদেশে পেয়েছো প্রার্থনার,
ধর্ম্মত্যাগীরে ধর্ম্ম দিয়েছো নাস্তিকে দিয়ে আস্থা তার ॥
রিপুর তাড়নে নিরুপায় যত
তাদেরো দিয়েছো "সংহার ব্রত"
তব-প্রার্থনা-শান্তির জলে ভকতি রসের আনিলে জোয়ার ॥

কি দিব তোমার পূজা উপচার "প্রাণের প্রাণের সন্ধানি,
বরণ করিলে হরণ কর য়ে এমনি তোমার প্রাণখানি।
সমন্বয়ের বার্ত্তা প্রকাশি
শিখায়েছো তুমি সবে মেশামিশি,
আজি আনন্দ ব্রহ্মানন্দ. মিলিতব সাথে আছে যারা আর ॥

১৯শে নভেম্বর ১৯৩৮ সাল

)—(

# গীত

"পরাণ প্রিয়তম প্রাণের প্রাণ মন
প্রেম দাও দাও প্রেম" শুনালে সবায়,
ঘুচাতে ভেদের ধাঁধা মিলনের যত বাধা
প্রেম অবতার এলে তাপিত ধরায়।

সে গান পশিল যবে শ্রবণে শ্রবণে
বিশ্ব ভরিল নব ঐক্য তালে
যত হবে মেশামিশি মজিবে জগত বাসি
ততপাবে সুধারাশি সে প্রেম ধারায় ॥

১৯শে নভেম্বর ১৯৩৮ সাল

121

# দৃশ্যমান্

প্রথম প্রভাতে নূতন আলোকে জাগায়ে তুলিলে করুনানিধান,
অন্তরে তুমি অনুভূতি হলে দৃষ্টির পথে দৃশ্যমান্ ।
নিরাকারে তোমা কভু দেখি নাই,
আকার তোমার হেরি সব ঠাঁই,
শব্দ স্পর্শ রূপ-রস ঘ্রাণে দর্শণ দিলে হে ভগবান ॥

যেথায় শূন্য রয়েছে আকাশ শব্দ সেথায় আসন পাতে
যেথার শব্দ সেথায় পরশ পেয়েছি তাহারি সেযাদু হানতে ।
নয়ন জুড়ান নিখিল ভুবন
তুমিত দেখালে হে মনোমোহন,
রেখা-রঙ-ভারে রূপ দিয়ে তারে তুমিত সাজালে হে রূপবান ॥

রসের আধার বিশ্বতোমার আস্বাদে দেয় আপনি ধরা,
রূপের মধ্যে বিকাশ তাহার হ'লেও গন্ধ ত্রিলোক ভরা ।
নয়নের পথে হৃদয়ের রথে
আছ বিশ্বরূপে দিবসে নিশিথে
রূপের আধারে রূপবান্ হ'য়ে গুণের আধারে হে গুণবান্ ॥

১৮ই পৌষ ১৩৪৫ সাল

# অগ্নিদেবের দান

অগ্নি দেবের আগুন শিখায়
সৃষ্টি পেয়েছে স্থান
সেই সে তাপের উষ্ণ আভায়
রঙেতে রঙিন প্রাণ

নিত্য যে বয় তেজের জোয়ার
সেইত দিয়েছে টান,
সেথায় রয়েছে স্বরূপ আমার
অগ্নি দেবের দান।

১৯শে মাঘ ১৩৪৫ সাল

—★—

# ভয় কি ?

সারাটী জীবন যদিগো আমার
বিফলে চলিয়া যায়,
সাধনা আমার করুণা তোমার
ভয়ের কি আছে তা'য় ?

২৯শে মাঘ ১৩৪৫ সাল

123

# গান

বন্ধু তোমার আশায় আশায়
স্পন্দে প্রাণে ছন্দ আনে।
বরণ করিব রঙীন ডালায়
সপ্ত সুরের তানে তানে ॥

ফাল্গুন দিনের ফুলের হাঁসিতে
খেলেছো যে খেলা পূর্ণিমা নিশিতে
মধু বসন্তে সেখেলা খেলিতে
চেয়ে আছি প্রিয় তোমারি পানে ॥

২৯শে ফাল্গুন ১৩৪৫ সাল

—)0(—

# গান

পরাণ যারে আপন ব'লে
আপনা বিলায়
কাহার মাঝে কে বিরাজে
বলা হ'ল দায়।

তুমি আমার তোমার আমি
তাইত জানি জীবন স্বামী,
তোমায় আমায় দিবা নিশি
মিশি দুজনায় ॥

চৈত্র ১৩৪৫ সাল

# গান

ভালবাসা প্রাণে প্রাণে মিশে যায়
প্রাণে মিশে যায়,
বিলায়েছি আপনায় তব ইসারায় ।।

যদি পরাণ প্রিয় তুমি না আস—
শুধু তা গান গেয়ে
আশা পথে রব চেয়ে
প্রতি নিশি প্রতিদিন
বেলা অবেলায় ।।

চৈত্র ১৩৪৫ সাল

# গান

জনম ভূমি মা তোর
চরণ ধূলায়
লুটায়ে পড়ে মাগো
পরাণ জুড়ায় ॥

ওঠো মা ওঠো মাগো
বন্দিনী জননী
গায় ঋষি বঙ্কিম
মুক্তির বাণী
সে ধ্বনি রাজে
মোদের প্রাণে,
মা তোমার যজ্ঞের
অগ্নি শিখায় ।

চৈত্র ১৩৪৫ সাল

# বিদ্যালয়ের চিত্র

তোমারি আলোক-রশ্মি রেখায়
তুমি যে পেয়েছো স্থান,

তাই—
আমারি পুলক রইল হেথায়
রইল আমার প্রাণ।

১৫ই বৈশাখ ১৩৪৬

—)0(—

# গান

জীবন নদের জোয়ার বানে
মাঝি হুঁসিয়ার।

ঢেউ এর মুখে উঠবি রুকে
পাষাণ-কঠিন কাঠের বুকে,
চল্ পরপার॥

দেশের কালের ভাবের ধারা
ক'রবে আকুল তোমায় ত'রা,
সাধন-কূলে মার্‌রে পারি
সিদ্ধি-কিনারায়।

২৪শে বৈশাখ ১৩৪৬

# গান

এস এস বীর  দেশ জননীর
মুছাবে কে আজ মার আঁখি নীর।

মায়ের চরণে প্রাণ নিবেদনে
ছিন্ন বাঁধন-মুক্ত জীবনে
আনিবে কে আজ  আকুল অধীর
মায়ের মুখেতে  সুষমা হাসির ॥

শোন ঐ সাজ সাজ রব
ছাড়ি গৃহ কাজ ভায়ে ভায়ে সব
মায়ের পূজাতে  আপনা বলিতে
তোমরা কে দেবে  অর্ঘ্য রুধীর ?

২৬শে বৈশাখ ১৩৪৬ সাল

# গান

ওগো কে তুমি গো বাজিয়ে বীণা
ছিঁড়ে দিলে তার।
ছেঁড়ে দিলে তার তুমি ছিঁড়ে দিলে তার

আমার যত প্রাণের কথা
হৃদয়ে তা রইল গাঁথা
শেষ হবে মোর সকল কথার
আবার যখন বাঁধ্‌বে তার ॥

৬ই আষাঢ় ১৩৩৬ সাল

# পথ

সাজায়ে মানব রূপে মোরে এক দিন
কোথায় আনিলে করি পূর্ব্ব স্মৃতি হীন
হেথা আসি হেরিলাম নিত্য নব কত,
চিনিলাম একে একে আত্মপর শত
সকলেই চলিয়াছে নিজ নিজ পথে
সকলেই একা যায় কেহ নাই সাথে
আপনার বলি যারে সাথে নিতে চাই,
কভু কাছে কভু পাশে পথে নাই পাই।
কায় মনে চেনা চিনি কভু যদি হয়।
কিছু মিল নাহি জানি কোথা তার রয়
ভ্রমণ শেষের ক্ষণ আসে যা'র যবে,
কিবা পর আত্মজন ফেলে যায় সবে।
তাই চলি পথে পথে খুঁজে শুধু তাঁরে,
আসল পথের খোঁজ দিতে যেই পারে।
আগে যাঁরা এসেছিল পরে এল যারা
তাহাদের কেহ কেহ হ'ল পথ হারা।
কত দীর্ঘ পথ মম তা'ত জানা নাই,
শ্রান্তিহীন যাত্রা সুরু করি দিনু তাই।
তটিনীর তটপথে তৃণ-তরু-লতা
ছায়া বিথী'পরে দিও শ্যাম ঘন পাতা
বিদূরিতে শ্রান্তিটুকু দগ্ধ দিন ভরি
ঘিরে দিও মেঘমালা রৌদ্রতাপ হরি

কুসুমিত কাননের সুধা মাখা বাস,
বয়ে যেন লয়ে আসে মধুর বাতাস
কুঞ্জের কাকলিরব কভু দিয়ে কানে,
নির্ভয় করিও প্রভু ত্রস্ত মোর প্রাণে
দুর্গম অরণ্যময় কিম্বা মরু সম
সেথা তুমি এস ওগো এস প্রিয়তম
রজনীর অন্ধকারে দিশাহারা হ'লে,
খুজে নিও প্রেমময় পথ দিও ব'লে।

১৪ই আষাঢ় ১৩৪৬ সাল

—★★—

# শ্রদ্ধা নিবেদন

আবির্ভূত আশুতোষ দৈবের অনুকম্পা সনে-
ত্রিকাল সঙ্গম পথে মানবের এ মহা মিলনে,
তোমারি মুরতি ধরে সে বিরাট পুরুষ আকার
ওই দেখি ঝল্‌মলে রূপ মুগ্ধ নয়নে আমার !

মূর্ত্ত হ'লো জন্মভূমি ঢল ঢল তব আবরণে,
দীপ্ত হ'ল রঙ্গ তব আত্মবোধ-উজল কিরণে
পুঞ্জীভূত শব্দযত রুদ্ধবুকে রহিল না তার
তব কণ্ঠে নিনাদিত তাই হ'ল সিংহের হুঙ্কার !

গিরিরাজ সমদেখি চির উচ্চ রহে তব শির,
স্বাভাবিক কেশারশি পায়নিক যত্ন বিলাসীর
ঊর্দ্ধমুখ কেশ মূলে নিত্যব্রতী প্রেরণার ধারা,
জাগাইল শিহরণ ভ্রূ, গুম্ফা পায় সে ইসারা !

দেবতার আশীর্ব্বাদ, বিকাশিল আলোকের রাশি,
নয়নের দুটী তারা সে আলোকে উঠিল উদ্ভাসি
দর্শকের দৃষ্টিহরা আকর্ষণ যেন বিজলীর
পড়েছিল লক্ষ্যে যারা পেয়েছিল তব স্নেহ নীর।

সিক্তকরি বঙ্গমাতা নিজরসে তোমার অন্তর
রসমাথা কোমলতা বিতরিল সবে নিরন্তর
দশের একটি হয়ে মিশে গেল সকলের সনে,
ভিতরে বাহিরে কিছু কোনদিন রাখনি গোপনে।

নিপীড়িত বাঙ্গালীর রোগ শোক দৈন্য অধীনতা
পারেনিক পরশিতে কোনদিন কোন মলিনতা
অজ্ঞানতা-অন্ধকারে স্পন্দহীন বঙ্গবুকে তুমি
রিক্ত যারা মন-প্রাণে কোলে নিলে তাদেরিত চুমি!

লভিয়াছ সাধনায় ছাত্রমাঝে আদর্শের স্থান
চরিত্র মাধুর্য্য তব ভরে আছে বাঙ্গালীর প্রাণ
এই বিশ্ববিদ্যালয় তুমি তার হয়ে কর্ণধার
জ্ঞানহীন নিঃস্বতরে রেখেদিলে অবারিত দ্বার!

কোথা আছে স্বধীনতা চেতনার নিভৃত প্রদেশে,
সে পথ দেখালে তুমি, স্নেহমাথা অঙ্গুলি নির্দেশে
শিক্ষাঁ জ্ঞান, চরিত্রের দেখায়েছ মূর্ত্ত সমন্বয়,
মানব জীবন পথে সিদ্ধি যেথা পায় সাধনায়!

যেই দিন ভুলে ছিল বঙ্গভূমি আপনার দাম
এলে তুমি বাণী পুত্র তোমারে পূজিল ধরাধাম
তোমারি চলার পথে শিক্ষা-রথ-শ্রেষ্ঠ সারথী
পথহারা পথ পায় যারা হয় তব রথে রথী!

তব তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ভবিষ্যৎ ভারতের বুকে
কায় মনে এনে দিবে স্বাধীনতার চিত্রখানি এঁকে,
শিক্ষা সজীব তুলি জাগরণ-রঙের পারে,
'নত্য হোক সঞ্চালিত ধন্য হই তোমার আশীষে!

১৪ই আষাঢ় ১৩৪৬ সাল

# গান

পাব কি প্রাণের বঁধু
আঁধার পথের একা চলায়,
স্বচ্ছ প্রাণে ছায়ার ছবি
আড়াল করে তোমায় আমায়

খুঁজিনু রঙের দেশে
শ্যাম-গিরি-শুক্ল বেশে
সকল রঙের চাইতে উজল
চলিনু তাই তোমায় আশায়

যেমন ভাবে মিশাও আঁধার
তোমার উজল রঙের আভায়
তেমনি ক'রে রঙিয়ে তোল
প্রিয় তোমার রঙ্গীন লীলায়

২৮শে শ্রাবণ ১৩৪৬

# গান

শুধু নয়ন তারায় মুক্তি দিলে চল্‌বে না
অন্তরে মোর জাগিয়ে তোল তোমারি প্রেরণা
দৃশ্য মাঝে ছড়িয়ে পড়ে
বেড়াই যদি তোমার তরে,
অরূপ হ'লেও রূপে কিগো দেখা তোমার মিলবেনা ?
বিশ্বে জাগায় সুরের সাড়ায়
তোমার প্রাণের একতারায়
(ওগো) সে সুর শুনে তবু কি চিত্ত আমার
জাগ্‌বেনা ?

( ২৮-৯-৩৯ )

131

# 'বিদায় অভিনন্দন'

গভীর অন্তরতল, পুঞ্জীভুত সেথা
মিলন বিদায় জাত শত ভাব গাথা।
গাহিতে আজিকে তাই বিদায়ের গান
ভাঙ্গিল ছন্দের বিধি হৃদি স্পন্দমান্।

সারাটা জীবন ভ্রমি' দীপ্ত ধরিত্রী
কেশব বিদ্যার পীঠে এলে কৃপা করি।
চকিতে চাহিয়া দেখি শৈল-শির-বাসি।
নামিয়া আসিলে ভূমে হিত অভিলাসি'।

পেয়েছো যা কিছু ভাল যাঁহাদের ঠাঁই,
বিলায়ে দিয়েছো হেথা আমাদের তাই।
ধন্য করিয়াছ স্নানে, তব কৃপানীরে,
বন্দি তোমা সুধীবর তাই তোমা ঘিরে।

মোদের করম সাজে আপনারে ঢাকি,
সাধন ক'রেছো ব্রত নিত্য সাথে থাকি।
উদার প্রশান্ত চিত! দরশণ তব,
পশিয়া শান্তির পথে মিলায়েছে সব।

সাঁঝের আঁধার হ'তে উদয়ের প্রাতে,
মিশায়ে দিয়েছো আলো আলোকের সাথে
বিগত বরষ ভরা সেই ছবি খানি,
হৃদয়ে রহিল আঁকা, মুছিবে না জানি।

কামনা জানাই তাই কায় মনো প্রাণে
দেবতা করুন কৃপা দীর্ঘ আয়ু দানে।
অন্তরে অন্তর যেন সুখ-স্মৃতি-মধু
নিয়ত বরিষে ঘন এই চাই শুধু।

( ৩০-১১-৩৯ )

# 'কমল'

আঁধারে জপিনু একটি মন্ত্র
"প্রভুহে মুক্তি দাও"
পশিল সেবাণী তোমার কর্ণে
শুনেছো যত্নে তাও।

সিকত করেছো করুণা-স্পর্শে
আসিয়া তুমি ধীরে,
পথ ক'রে দেছে বেষ্টনী হেসে
মিলিত ওষ্ঠ চিরে

তুলিয়া লয়েছো মৃণাল পথে,
কর্দ্দম-বারি ভেদি,
নিশীথ আঁধার করিয়া মুক্ত
কোরক-বন্ধ চেছদি।

সেথায় আমার সকল হিয়া
বিলায়ে আপনারে
তোমার যারা লউক তারা
তোমায় ঘিরে ঘিরে।

১১-১-৪০

# গান

তোমার সবের মাঝেই প্রভু
তুমি সর্বহারা
তাই খুঁজে তোমায় পাইহে শুধু
হ'লে আপন হারা।

নয়ন পথে ছুট্‌ব কত
তোমার পাছে অবিরত,
(আমার)
মনের কোণে থাক্‌তে তুমি
হলাম তোমায় ছাড়া॥

যে আমাতে উজাড় তুমি
হয়ে আছ জগত-স্বামি
সেই আমাকে দাও দেখায়ে
প্রেমের পরশ ভরা॥

৮-৪-৪০

# হিংস্র মানব

দুর্ব্বলে দলিত করি তীব্র ভোগ আশা
হিংসা-অনল মাঝে দহিছ এখন
হারায়ে প্রাণের প্রিয়া শান্তি ভালবাসা
ধিক্‌রে সুসভ্য নর ধিক এ জীবন

১লা আশ্বিন ১৩৪৭
১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪০

# হিমাচল চরণ প্রান্তে

জীবন পথের সঞ্চিত মম ভাবনা বাসনা-বোঝার ভার,
ভুলায়ে আনিয়ে এমায়ার দেশে রিক্ত করেছো হে রূপকার
জীবনের সাথী যারা পাঁচজন পঙ্গু যে তারা বন্ধুর পথে—
লয়েছো হে তাই একা আমারেই চির চাওয়া তুমি হেমোর সাথে
অভিযান শত বিফল হ'য়েচে উচ্চতম যে স্বর্ণ শিখরে
(এই) সর্ব্বহারার আকুল অন্তর তোমাময় হয়ে সেথায় বিহরে
অসীম সসীমে হ'য়ে একাকার ওগো অব্যয় বর্ণ-নাতীত—
লও লও তুলে তব পদ মূলে, রূপের পূজারি নমি বারবার

১৩৪৭ সাল

—★★—

# মানুষ ও মনুষ্যত্ব

আমরা কেমন সভ্য, মানুষ যে আমরা
পশু পক্ষী করেছি বশ স সাগরা ধরা—
মুখে গাই মোরা সাম্য গান কতনা ছন্দ ছাঁদে
আসলে কিন্তু ঠিক আছি মোরা সাদা, কাল, হলুদে
জাপানী, চীনা, ভারতবাসী অথবা নিগ্রো আমেরিকাবাসী
আরব, ইংরাজ, কিম্বা চেক্, গ্রীক জার্ম্মাণ আদি ফরাসী
সবাই আমরা একই মানুষ দ্বিপদ দ্বিকর বটে,
মানব সুলভ শক্তি সবার কেউ বেঁটে কেউ লম্বাটে
কখন কেহ বা রাঙাই চোখ, কখন খাই চোখ রাঙ্গানি
কখন প্রভুর দর্পেতে চলি, দাস হ'য়ে সহি হয়রানি

বলি-দয়া, মায়া আর ত্যাগের আদর্শ অবলের সম্বল,
স্বার্থ গেলেই আগুন জ্বালাই কাঁপাই ভূমন্ডল !!
আমরা রচেছি ভূগোল গ্রন্থ, রচেছি গন্ডি স্থলে জলে,
মানুষ মানুষে জাত বেঁধে বেঁধে, বাধাই দ্বন্দ্ব ছলেবলে
নিজের জাতীয় প্রভুত্ব লাগিয়া কত জাতে দিই বলি
মানুষ হ'য়েও মানুষে বুঝিনা মানবতা একেবলি
স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি নিয়ে আজকে আপন হারা
তাই অন্তর হ'তে হাহাকার উঠি'—ভরিছে বসুন্ধরা !!

৩রা জৈষ্ঠ ১৩৪৮ সাল

# উদ্বোধন সঙ্গীত

সমন্বয় ক্ষীর-সিন্ধু
মথিত এ শুভ দিনে
আনন্দ-অমৃত বিন্দু
পানে মত্ত জনেজনে

ভেদ হিংসা হানা হানি
কভু মোরা নাহি মানি,
সমন্বয়ের সন্ধানি
এস মিলি প্রাণে মনে ।।

যাতায়াতের এ পথে
সাথে চল শান্তি রথে
তাঁর কৃপা লয়ে মাথে
পরম সেই শরণে ॥

১৯শে নভেম্বর ১৯৪১

# পত্র

তোমার প্রেরিত শুভ্র কাগজের বুকে,
মসীর রেখার মাঝে হেরিনু তোমাকে
সিদ্ধির অমৃত-বারি পূরিত লিখনে,
আনন্দ পিয়াসী মোরে জুড়ালে এখনে
আপন শ্রেণীতে শিক্ষা-সাধনার পথে
ভগবান দিয়েছেন জয়-ধ্বজা হাতে
এ সন্দেশ পাঠিয়েছ তুমি মোর আগে

আমার সন্দেশ এর কাছে কোথা লাগে।
তবু মোর সাধ্য যা' খাওয়াব আসিলে,
তুমি যা' চেয়েছ তার বেশী যদি মেলে
সারু পারু আর মানু তা'রা পরীক্ষায়
সফল হয়েচে শুনে সুখী, সু আশায়
এদেরো আশীষ দিই বিশেষ তোমারে
শ্রেণী জনজাতি যেন তোমারেই বরে
সবার অগ্রনী হতে এই হাতে খড়ি
এই ভিক্ষা কৃপাময়ে চল নিতি করি'।

আমাদের সংবাদ অন্য পত্রে পাবে
জানাবার যাহাকিছু সময়ে জানাবে।

—★★—

137

# আমি ও তুমি

আমি আছি বলে আছে আবরণ মোর
আবরণ আছে বলে আমি তা'তে ভোর
ভিন্ন ভিন্ন আবরণে নিত্যরূপে নব
তুমি আছ আমিরূপে, কাহারে খুঁজিব?

১৫-১-৪২

—★★—

# পলায়নী যোগ

"হের" নাজি পতি আর্য্যের জাতি যুগযুগান্ত কারী।
ধরনী কাঁপিল চরণ পরশে
পুরবাসীগণ মরিল তরাসে
আকাশ হইতে নিত্যবরষে বোমা কিবা বলিহারি :
সলিলে অনিলে ভূতলে আকাশে
বিরাজিত তা'রে দেখি জয়-আশে
তাই--আশ্রয় নিজে কবর খুঁরিনু, কোথা যাই ভেবে মরি ॥

২৬ শে মাঘ সোমবার ১৩৪৮

# ব্রহ্মশাসন

তিনশত বর্ষ প্রায় কেটে গেল আজি হতে সেই
শুভক্ষণ, যবে রাজা রুদ্র রায় দেব রাজধানী পুরে
শান্ত সমাহিত চিত্তে বসি' আপনার মনেতেই
কল্পনার সিন্ধু হতে লভিলেন সুধা-ভাশুটীরে
দান, ধ্যান শৃংখলায় সুশাসিত নদীয়ার বুকে
শাস্ত্র,-জ্ঞান-চর্চ্চারত ব্রাহ্মণেরে দিতে হবে স্থান
নিভৃতে-অন্নচিন্তা বিদূরিত স্বাধীনতা সুখে
জ্ঞান-উৎস সৃজিবেন তাঁরা, করি আলোক সন্ধান
অর্পিলেন চাঁদরায়ে বিশ্বস্ত দেওয়ানে তাঁহার
স্থান-নির্ব্বাচন-ভার, —জাহ্নবীকুলে ব্রহ্মশাসন
এই নামে অভিহিত এই গ্রাম যার প্রতিষ্ঠার
শুভদিনে, আসিয়া ব্রাহ্মণে নৃপ করিলেন দান।
গ্রামখানি হয়ে গেল এক পরিবার, প্রাণে প্রাণে
গাঁথা হল মিলনের অছিন্ন মালাটীরে! পুলকে
উঠিল দুলি মরি মরি!! আনন্দের ছন্দে-তানে
গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে দোলাদিল সেই দোলকে।
তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-সাজে মন্ত্রমুগ্ধ যোগাশ্রম সম,
নিত্য পূজা উৎসবে আনন্দ-মগন গ্রামখানি
বার, ব্রত, অনুষ্ঠানে ফুটাল যে প্রাণের কুসুম
গন্ধে তার ভ'রে গেল বঙ্গভূমি, জানি মোরা জানি।
স্বরচিত পঞ্চবটী মূলে নর মুন্ড আসনেতে
তান্ত্রিক সাধনায় হে চন্দ্রচূড় তর্ক পঞ্চানন
সাধক প্রবর! ওগো-কাটায়েছ কত দিবারাতে
পূজিতে জগদ্ধাত্রী রাজসভা করিল সমর্থন।

সমর্থক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পূজিলেন নিজে
সেই দিন হ'তে আজো কৃষ্ণনগরে ঘরে ঘরে—
সবচেয়ে বেশী পূজা পান দেবী দেশের মাঝে,
কী দেশ, বিদেশ-আজো বাঙ্গালী তাঁরি পূজা করে।

পাঁচালী গায়ক দাশরথি রায়—স্মৃতি-মঞ্চ-পরে
আজো শুনি গায় তব গুরু হায় ওগো গুরুদাস
তাঁর যোগ্য শিষ্য ছিলে , কানে কানে তব কণ্ঠ ঘুরে
তোমার অভাবে বিরহ ব্যথায় উঠিছে হুতাশ !

গঙ্গাধরের টোলে সেদিনও ছাত্রেরা গেছে পড়ে
তাঁহারি পুত্র কান্তি চালাল শেষ টোল এ গ্রামের
যদুনাথ রোজগেরে ভাল ঠিকাদারী কাজ ক'রে
শুনি দুর্জয় প্রতাপ সেই মোক্তার বীরেশ্বরের !

তব কণ্ঠভরা গীতি সেতারের মধুর ঝঙ্কার
হে নিবারণ শুনি ঐ আজো শুনি স্মৃতি-যন্ত্র-তারে
হে যুগদাস লভেছিলে যশ আইন ব্যবসার—
চিকিৎসায় তারা দাস ! আজো লোকে তব নাম ধরে।

সুদিনে আনন্দ আর দুর্দ্দিনে সহানুভূতি ল'য়ে
কে'বা রহে কর্ম্মব্যস্ত-প্রতিবাসী গৃহে কালিকানন্দ
তোমাসম অযাচিত ভাবে ? চিকিৎসা বিষয়ে
ব্রজলাল ! মুমূর্ষুরে রক্ষা ক'রে দিয়েছো আনন্দ।

শিবদাসকেও ভুলিনি আমরা, ভুলিনি প্রথমে—
যিনি ডি, এল, রায়ের সহযোগী হ'য়ে সৃজিলেন
"ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রখানি, —হল তার সাথে
বৃহত্তর বঙ্গ গঠিত, একথা কে'বা না জানেন ?

তীক্ষ্ণধী, তেজস্বী, হে দ্বারকানাথ দক্ষিণ পাড়ার
লোক-মুখে তব বিচক্ষণতা শুনি দিকে দিকে
নির্ভুল মীমাংসা, মেলামেশা, দূরদৃষ্টি তোমার
পৌরুষ দেখায়ে দেয় পুরুষের ছবিখানি এঁকে

হরিশ পাত্তুরি, তুফান ঘোষ, হারু ঘোষ পেমাহাড়ি
শক্তি এদের ছিল, কেহ বেশ বিখ্যাত লাঠিয়াল
আর ভক্তি ও ছিল ব্রাহ্মণ প্রতি সকলে তাহারি
করে উল্লেখ সুখেছিল নিয়ে গাড়ী-গরু-হাল

বাহাদুর ঐ হরিশ পাত্তুরি কে তার কাছে লাগে ?
গোবর ডাঙ্গার বাবুরা সাদরে ডেকেছে লড়াইয়ে
দিয়েছিল একে পুরস্কার তা'রা আশী বৎসর আগে
রানাদির হারাণ, গঙ্গা আলুনি ছিল সাথে এদুয়ে।

হরিশ-পুত্র বিনোদ পাত্রী রয়েছে মোদের সাথে
বয়েসেতে বুড়ো হয়নিক সে যোয়ানের মত খাটে
যখনি ডাকিবে তখনি পাবে লাগাবে তা'কে যা'তে
এখনো দেখিবে তারে গোঠে বাটে কিবা হাটে ঘাটে।

শোনা নয় জানা নয় সেদিনে এই চোখে দেখা
সতীশদাদা,—পঞ্চ পান্ডব নামে অভিহিত করি'
রচিলেন ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ, সুমধুর প্রেমপ্রীতি মাখা
নিজেরে লইয়া তার গ্রাম হতে আর জন চারি।

সতীশ সাজিল যুধিষ্ঠির আর দ্বিজপদ অর্জুন
ললিত ললিত হলেও সাজিল ভীম ভীম বেশে
নকুলের স্থান লইল ভূদেব আর এক জন
সহদেব হল অটল, আসল নামে সুরেন্দ্র সে

সফল করেছে পান্ডব পাঁচে পঞ্চ পান্ডব নাম
বাংলার বুকে দিকে দিকে নানা অভিযান করি
কি সরকার দেশের লোকে বুঝেছে এঁদের দাম
এঁরা আদর্শ-এঁদের চরণে লুটিয়া গরব করি !

তারপর ওরে ভাষা—জমে যারে পাষাণ এ বুকে
শোক-শৈত্যে জমাট বাঁধা ! চেতনায় লয়ে যা হরে
দ্বিজ পদ নাই, নাই দ্বিজ পদ একথা শ্রবণকে
কেন শুনালিরে ! সাশ্রু নয়ন ফিরে স্মৃতির দুয়ারে

কোথা ? কোথা সেই সৌম্য মূর্ত্তি খানি ? স্মৃতির মন্দিরে ?
আর্য্য নিষ্ঠাবান, বিপ্র, মহীয়ান ! এস এস তুমি
আমাদের মাঝে সেই প্রশান্ত বেশে এসহে ফিরে
এ মেলামেশায় মন-প্রাণ-পথ খুলিদিনু আমি ।

চিরদিন সবকাজে পেয়েছি ত তোমারে সহায়
তব স্নেহমাখা মোরা তোমারি দেখান পথে চলি
মাগিতেছি তব আশীর্ব্বাদ ! দেব লোক হতে হায়
লয়ে এসো স্বর্গগত সকলের আশীষের ডালি ।

হারিয়েছি যাদের আগে তা'দেরি স্মৃতি-সূত্র-ধরে
আসিয়াছে আজি মোরা চিরন্তন শান্তি সখ্য লাগি
গাঁথিতে নিত্য ফুলহার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তরে
হে ভগবান ! অম্লান রাখ এরে এই শুধু মাগি ।

মতামত, বৈষম্য, ব্যক্তিগত যাহা কিছু আছে
মিলনের তীর্থ-ক্ষেত্রে হয়ে যাক সব একাকার
যারা ছিল, যারা আছে, ভবিষ্যতের আছে, যারা পাছে
প্রেমময় ! প্রেমদাও দাও প্রেম হৃদয়ে সবার ।

আবার উঠুক গড়ে নব শক্তি নব আশা ল'য়ে
সধনা, সাহিত্য, গীতি, শিল্প জ্ঞান, শক্তির চর্চা'য়
আমাদের মধ্য হতে জনে জনে, নিশান উড়িয়ে
লয়ে এস জয়মাল্য ! গ্রাম হোক শান্তির আলয় ।

( ১২ই আষাঢ় ১৩৪৯ )

# গান

হরিপুরে গঙ্গা এসেছে রে
( তোরা দেখবি, নাইবি ) ( পুণ্যি করবি )
বেড়াবি আয় নৌকতে চড়ে ।।

হরিদ্বার আর গোমুখী ছাড়, টুটেছে বাঁধ বেলেডাঙ্গার
শান্তিপুরে গাং সাগরে, স্রোতের টানে যায় নিয়ে না রে

ষষ্ঠীচরণ ধরেছে যে দাঁড়, পদ রজবংশী ধরেছে হাল
ভুলব কি এই মজার বিকাল ঊনপঞ্চাসের তেরই ভাদরে

কত চাষীর চোখের জলে, বুকে নিয়ে স্রোত যে চলে
কাঁচা ধান আর পাটের ডগায়, তলিয়ে থেকে জলের তলে
কাঁদে তারি তরে

রামধনুর ঐ রঙ রঙিয়ে, আকাশে মেঘ খেলা করে
কভু ক্ষেতে কভু খালে, না চলে মোর বেয়ে ।।

মামারা সব ঠোঁট ঢুকিয়ে শিকার আসে বসে
ছিপ হাতেতে ভাগ্নেরা সব, জলের কিনারে

কত রঙিন পাল উড়িয়ে, না ভেসে যায় বেঁধে সারি
লুকোচুরি খেলেরে ঐ সান্ধ্য দিবাকরে ।।

লুচি, মুড়ি, মিঠাই খেয়ে, কেউবা গরম চাটী পিয়ে
কল্লোল তানে মাঝির গানে মন-প্রাণ ভরে ।।

১৩ই ভাদ্র ১৩৪৯

# মাটীর মা

তুমি মোরে গড়িয়াছ রক্ত-মাংস দিয়ে
আমি তোমা গড়িয়ছি জল মাটি দিয়ে
স্বর্গ হতে গরিয়সি ! প্রাণ দেছ তুমি
মরতের অধিবাসী কোথা পাব আমি ?

১৬ই ভাদ্র ১৩৪৯

# গান

( ভৈরবী দাদ্‌রা )

কি গান শুনাব, আমি—
কি ভাবে বুঝাব তারে — —
কী — — হ-ল কে-ন কাঁপে
কাঁদে কেন modern সুরে !

( ভৈবরী যৎ )

বৈকুন্ঠে হেরি তারে
দেবর্ষির কন্ঠ জুড়ে
তালে তালে নৃত্যে মাতে

( ভৈরবী যৎ )

বীণার মধু ঝংকারে ।।
মহর্ষি বাল্মীকি প্রাণে
এসেছিল রাম গানে

বিদ্যাপতি চন্ডিদাস, জয়দেবের কন্ঠ ভরে

145

( ভৈরবী দাদরা )

মীরা বাঈ গোবিন্দ দাস
তারা ও হ'ল— সফল আ-শ
ভক্তি - সুরে - ভক্ত - তরে
গানের মন্ত্রে মুক্তি ক্ষরে

( কীর্ত্তন )

সেদিনও নাচিয়া নিমায়ে নাচাল
নাচিল বঙ্গ ভারত জন
"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাই মাং
শুনিল এ গান যত জীব কুল
নিত্য হ'ল এ, - অফুরন ।।

( ইমন চৌতাল )

ভকত গায়ক সু-র দা-স
গেয়ে শুধু গান করে অভিলাস
কেমনে কোথায় প্রাণের প্রাণে
হবে দরশন" দেবতারে কয়

"সুরদাস মন উল্লাস এহি চরণ কি আশ
গুণীজন গাওয়াত তানানা তানানা
তানানা - তা না-না

( রাম প্রসাদী দাদরা )

( এখন ) রাম প্রসাদের কণ্ঠে চল্
মধুর গানে মায়ের প্রাণের
আসে সেথায় করুণা অটল্

( ভজন )

দাশরথির পাঁচালী
নিধুবার - টপ্ - পা
কেউত আমরা ভুল্‌ব না।

( কীর্ত্তন )

রাম দাস কীর্ত্তনীয়া
সুরেতে মাতাল হিয়া
মজিনু সে সুমধুর সুরে সুরে
(আহা) ,, ,, ,, ,,

( গজল )

নজরুল গায় গজল সুরে
হিয়ায় হিয়ায় সে সুর ফিরে
তারই দোলায় হৃদয় দোলে
চরণ উঠে দুলে ॥

147

( বাউল )

বাংলা দেশের বাউল সুর
বাটে মাঠে, নদীর তটে
হয়ে আছে ভর পুর

ভাটিয়ালী কাহার্‌বা

আবার ভাটিয়ালী সুরে
সারা দিনের শ্রান্ত মাঝি
'নাও' চলে বেয়ে
ভাটিয়ালী সুরে ॥

# আমার গান

আমার গানত না যায় শোনা
সুরের আলোয় জাগেনি সে,
তারে সুপ্ত রাখে ধ্যানের বিছানা
জীবন ছন্দে স্পন্দিত সে
'লয়ে' চলে তার আনাগোনা
নিত্য জাগার দেশে দেশে
সে গান ঘুমায় না ॥

সকল কালে সবার মাঝে,
অশ্রুত অদেখা সে যে
তবু তারে হারাই পাছে
ভাবনা মোর এই ভাবনা ॥

১৯শে অগ্রহায়ণ

# যাওয়া আসা

যাওয়া আসা মেলা মেশা
খেল যারের খেলার নেশা
দুঃখ সুখের পড়্ছে পাশা
হার জিতের দুইটী দশা ॥

যে আসে সে যায় ফিরে
যে ফিরে সে আসে ঘুরে
সাথে থাকে নিত্য আশা
প্রাণে প্রাণে বেঁধে বাসা ॥

সাথে আসা সাথে যাওয়া
নিত্য না যায় বিশ্বে পাওয়া
শুধু থাকে সাথে সাথে
প্রানের ছোঁয়া "ভালবাসা"।

২০শে অগ্রহায়ণ '৪৯

—✱—

# গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল

গন্ধ মাদন শর্ম্মণ আমার নাম
আমিই মোড়ল এগাঁয়ে আমার ধাম
গাঁয়ের নামটা নাইবা জানলে তুমি
এমন গ্রামেত ভরেছে বাংলা ভূমি

ভাবনা, আমার পাশেই নাপিত বাড়ী
পুকুর ওপারে ওদিকে বাগদি হাড়ী।
এদিকে দেখনা ভাঙ্গটা ঘরের ঢিবি
এখানে 'বুড়োমা' পূজার শুনেছ সবি

নামেতে এখনো বাড়ীত রয়েছে কত
চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে সবিত ক্রমশঃ গত
শ্রাদ্ধের যোগাড় করেছি সবার যারা
হোম্‌রা চোম্‌রা হয়েছে বিদেশে বাড়
দিয়েছে সাবাই বাড়ীও জমির ভার
সেস ও খাজনা কিছুই দিই না তারা
শোষণ ভোজন তাহারি কল্যাণে চলে
নিলামে খরিদ যে করে ডুবাই গালে

মাঝের পাড়াতে ঘোষেরা কয়েক ঘর
আমার শিষ্যযে করি কি তাদের ডর ?
মাঠের ওপারে রয়েছে মুসলমান
চরণে দলিয়া পড়িয়া বাঁচাই মান
জঙ্গলা বনের পচান পানার জলে
মালেরিয়া হারে আমার চিত্ত-মলে
রয়েছি এখন জ্ঞাতির ভিটেয় পড়ে
কয়েক পুরুষ তফাৎ পরস্পরে

বিকিয়ে দিয়েছি বাপের ভিটেটা সবে
(মোর) গরু কি ছাগল সবই এখানে রবে
পচান গোবর মেশান চোনার গন্ধ
কারক মেঝেও দেয়াল ফাটাটা বন্ধ

ঝাড়ুটা বুলিয়ে গতর খাটান সেটা
কে করে নিতুই আমি ধাঙ্গর বেটা
দিনটা আমার কাটেত কেবলি পথে
রাত্তিরে পাইত ঠেংটা ছাড়িয়ে শুতে

সাপটা বিছেটা থাক্‌না কোনবা কোণে
ভরে ভরুক না ছারপোকা মশা বনে
উঠানে কাদাটা যদিবা বেড়েই যায়
ইঁট্‌ত বিছায়ে চল্‌ছি আরামে তায়

বোঝ না কি হবে পরের বাড়ীতে খেটে ?
এম্‌নি যাক্‌না, দিনত যাচুচে কেটে
যদিও আমার মোড়লী কেউ না মানে
গলার জোড়টা টিকির নাড়াটা জানে

পুজারী সেজেও কোথা পুজটা করি
কেউ কি জানেরে কিছিনু জীবন ভরি ?
গাঁয়ের সুবাদে ছিলেন যেছক জ্যেঠা
তিনিত সবই বাবাটা একটা ঠেটা

তাঁরই যতনে শিখিনু কলম ধরা
মেনেছি তাঁকেই বাপ্‌ত লক্ষ্মীছাড়া
পড়ার ধারেতে কিুচিৎ ঘেঁসতো মন
ঠেঙান কাঁদান ছিল এ সকল ক্ষণ

151

ছাতার শিকেতে কাহারো ফুটান চোখ
দোষ ত করিনি দেখানু আমার রোখ
হলনা কিছুই আমার বিশেষ কিছু
বাঙ্গাল দেশেই গেলাম বাবার পিছু

মিসেই গেলাম কুলী ও মজুর সাথে
মোড়ল্ তাদের হ'লাম 'হ্যাটটা' মাথে
ভাঁওতা ধাপুপা বাদনা দিয়েছি কভু
টাকাও করেছি কুলীর হয়েছি প্রভু

বছর কতক কুলীর রাজত্বে থেকে
মুখুয্যে সাহেব সবাই ক'য়েছে ডেকে
অসতী একটা কুলীর ললনা সেথা
বাঁচাল আমারে পাঠিয়ে গ্রামেতে হেথা

মনের মতন সুহৃদয় মিলিল দুটী
আমার তারাই দুঃখ সুখের জুটী
দুজনই বামুন, লম্পট একটি তার
টেরা একজন, গুণের কিকব আর

এখানে এসেই দাপট আমার দেখে
অনেক টাকার মালিক ভাব্‌ল লোকে
অনাথ ঘোষাণী, নাপিত-তনয়া কটী
আমার কি দোষ দেষীতে ওদুই বেটী

আমার প্রথম ছেলেটী আমারি মত
(তারে) ধোপানী কুলাটা ফেলিল বিপদে শত
সে ফাঁদে জড়িয়ে খসেছে তাহারা কোথা
তাহার বীরত্ব স্মরিলে পাইনা ব্যথা।

আমাকে শুনায় একটি কথাও কেবা
মালামো বাধাই যুক্তিতে হঠায় যেবা
সমাজে আমার অচল অটল স্থান
এ মোর টিকিও সুপক্ক চুলের মান।

নিজের ঘায়ের গন্ধ লাগে না নাকে
খুঁচিয়ে বেড়াই যে জন অক্ষত তাকে
আনন্দ-আকাশে সকলে যেখানে মেশে
পা তুলি অমনি উল্কা যেমন খসে।

জঞ্জাল জঙ্গল এদিকে ওদিকে মোর
ঝঞ্ঝাট্ বিবাদ এযেন ফুলেরি ডোর
এখনো বাড়ীতে বাগ্‌দি তনয়া ঝিটী
পাড়ায় বিবাদ কেন যে বাধাল বিটী।

দোষত তা'রও নেইক আমিত জানি
দোষ যে আমার, তাওত না আমি মানি।
অনেক দিনই গৃহিণী গিয়েছে মোর
বেঁচেছে স্বরগে ছাড়িয়া আমার ক্রোড়

দুলালী শ্যালিকা বালিকা বিধবা সে যে
সে হল গৃহিণী আমারি সকল কাজে
নূতন উদ্যম নবীন যৌবনে শুধু
ভোগটা জুটেছে বিষ্টা হয়েছে মধু

ব্যাধি বা ক্লেশের কিছুই আমার নাই
হার্ণিয়া রোগ,ত তাতে কি লজ্জা পাই ?
অখাদ্য ভোজনে বীরত্ব দেখেছো কত
পাঁঠার প্রেমেতে হয়েছি পাঁঠারি মত

প্রবাসে যে হোক ধীমান মহান সেথা
এখনো মোড়ল আমিত রয়েছি হেথা
এম্‌নি গুরু ও এম্‌নি সেবক গুলি
গ্রামের জীবন এমনি গড়িয়া তুলি

৪ঠা পৌষ ১৩৪৯ সাল

—★—

# রূপশিল্পী রবীন্দ্র নাথ

শারদ প্রভাতে সেই স্বরগ-সুষমা অভিনব
হেরিনু পুলকে। কাননের তরু-শ্রেণী শাখা-পাখে
দিতেছে বাতাস। করিতেছে ফুলবনে মহোৎসব
মধুপ সকল। কূজন সঙ্গীত শুনি বৃক্ষ-শাখে।

কুঞ্জের শ্যামল ছায়া গাঢ়তম শ্যামলিমা দিয়ে
ঝিলের কাজল জলে রঙায়েছে। নীল নভ হতে
সুনীল আলোক ছটা ঝিকিমিকি চলে যায় ছুঁয়ে
শিছমে পিছনে চলা হাঁসেদের কভু জল-স্রোতে

কুঞ্জের অন্তর দেশে অট্টালিকা মাঝে সব
শিষ্য ও ভক্তেরা, সুশোভিত আসনেতে সমাসীন্
আকুল অন্তর! অন্তরের কোণে কোণে উৎসব
মঙ্গল মন্ত্র; আজিকার আয়োজন সর্ব্বাঙ্গীন।

ব্যস্ত অতিথি সেবায় অনিল চন্দ্র দে মহাশয়
সবিনয়ে দাঁড়ায়ে শান্ত হৃষ্ট উদ্যান-দুয়ারে
নাম-মুগ্ধ যত বেলেঘাটা বাসি মিলিত হেথায়
রাখিতে নয়নে তাঁরে হৃদয়েতে রেখেছে যাঁহারে।

বিবিধ বেশভূষা সমুজ্জ্বল পুলক আলোকে
সমাগত ঋষি বেশে রবীন্দ্রের দিব্য মূরতি
লাজ, পুষ্প, মাল্যমাঝে দেবর্ষি' ভূলোকে
যেন আবির্ভূত! সবে আসি করিল আরতি।

গুরুদেব-পদ-তীর্থে শির স্থাপি শিষ্য সকল
সঞ্চয়িল আশীর্ব্বাদ, ঘিরি সমভঙ্গ সমাসীন্
সৌম্য মূরতি রহিল বাণী-মন্ত্র-মুগ্ধ অচঞ্চল
রবি আর শরচ্চন্দ্রে সম্মীলিত হেরিনু সেদিন।

ধীরে হস্ত প্রসারিত করি' কর-পদ্ম লয়ে কবি
রাখিলেন শরৎ চন্দ্রের শিরে; মৃদু সম্ভাষণে
কহিলেন "আশীর্ব্বাদ করিনু শরৎ দিনু সবি
দেবতা দিবার মত দিয়াছেন যাহা তবজয় ক্ষণে।

বাধাহীন যাত্রাপথে একচ্ছত্র সাহিত্য সম্রাট
চলিয়াছ চলে যাও-যাট্ কেন শতবর্ষ ধরে
শ্রান্ত আমি, অস্তগামী সাহিত্যের আকাশ বিরাট
শুভদিনে সুখী আমি হেরি তোমা সেই নভ ভ'রে।

সহসা উঠিল প্রশ্ন, "গুরুদেব শুনিতে বাসনা
আজি আপনার মুখে, ভারতীয় শিল্প-ধারা মাঝে
অধিকারী কোন স্থান আপনার শিল্পের সাধনা?
কবি হন রূপ-শিল্পী? আমাদের অন্তরে প্রশ্ন রাজে

155

শরৎ-বন্দনা শেষে মৃদুহাস্যে কহিলেন কবি
এ মোর সাধন ধন, এর স্থান শুধু জানি আমি
আমার কবিতা যত দেখিতার সবটুকু ছবি
সুন্দরের সন্ধানে হয়ে গেছি রূপ পথ গামী।

কি কব প্রাণের কথা থেমে যায় ছন্দময় ভাষা
বিশ্বরূপ ভরে আঁখি রঙ, রেখা-সীমানার মাঝে
সীমাহীন অরূপেষ যেন পাই দরশন আশা
শিল্পীরূপে জনমিনু এবে মোর বার্দ্ধক্য-সন্ধ্যায়।

প্রার্থনা করেছি মোর দেবতার চরণ কমলে
জনমি আবার যদি দিও প্রভু শিল্পীর জীবন
এ মোর সাধন পথি দিকেদিকে ভাব ডেকে বলে
"সুন্দর দেবতা তব রূপবান্! জুড়াও নয়ন!"

২৫শে বৈশাখ ১৩৫০ সাল

# গান

( সিন্ধু-যৎ )

তোমারি আলোক লোকে
শুধু আলো শুধু আলো
তাহারি ভিখারী মোরা
আঁধারে না লাগে ভাল ॥

তোমারি করুনা ভরে
আলোক-কিরণ ঝরে
কভু আসে কভু যায়, ক্ষণ-প্রভা সমজ্বালো ॥

ঘুচাতে এ অন্ধকার
তুমিও আলো তোমার
নিত্য নব জাগরণে নবরূপে গড়ে তোলো ॥

৯-৮-৪৩ সোমবার

# কীর্ত্তন

এস হে দেবতা ঘুচাতে কালিমা
ধর্ম্মে লেগেছে গ্লানি
তুমিত বলেছ আসিবে আবার
আঁধার ঘিরিবে যখনি ॥

এস এস এস
এস গ্লানি নাশ,
রক্ষা করহে ধরমে
দুষ্কৃত-দমনে
সাধু-পরিত্রাণে
মাগিছে তোমারে ধরণী ॥

যুগ যুগ ধরি
এসছ হে কান্ডারি শ্রীহরি
লইয়া চরণ-তরণী
তেমনি এস হে
ভব সিন্ধু মাঝে
লইয়া চরণ তরণী

তুমি যদি আস
বিশ্ব-তম নাশ
প্রভাত হইবে রজনী
ধর্ম্মে রবে না গ্লানি ॥

১৫-৮-১৯৪৩

# 'স্বদেশ'

স্বদেশের কথা জাগিয়াছে প্রাণে
অতি মঙ্গল সূচনা

কাগজের বুকে শুধু লিখে লিখে
সময় নষ্ট ক'রো না।

প্রাণে প্রাণে লেখ এমন মন্ত্র
যাহাতে জীবন গড়ে।

আপনার মাঝে আপনি জাগিলে
স্বদেশ জাগিবে পরে।

১৬৮৪৩

159

# গান

( দাদ্‌রা )

জীবন ছন্দে ভরি আনন্দে
উঠুক মিলন ভাবোচ্ছ্বাস
প্রবাহিত হোক ভরিয়া ত্রিলোক
হিংসা-প্রাচীর হোক বিনাশ।

কে আছ কোথায়
এস এক কোণে
বিশ্ব-বিভবে চেয়ে
এক মনে

আনন্দ মেলায় এস ওগো এস
মুক্ত প্রাণ পথে অবাধে প্রবেশ
বিনিময়ে লাভ ঘুচিবে অভাব
যত বিতরণ তত আহরণ
সমবেদনায় বেদনা ভুলায়
সবার আনন্দে উঠে উচ্ছ্বাস ।।

২৪-৯-৪৩

# মেলামেশা

বিধাতার বিচিত্র লীলায়
রূপে গুণে কেহ না সমান
কেহ পায় কেহ কিছু পায়
বেশী কেহ পায় তাঁর দান।

ভক্তি-স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-রত্ন
আছে যার যেটুকু সম্বল
সকলের সঙ্গে বিনিময়ে
আপনারে সে করে সচ্ছল।

আপনার অহঙ্কার লয়ে
করে যেবা পরে অপমান
মানবতা লভিবারে তারে
হতে হয় ধূলির সমান

বিতরণ করিতে যে পারে
তার কায় মন প্রাণ
গুণ-মুগ্ধ বিশ্বতার
নিত্য সুরে করে যশ গান।

জ্ঞানী গুণী মহাজন-বাণী
বিশ্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতি
ডাকিতেছে সবারে সাদরে
লইবারে অজানাকে জানি।

মিশে যাক মিশে যাক সবে
ছোটবড় না করি বিচার
দেবতার আনন্দ-আলয়ে
যত প্রাণ সব একাকার।

২৮-৯-৪৩

161

# এ দেশ বাসী

( সুর-কীর্ত্তন, তাল-দাদ্‌রা )

এ দেশ বাসী
মিলন আশী
জগজ্জন-হিত অভিলাসী ॥
জনে জনে কোল বিলাতে বিভোল
আপন স্বার্থে উদাসী ॥

মানবের জাতি জাগতের জাতি
দলগত জাতি এ নহেক নীতি
রচিতে আপন স্বর্ণ-সিংহাসন
নহে গো শোনিত-পিয়াসী ॥

হউক অক্ষয় এই অভিপ্রায়
প্রেম-মন্দাকিনী যেন বয়ে যায়
অশেষ কামনা-তৃষ্ণা তৃষিতে
বিলায়ে শান্তি-সুধারাশি ॥

২৮-৯-১৯৪৩

# অভিনন্দন

বয়সে প্রাচীন তুমি, শিশু অনন্তের
ছাত্র হয়ে চিরদিন আছ তুমি তাই
এ অনুগতের আঁকা তোমার চিত্রের
রেখা-রূপায়ন-মাঝে শক্তি যেন পাই।

২৮-৯০-৪৩

# গান

( ইমন্ দাদ্রা )

সুন্দর হে সুন্দর হে
সুন্দর দেবতা
তোমারি সকল রেখা-রঙ- ভাবে
তোমার এ বিশ্ব আঁকা।

দিবস-অলোকে নিশীথ আঁধারে
আমার মুক্ত নয়নে আঁক বারে বারে
মুদিল নয়ন মুগ্ধ মরমে
আঁকিছ গোপনে তোমারি চিত্রতা।

ভিতরে বাহিরে ছুটি ঘুরে ফিরে
কোথা কোন্ কাজে রেখেছো তোমারে
তোমার লাগিয়া কত মম আশা
তুমিত সকলি জান তা॥

১৫-৪২-৪৪

# গান

পূরবী যৎ

হারায়েছি আত্ম শক্তি
সাগরের পরপারে
পেয়ে থাকে কেহ যদি

দোষ কেন দিব তারে।
পশ্চিমের অস্তাচলে
সকলিত যাচ্ছে চলে
ধ্বংস-নিশা দ্বারে দ্বারে
দিচ্চে হানা চারি ধারে ।।

যায় যাক হারানো যা
চাহিলে না মিলিবে তা
সাধ যদি লভিবারে
গড়ে তোলো সবাকারে ।।

নাহি চাই ঠাঁই ঠাঁই
এস মিলি সব ভাই
মিলনের তীর্থ-দ্বারে
পুনরায় লভ তারে ।।

৫-২-৪৪

এমনি বাজুক এমনি বাজুক
মধুর মিলিত সুরে
জীবনের পথে মন-নিল রথে
শ্রবন জুড়ান স্বরে

১৩ই নভেম্বর ১৩৫২ সাল

# 'শোকাশ্রু'

আকুল বিলাপ আজি প্রাণে প্রাণে
গুরুদেব ! কোথা তুমি ?
নীরব প্রকৃতি, তোমা হারা হয়ে
ব্যাকুলা জনম ভূমি ।

জীবন প্রদীপ নিবে গেল হায়
আরতি হল কি সারা ?
দেবতা-দেউল হয়ে নিল ভব
রঙীন আলোক ধারা ।

দেখালো অরূপে নিতি নবরূপে
তোমারি সাধনা আলো
স্মৃতির ঝলকা আজো ধরো চোখে
এতই বেসেছো ভালো !

তৃষিত হৃদয়ে এসেছিনু যবে
তোমারি করুণা-আশে,
তৃপ্ত করিলে প্রান ঢেলে দিলে
স্নেহেতে বসালে পাশে !

শিখালে সাজাতে রিক্ত কর পুটে
সুন্দর দেব অঞ্জলি
সে পূজা সাধনে পড়ে তোমা মনে
ভক্তি সাগর উদ্বেলি ,

সজল নয়নে মাগি তব লাগি
ওগো দ্যুলোক বাসি
সুন্দর দেবতা কৃপা করে দিন
শান্তি-সুষমা রাশি ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ সাল

165

# ধূলাখেলা

ডাকচে "তুপু" ওরে "কলু"
কলু ডাক্‌চে বুবু
ঐ যে এল রবির আলো
রইলি বসে তবু

আকাশ দেউল মাঝে বসে
দেখরে দেবতা
ফুলের বাসে ধূপ ধুনা
পাখা গাছের পাতা

জ্বলে রোদের দীপের মালা
সে যে দিব্য ভাতি
মধুর মাছি কণ্ঠ বাজায়
প্রেম আনন্দে মাতি।

শিসের বাঁশী বাজায় আসি
গাছের ডালে পাখী
গুণগুণিয়ে মন্ত্র পড়ে
ভ্রমর থাকি থাকি।

শাখে শাখে চামর দোলে
শিশির গঙ্গা জল
চিত্ত-পুষ্প পাত্রেতে রাখ্‌
ভক্তি শতদল।

বাগানে আছে যত ফুল
রঙীন নানা বরণে
নেরে ওরে মিশিয়ে নেরে
মধুর মধু-চন্দনে

এই যে মাটী সবটা খাঁটী
ভোগের আয়োজন
যাঁহার কাছে পাওয়া গেছে
তাঁকেই নিবেদন।

উড়্‌ল ধুলো ঊর্দ্ধ পথে
বায়ুর সাথে সাথে
সত্য নিলেন প্রাণের ঠাকুর
দিলেন আশীষ মাথে।

৬-২-৪৭

167

# গীত

পথিক যারে
পথিক যারে
তোর পথের বাধা
সবই বাঁধা
যাবে দূরে সরে ॥

কখন উঁচু
কখন নিচু
বনে প্রান্তরে

গহন গিরি
মরুর পথে
পথের কিনারে ॥

আসা-যাওয়া
উদয়-অস্ত
গিরি শিখরে ।
আলোক রাশি
রঙীন হাসি
ফুটে দুধারে ॥

২৭-১২-৫৬

# গীত

তোমার রূপের উজল কিরণে
ফুটেছে এ দুটী আঁখি
তুমি যে রয়েছ তোমারি আলোতে
শুধুই আমি তা দেখি।

আসি আলোরথে নয়ন দুয়ারে
অতিথি রূপে কি চাই আমারে
তুমিত আমারে লয়েছ চরণে
রাখনিত কিছু বাকি ॥

৬-১-৪৭

# গীতি

চল চল ফিরে চল
ওরে চল ফিরে
চঞ্চল গতি ছেড়ে
শান্তির নীড়ে

হলে ক্ষত হতাহত
হাটে মাটে বাটে
ম্লান মুখ শ্রান্ত দেহ
দুখে বুক ফাটে
পিপাসা ত মিটিবে না
ভোগ-সিন্ধু নীরে।

পরে থাক চাওয়া পাওয়া
বাসনার তীরে
হাসি-কান্না-ভাঙ্গন পথে
চল চল ধীরে

প্রেম-অশ্রু-সিন্ধু পারে
শান্তির তীরে॥

৬-২-৪৭

# ত্রিকূটে

ওরে পাষাণি নাহি জানি
কোন সে যাদু মন্ত্র শুনি
ঘুমিয়ে ছিলি কি ঘোর ঘুমে
জাগ্‌বি নাকি এক্ষুণি ?

যে বেদনার আগুন জ্বেলে
জন্মেছিলি পৃথ্বি-বুকে
নেভেনি কি তোর বুকের আগুন
ঝর্‌না-অশ্রু ঝর্‌ছে শোকে ?

রঙীন পলাশ রঙিয়ে দিল
এলো কাজল কেশের দামে
সবুজ বুটীর নীল শাড়ীতে
আলোর জরি আসে নেমে।

অরুণ আলো নিতুই আসে
বিফল সে হয় নিতুই চুমি
সে চুম্বনে রঙিয়ে অধর
কত কাল আর ঘুমাবে তুমি ?

৩১-১-৪৭

171

# মানুষ

পথিক বেশে দেখি তোমায়
বেড়াও বন পথে
এসেছ কেন কিছু জান না
কখন কোন রথে !

বল্কল-বাসে অঙ্গ আবৃত
ভূষণ বনফুল
শিকার লব্ধ মাংস আহার
বনের ফল মূল ।

দুর্গম গিরি বন বনানী
নির্ঝর-শীত-জল
অতীত এক যুগে তোমায়
করেছিল চঞ্চল ।

ঝটিকা বর্ষা শীত আতপে
পশুর অত্যাচারে
গাছের ডালে গিরি-গুহায়
ছুটিলে স্থানান্তরে ।

কৃষি ও শিল্প পণ্য-ব্যবসা
সম্বল হল সুরু
সাধনা কৃষ্টি পুষ্টি লভিল
দর্শন, কলা চারু ।

ঘুচিল দৈন্য ধন্য জীবনে
এস সুখ সম্পদ
শরীরে শক্তি ভক্তি হৃদয়ে
অপরূপ গদ্‌গদ ।

পোপনে বুকে পাতে আসন
কোন সে আত্মজন
যাঁহার ধ্যানে মন সঁপিলে
ভাব্‌লে সে কেমন।

এইত তিনি যিনি আছেন
ভিতর বাহিরে
পরমাত্মা, বিশ্বপিতা
খুঁজে ছিলে যাঁরে।

নাইক ভেদ বাধা সেথায়
অসীম সিন্ধুরে
শতেক প্রাণ শত ধারায়
সেথা অবগাহরে।

বিবাদ নাই কোন বিষাদ
মর্ত্তে'্য এত স্বর্গ'রে
মানুষ তুমি দেখ মানুষ
মানুষের অন্তরে।

তোমার সৃষ্টি স্থিতি ও লয়
একটি মহাকাব্য
আদর্শ' তাহা যুগযুগান্তে
নাহি অসম্ভাব্য।

বেদের মন্ত্রে গীতা ভাস্বতে
জীবন চিত্র আঁকি
সকল গতি মুক্ত' করেছ
কিছুই নাহি বাকি।

প্রগতি বলে আছে কি গতি
বুঝিতে ত পারি না
হয়েছ সিদ্ধ বাহু সাধনে
কেন এ নব সাধনা ?

মানুষ ওগো শত্রু তোমার
সেই সে শয়তান
ভুলায়ে দেয় মন্ত্র সাধন
পুণ্য দৈব্য দান।

প্রতিমা গড়ে ভেঙ্গে ফেলার
রীতি এ কেমন ?
পুতুল হয়ে তার খেলাতে
খেলছ ক্ষণেক্ষণ !

কোরাণ গ্রন্থ কার সম্বল
কাহার "বাইবেল"
এসেছে বিশ্ব সিন্ধু সলিলে
নব নব উদ্বেল।

যতবা মত তত পথের
কখন এলো আলো
কোনবা পথে আলো প্রেমের
লাগ্‌ছে নাকি ভালো ?

অনুর বোমা হিংসা-শালায়
শত্রু অবরোধ
হিংসা হ'তে মুক্তি কোথা
হিংসা প্রতিরোধ ?

অমৃত পুত্র তুমি পবিত্র
তোমায় কি এ সাজে
মেষের পালে সিংহ-শাবক
শিঙরে ওঠো লাজে।

লীলায় মাত লীলা ময়ের
নাইক দুঃখ ভয়
সবার সুখে সুখ ময়ের
শান্তি অভিনয়।

৮-২-৪৭

175

# রেখা রঙের পরপারে

বিস্মৃত ভাবের রাজ্য সদ্য মুক্ত জননী জঠর
নবীন পথিক আসে মাতৃভূমি করেন আদর
মাটী জল অগ্নি বায়ু আকাশের মহাসম্মিলন
মুগ্ধ নয়নে আনে চিন্তার প্রবল প্লাবন।

দেশ কাল পাত্র রূপে বিশ্বরূপে নিত্য রূপান্তর
মন মাঝে এঁকে দেয় অরূপের রূপ নিরন্তর
বস্তুলোক গুণ লোক সুবিশাল কল্পনার লোকে
সীমা ছাড়ি যেতে চায় অসীমের আনন্দ আলোকে

ষড় অঙ্গ রূপময় ভূলোকের সসীম দর্শণ
অন্তহীন রূপালোকে সমুজ্জ্বল তৃতীয় নয়ন
বর লভি সুন্দরের রত হয় তাঁরি সাধনায়
ভাব হতে রূপে গতি রূপ হতে ভাব লাভ হয়।

তাই নিতি রূপে রূপে অপলকে শুধু চেয়ে থাকা
ভিন্ন যত অবয়ব বাঁকা সোজা রেখা দিয়ে আঁকা
অপরূপ বর্ণমালা পূর্ণ করে রেখার সীমানা
আলোছায়া দুয়ে মিলে নিত্য করে বর্ণের বন্দনা।

রেখা রঙ আলোছায়া মিশামিশি রূপ সিন্ধু বুকে
প্রাণের স্পন্দন সম ভাব ঊর্মি উছলে পুলকে
প্রাণে চলে প্রানায়াম ভাবের লহরী তালে তালে
সুন্দর ঐ সুন্দরতা উজাড় করিয়া শুধু ঢালে।

২১-৮-১৯৪৮

# তুমি আর আমি

যুগ যুগ ধরে
শুধু তব তরে
আশা-পথ চেয়ে থাকা
আমি যে তোমারি
সে ছবি নেহারি
চারিদিকে আছে আঁকা
প্রকৃতির ক্রোড়ে
শত রূপে গড়ে
রেখে দেছ শত আমি
রূপ পারাবারে
ধ্যানের মাঝারে
দরশন মাগি স্বামি
ফুল দল পরে
উছলিয়া পরে
জানি না কি কার হাসি ?
ভাবের ভাষায়
ভাব বিনিময়
ভাবে ভালবাসা বাসি
শাখা-বাহু চায়
ধরিতে লতায়
লতা ঘিরে তরুবরে
তুমি চাও মোরে
আমিও তোমারে
দুজনে দুজন-তরে

ভাদ্র ১৪৫৫

# তীরে

সঞ্চিত পাপে তাপে
মরু হ'ল ধরনী
রঞ্চিত শ্যাম শোভা
আজিকার বনানী।
মৃত্তিকা শিলা হ'য়ে
জ্বলে ওঠে উত্তাপে
কন্টক আভরণ
তরুলয় সন্তাপে।
উর্ব্বর তট ভূমি
হয়ে গেল বালুকা
বর্ব্বর জনে লয়
হিংসার শলাকা।
শঙ্কিত শিশু সতী
অসহায় সকলে
লাঞ্ছিত হতাহত
হিংসার কবলে।
করুণা ধারা করো
নাহি যায় শুকায়ে
আতুরে বিতরেন
দ্বারে দ্বারে শুধায়ে।
অক্ষত ক্ষত তয়ে
ক্ষত হল কাঁটাতে
অন্তর ফেটে পড়ে
স্নাত নিজ শোণিতে।

বেদনা সবাকার
বোঝা সম বহিতে
কেহবা আপনারে
লয়ে চলে পথেতে।

হয়ত ডাকে নাক
কেহ তারে কদাপি
হয় না কেহ তার
সমব্যথী-আলাপি

দুর্গম পথে যেতে
হয়ত সে একাকী
পূর্ণিমা রজনীতে
ছোটো খাটো জোনাকী

দুর্যোগে আঁধারেতে
বিজলীর দহনে
দুর্গতে বাঁচাইতে
ডরে নাক মরণে।

বিলায়ে প্রেমামৃত
অনাদৃত জীবনে
নিঃস্ব চলে একা
প্রেম-ধন-শরণে

সে প্রেম-সিন্ধু-বুকে
মৃদু মধু হিল্লোল
লহরী-মালা-মুখে
এনে দেয় কল্লোল।

179

ওপারে আকাশেতে
রঙ আনে সুষমা
এপারে সরে যায়
যত কিছু কালিমা।

হৃদয়ে যত কিছু
বুক ফাটা বেদনা
ঘুচায়ে দিয়ে যেন
কেহ দেয় সান্ত্বনা।

সম্মুখে প্রসারিত
সাগরের ওপারে
সজ্জিত তরনীতে
কোন মাঝি ডাকেরে ?

( ১-৯-১৯৪৮ খৃঃ )

# গুরু বন্দনা

এসেছি আচার্য্য দেব এনেছি অর্ঘ্য
দীন এ সেবক তব শুধুই ভকতি
তোমার পূজার তুল্য কি পাব মহার্ঘ
ইহার অধিক মোর কি আছে শকতি।
বাহিরে অশান্ত প্রাণ শান্তির লাগি
জগৎ-মধুর মাঝে খুঁজে মরুদ্যান
তাহারি একটি কোণে রহিয়াছ জাগি
সুন্দর-ধেয়ানে মগ্ন আচার্য্য মহান
আহত বিশ্বের মাঝে অনাহত রেখা
মিশায়ে রঙের সাথে মহা উৎসবে
সুন্দর-দেবতা-মূর্ত্তি যেথা যায় দেখা
লইয়া গিয়াছ সেথা আমাদের সবে।
সুন্দর-পূজার ক্ষণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
তোমারে পূজিহে তাই সুন্দর পূজারি
যে পূজা শিখায়ে দিলে সে পূজা আশ্রয়ে
চলিবে অক্ষয় ব্রত নিয়ত তোমারি
ব্রতের বিশ্রাম কোথা ? ব্রতীর বিশ্রাম
একটি মন্দিরে শুধু ! বিশ্বের মন্দিরে
সুদীর্ঘ পূজায় হয়ে পূর্ণ মনোষ্কাম
মিলিব তোমার সাথে প্রাণের সুন্দরে !

# আবাহন

প্রাণের দেবতা তোমার সেকথা
এখনো রাখিবে নাকি
আজিকার ধরা কালিমায় ভরা
গ্লানির কত বা বাকি ?
প্রেমের যমুনা বহিতে পারে না
হয়েছে উৎস হারা
জীবন মরুর মরীচিকা মাঝে
শুকায় বুঝি সে ধারা
শান্তি শীতল কদম্ব-তল
কোথা আনন্দ-বাঁশরি
মানুষের মাঝে মানুষ বিরাজে
ভক্তের মাঝে শ্রীহরি
হিংসা অনল তাপে বিহ্বল
যত জনগন মন
মাগিছে শরন হে মধুসূদন
ভাই এই আবাহন।

১৩৬৪ সাল

# তৈলচিত্রে শহীদ স্মরণ

ধরণীর পথে আপনার রথে
যাত্রা ক'রেছে শেষ
কাল হয় গত মোরা শোকাহত
মরমে আহত দেশ।
জন সেবা তরে দিয়া অকাতরে
কায়-মন-প্রাণ-ধ্যান
জনগণ-মনে স্মৃতির আসনে
রহিয়াছ মহাপ্রাণ
আজি মোরা দীন তবধনে-হীন
তাই আসে আঁখিজল
নয়নের তারা আজি তোমাহারা
তাই এত চঞ্চল!
স্মৃতিময় ওগো ভাবময় ওগো
হ'য়ে এস রূপময়
কথা নাহি কও শুধু চোখে রও
ভাব-ভাষা যেন রয়।
শ্রদ্ধায় নত মোরা সমাগত
তোমার কর্ম্ম-মন্দিরে
লয়ে আজিকার পূজা-উপচার
রেখা রঙ থরে থরে
শুনেছি ভুবন ঘনীভূত রং
গীতার নায়ক মুখে
তোমার ছবিতে তবেকি তোমাকে
নেহারিব মোরা চোখে?

২৬-২১৯৫৮

# তুমিই আঁকো

সম্মুখে মোর সাদা ক্যানভাস
কিছু তাতে আঁকা নেই
সব রঙ মিশে শ্বেত সমাবেশে
অগোচর সব তাই।
কোন্ রূপ ত'াতে কবির প্রকাশ ?
সৃষ্টি, স্থিতি বা লয়
এ যেন অসীম আলোর আকাশ
শান্তি সমাধিময় !
বাঁ হাতে প্যালেট ডান হাতে তুলি
মনে হয় আমি নাই
তুমি শিল্পী রাজ আসিয়াছ আজ
তোমাকেই দেখি তাই
মৌন অচল ভিতর বাহির
নিলে তোমাময় করি
আমার তুলি ও আমার অঙ্গে
তুলিকার মত ধরি!
যাহা চাও তুমি হো'ক তবে তাই
যাহা খুসী তুমি আঁকো
বিশ্বরূপের প্রিয় ছবিখানি
আর কিছু চাই নাকো।
নীল নীলিমার গ্রহ তারকার
জল-স্থল-প্রাণীকুল
আকাশের পাখী নাই কিছু বাকি
হয় নাই কোন ভুল।

সজীব সবুজে রঙের প্লাবনে
বহিছে প্রাণের বান
দুখের কালোতে শান্তি-সাদাতে
তুলিতে দিতেছো টান !
আলো ছায়াময় ছবিতে তোমার
রৌদ্র-মেঘের খেলা
হই দিশেহারা বার বার মোরা
অপরূপ রূপ মেলা
সৃষ্টির সেরা তব মানুষেরা
অঙ্গ-প্রতঙ্গময়
সাধক-জীবনে দেখালো যাহারা
উত্তমাঙ্গের জয়
আঁধারের কালো শুধু চায় আলো
তোমার তুলির টানে
আমার তুলিতে তুমিই আঁকিছ
অহং এর অবসানে
মাঝে মাঝে মোছো, যুগে যুগে আঁকো
কেন ? তাতো নাহি জানি
তোমারি আঁকা তোমারি মূরতি
সেরা সেই ছবি খানি !

185

# তানপুরা

সুর-শিল্পীর সুর-সাধনায়
পুরা তান তানপুরা
চারু-কারু দুই শিল্প কলায়
সযতনে তুমি গড়া
শুক্‌নো সেগুন কাঠেতে জুড়িয়া
খোলা-সার পাকা লাউ
আহত ধ্বনিতে উঠিলে বাজিয়া
আঘাত হানিল কেউ।
পিতল-ইস্পাত ধাতুতে গড়ানো
সহযোগী চারি তার
স্বচ্ছ স্ফটিক-ছিদ্রে গলানো
সুরে সুর মিলাবার
চারিটি কাণেতে জড়ানো খোলাতে
তারের সাধনা চলে
চন্দন-কাঠ-সেতুর ঢালুতে
মধুর পরশ মিলে।
চারিটি তারের সুরের ছোঁয়ায়
সুর যে সাতটি জাগে
সকল-রাগ ও রাগিনী সেথায়
সদাই মূর্ত্তি মাগে।
কোমল রেশম সুতার ভেলায়
সেতু দেয় সুরে তুলে
বাঁধন মুক্ত শুভ যাত্রায়
সুর-সাগরের কুলে

মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে
সুর-তরঙ্গ শুধু
সুর ব্রহ্মের মধুময় দেশে
অনাহত তানে মধু
বাজো তানপুরা পুরা তানে বাজো
সমন্বয়ের তানে
সকলের সুরে সুর বাঁধো আজও
সুর ও বেসুর প্রাণে।
আঘাত অতীত সাধন সিদ্ধ
রূপলোক হও পার
উদারা-মুদারা-তারার ঊর্দ্ধ
সুরসার ওঁকার।
সুর সাগরের অমৃত-কলসে
অমৃত করিয়া পান
ভূলোক-দ্যুলোক একাকারে এসে
পিপাসার অবসান।

১৩৮৯ সাল

# আছ তুমি সবেতেই

আছ তুমি সবেতেই
সদানন্দ সুন্দর
কর সৃষ্টি তোমাতেই
রূপভেদ ও রূপান্তর
ছিল যাহা যাহা আছে
আবার যাহা আসবে পাছে
কালের মঞ্চে সবার শোভা
নটরাজ হে শোভাকর
বিশ্ব তোমার শিল্পশালা
রেখা রং আর ভাবের মেলা
তুমি শিল্পী চূড়ামণি
বাক্য মনের অগোচর
আলো-ছায়ার সীমানাতে
খুঁজি তোমায় দিনে রাতে
কোণে-বনে-মনে আস
অনুভবে নিরন্তর
তোমার প্রিয় শিল্প-মেলায়
আসা-যাওয়া যাদের ফুরায়
তোমার মাঝে সবাইত রয়
দ্বৈতা দ্বৈত কলেবর
তব শুভ আবির্ভাবে
রূপ ভেদেও মিলন হবে
সমন্বয়ের বিশ্বরূপে
আন শান্তি মনোহর

# আমি ও তুমি

( গান )

আমাতেই তুমি তোমাতেই আমি
আবরে তোমারে বিশ্ব প্রকৃতি
রূপের সাজেতে সাজালে অরূপে
মুক্তি বন্ধনে, বন্ধনে মুক্তি

শব্দ ওঁকারে কোমল পরেশ
মনোহর রূপে অমৃতের রসে
মধুর সুবাসে একান্ত প্রীতি
শান্তি-আনন্দে পরম গতি !

পঞ্চভূতের পঞ্চ প্রদীপে
রয়েছে ভুতনাথ চির শিখারূপে
তোমারি আলোতে তোমারি আরতি
পূজ্য-পূজক মিলিত মূরতি

# রূপরাজ

রূপময় যা'রা হয়ে আত্মহারা, যাঁরে খোঁজে দিবারাতি
রূপান্তরের নিত্য লীলায়, তাঁরই এই মাতামাতি।
পঞ্চভূতের কায়ার' পরে, ত্রিগুণ-রঙের প্রলেপনে
সাদা-কালো-নীল-সবুজে, হলদে-লালে বিভেদ আনে।
সেই রূপরাজ শিল্পীরাজ, তাঁর সুমোহন তুলিকাতে
অনাহত সব রেখা-রঙে আঁকেন চিত্র গোপন হাতে।
যত আছে তাঁর বিচিত্র রঙ ত্রিকাল জোড়া আঁধারেতে
তাঁরই মনের আঁকা ছবিতে, মেলামেশাতেই তারা মাতে।
পরম শান্তি ও শৃঙ্খলাতে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে
মহাকাশের মিলন মেলায় মিলিবে আনন্দময়ে।

শুভ্র-জ্যোতির কিরণ মালায়, সাতটী রঙের খেলা
সেই রঙেরই সাগর বুকে- ভাসছে রূপের ভেলা।
রঙে রঙে ভরা রেখা দিয়ে ঘেরা, কত উপাদানময়
অনু-পরমাণু বহ্নিমেতে সাথে সাথে সবে রয়।
জলে-স্থলে-বা অসীম আকাশে, রূপে রয় ষড় অঙ্গ
শৈবাল-তৃণ, বৃক্ষ-বিটপী, জলচর ও বিহঙ্গ।
স্থলে আর জলে রহে উভচর স্থলভাগে স্থলচর
আসে-থাকে- যায় কার ইসারায়, কার করে নির্ভর?
মানবের রূপ পেয়েছে যাহারা, ধরনীর ধূলিতে
আনিতেছে বশে অপর সবারে, আপনারই ইঙ্গিতে

চর্মচক্ষু নিয়ে যায় দূরে, মহাকাশে আকাশে
কত গ্রহে কত তারকার কাছে, সৌরজগৎ-সকাশে।
এই পৃথিবীর সাধক-জীবন, দিব্য নয়ন পায়

বিশ্বরূপেই রূপের রাজা, দেখান আপনায়।
আপনার মাঝে খোঁজে রূপরাজে, পূর্ণতা অভিযানে
পুরুষেরই মাঝে পুরুষোত্তম সম্ভব্ সবে জানে।
মন্দিরে পড়ে পূজে রূপরাজে, ঘটে-পটে-মূরতিতে
মানবের রূপে নিতি নানাভাবে, মানবীয় সৃষ্টিতে।
পূজার মন্ত্র, চন্দন ফুল, ধূপ দীপের আয়োজন
হিরণ্ময় হোমকুন্ডে, আহুতি তুষ্ট অগ্নি মন।
ভজনের গানে কীর্ত্তন-সুরে, আরতির নানা ছন্দ
পূজ্য-পূজকে-পূজা মন্দিরে, বিরাজে দিব্যানন্দ।
নাট মন্দির পার হয়ে, গর্ভ-গৃহের দেশে
হয় তন্ময় দেব-তনুময়, দেহ ভুলে দেহী শেষে
মঠ-মন্দির-তীর্থ-আশ্রম, গুরু ও দেব আয়তন
কৃচ্ছ সাধন-শ্রান্তি ঘুচায়ে, করায় অমৃত-আস্বাদনা
মন্দির মাঠে দেব দরশণে, লভিয়া নতুন জীবন
ভারততীর্থ-নবজাতকের, সাধনায় মাতে মন।
আপনার দেহ মন্দিরে করে আপনারে দেখা সুরু
সেই সাধনায় সহায় দেবতা, দীক্ষা শিক্ষা-গুরু।
কোথা পাদপীঠ কোথা মূলাধার, কোথায় স্বাধিষ্ঠান
মনিপুর ছাড়ি অনাহতে মেলে আত্মার আহবান।
বিশুদ্ধেতেই ভিতর-বাহির, হ'য়ে যায় একাকার
আজ্ঞাস্তরেতে দিব্য দৃষ্টি, অসীমের সীমানার।
উত্তমাঙ্গ-শীর্ষে শোভিত, সহস্রার শত দল
দীপ্তি-জ্যোতি-অধিমানস, অতিমানসে সমুজ্জ্বল।
সেই আলোকের ঝরণা-ধারায়, দেহ দেউল পূর্ণ হয়
কায়-মন-প্রাণ-প্রেক্ষাগৃহে, ইষ্ট দেবতা প্রকাশময়।
মুদ্রা, অথবা ভঙ্গিমা আসন, অস্থি চর্ম্ম, মাংশপেশী

রূপশিখা সম লীলায়িত ছাঁদে, সেথায় আরতি করে আসি।
ধ্বনি-ওঁকারে বাজে মৃদঙ্গ-ধ্রুবপদের তানপুরায়
রূপে রূপে যিনি রূপময়, তিনি দেখা দেন রূপ সাধনায়।
সূক্ষ্ম স্থূলের পরিক্রমায় দেখা মেলা ভার যাঁর
বাক্য মনের অগোচর তিনি, দিব্য দৃষ্টি সার।
সেই দেখাতেই সবার সাথে সম্বয়ের মেলামেশা
ত্রিভূনের মঞ্চ জুড়ে, পূর্ণ করে সবার আশা।
জীর্ণ-দীর্ণ-দেহ বসন ঐ রিপুকারের কারখানায়
শরণার্থী-আর্ত্ত যারা, তারাও দুয়ার খোলা পায়।
মূকের মুখেও তাঁহারই ভাষা, তাঁরই গানে ভরা।
লঙ্ঘয়া গিরি তাঁহারেই হেরি পঙ্গু আত্মহারা।
শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু, যিনি উপাস্য ভগবান
ভক্তের কাছে তাঁদের কৃপা, একই মূল্যে মূল্যমান।
রূপরাজের এরূপ মন্দিরে, তাই শুধু শোনা যায়
জয় গুরুজীর, জয় দেবতার, জয় ভক্তের জয়।

# 'শ্রীসত্যানন্দ'

দেবলোক হ'তে দেবতার কৃপা, গুরুকৃপা রূপ ধরে
করেছে ধন্য ভক্ত জীবন, যুগে যুগে চরাচরে
লভিল পুণ্য তীর্থ দেউল, "শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন
চির আসীন সেথায় তিনি, হৃদয়াসনে গুরুবরণ।

উজাড় আমার রঙের আধার, তুলিকা গিয়েছে থেমে
রেখা রঙের মিলন মেলায়, এসেছেন তিনি নেমে।
কত রঙ আর রেখা মিলে, ভাবের একাকার
নামও নামী মূর্ত্ত হল, চোখ ফিরানো ভার।

গুরুকৃপার আলোর ছটায়, মধুময় পরশে
চোখ খুলে যায় সব দেখা যায়, ত্রিনয়ন উদ্ভাসে।
রঞ্জিত-গিরি-গৈরিক-রঙে, শুভ্র সে কলেবরে
সুনীল অসীমে লালিমা মিশিয়ে, ভক্তের মন হরে

শরণাগত ভক্তের কাছে, ন'ন তিনি শুধু ছবি
রূপময় তিনি, ভাবময় তিনি, সীমা অসীমের সবই।
লীলা-লীলাময় যে রহস্যময়, পারাপারে যাওয়া-আসা
তাঁরই কৃপার আলোতে উজল, ভক্তের আসা ভরসা।

সৎ, চিৎ ও আনন্দময়, "সত্যানন্দ-প্রতিকৃতি"
ওষ্ঠে তাঁহার দিব্য হাসি, পড়ছে ঝরে সবার প্রতি
তাঁর সাথে তাঁর ভাবের ভাষা, সবার আপন করা
তাঁর সনে তাই আমরা সবাই, এতই আত্মহারা।

জ্ঞানী বিজ্ঞানী অনুতেই জানি, লভিছে শুভ্র জ্যোতি
শিল্পকলায় সেই আলোতেই, শিল্পী আমরা জাতি।
আব্রহ্ম-স্তম্ব-সাধন-যজ্ঞহোমের দীপ্ত শিখায়
জ্যোতির্ময় এ আবির্ভাব, জয়ধ্বনি দাও গো তাঁর।

২৪শে আষাঢ়, সোমবার ১৩৮৬ সাল

# রূপে রূপে

বিরাজিত বিশ্বরূপ, নিত্য দীপ্ত রশ্মি সম রয়
অজানা উৎস সাথে, একাকারে সতত তন্ময়
চিরগতি শুভ্রজ্যোতি, চলিয়াছে সপ্তবর্ণ সহ
শতভাবে সদা ভাষে, অনুভবে আসে অহরহ।
ভাব আর ভাবে মিলে, মনে হয় মুক্ত মহাভাব
মিলনের মহামেলায়, পূর্ণ হয় সকল অভাব।
আলোকরে ঘিরে, ছিল—আছে—রবে অন্ধ অন্ধকার
আঁধার মুক্ত আলোকের পথ, রূপলোক দেখিবার।
প্রেম আলিঙ্গন আনন্দ-প্লাবন ভরা ভৌতিক দেহ
যত মেলামেশা তত ভালবাসা তত সত্যাগ্রহ।
কোথাও বা জ্বলে হিংসা অনল, ধ্বংসের হানাহানি
ত্রিগুণ-লীলায় এই সব হয়, কিছু তা' আমরা জানি
মৃত্তিকা জল উষ্ণ অনল, মুক্ত বায়ু ও আকাশ
আয়ু তা'তে কিছু মন প্রাণ সহ চেতনার সহবাস।
খুঁজি এরই মাঝে 'আমি' বলি যা'কে, নিত্য চেতনাময়
উৎস রশ্মি দুয়ে হয়ে আছে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।
যাহা হ'তে আসা তাহাতেই যাওয়া জীবিতের মিছিলে
তাতেই হারাই আমার 'আমি'কে, নিখোঁজ অনন্তকালে
লীলাময়-কোলে অথবা লীলায়, সমন্বয়ের সমাবেশে
অভেদানন্দে শান্তিসুখে, মধুময় সব দিব্য রসে।
শুভ্র অমর জ্যোতির আভায় প্রজ্ঞার আলো জেলে
হে রূপরশ্মি-উৎস আমার তব রূপে দাও ঢেলে।
প্রতিটী রশ্মি তব ইচ্ছার, তব রূপে দাও ভরি
রূপ-অরূপের মিলনানন্দে, তোমারে উজার করি।

# তুমি আর আমি

যুগ যুগ ধ'রে, শুধু তব তরে
আশা-পথ চেয়ে থাকা
আমি যে তোমারি, সে ছবি নেহারি
চারিদিকে আছে আঁকা।
প্রকৃতির ক্রোড়ে, শত রূপে গ'ড়ে
রেখে দেছো শত 'আমি'
রূপ-পারাবারে, ধ্যানের মাঝারে,
দরশন মাগি স্বামি।
ফুলদল 'পরে, উছলিয়া পড়ে,
জানি না কি কা'র হাসি ?
ভাবের ভাষায় ভাব বিনিময়
ভাবে ভালবাসাবাসি।
শাখা-বাহু চায় ধরিতে লতায়
লতা ঘিরে তরুধরে
তুমি চাও মোরে আমিও তোমারে
দুজনে দুজন তরে।

# শিল্পী ভাস্কর দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী

ভাব-অমৃত-প্লাবন যে যুগে অক্ষর নির্ভর
রূপ-সম্ভব-ভাব-সাধনার ডুব দিলে ভাস্কর।
তব রেখা-রঙে মূর্ত্তির মাঝে বাঙ্ময় হ'ল রূপ
মেলা মেশা তব পদ্ধতি পথে ক'রে দিল সব চুপ।
পূর্ব কিংবা পশ্চিম কিবা উত্তর দক্ষিণ
সব রীতি মাঝে লভিয়াছ যাহা কালের গন্ডীহীন
সকল রূপের রসিকেরে তুমি বাঁধিয়াছ প্রেম ডোরে
নিত্য কালের রসিক মঞ্চে রবে তুমি আলো করে।
সাধনে নিষ্ঠা সারাটি জীবন অশ্রান্ত পূজারি
ত্রিগুণ-রূপের যজ্ঞশালায় শ্রদ্ধেয় ব্রতচারী।
রসিক জনের স্মৃতির বেদীতে বসাই তোমারে বই
আছো আছো আছো আমাদের মাঝে কেবা বলে তুমি নাই।

# শিল্পীকলা

শুভ্র-আলো-উৎস-মাঝে প্রতিভাত বর্ণের প্লাবন
তাইময় সব রূপ, ভ'রে আছে শিল্পী নয়ন।
লহ আলো লহ রঙ, নানা রেখা নানা উপাদান
সসীম রূপেতে আনো অসীমের প্রাণ অনির্ব্বাণ।
শাস্ত্র বলে শুভ্রজ্যোতিঃ সেইত রে ভগবান
বিজ্ঞানীর শক্তি উৎস, শুভ্রজ্যোতি স্থান।
রূপ মাঝে অপরূপ, অরূপের মধুময় লীলা
ভ'রে থাক চিরদিন, মানুষের দিব্য শিল্পকলা।

১০-৪-১৯৭৪

# কবি করুণানিধানের জন্ম শতবর্ষে

তুমিময় কবিতার
সুধাপান অনিবার

অনুরাগী-হৃদি-মন
সেথা তুমি সুশোভন

তব জন্ম-শত বর্ষ
মন প্রাণ ভরা হর্ষ

গাহি তব জয় গান
কবি করুণা নিধান।

# স্মৃতি-রথে

কবি শেখর কালিদাস রায়

প্রকৃতির দান সুষমার গান
কবিতার আঁকা ছবি
সুদীর্ঘ জীবনে বঙ্গবাসী জনে
দিয়েছো হে প্রিয় কবি
চলে কাল রথ সীমাহীন পথ
স্মৃতি-রথে রহ সেথা
হয়ে তন্ময় ছন্দ ভাষায়
শুনিব তোমার কথা।

১৮ই আশ্বিন ১৩৮৬

197

# অবনীন্দ্র জন্মোৎসব

( ৮২-তম )

বিশ্ব-বিকাশ মাঝে সুন্দর নেহারি
পূজিলে নূতন ভাবে তুমি হে পূজারি
ষড়অঙ্গ দরশণে সুন্দর দেবতা
দিল তব ত্রিনয়নে রূপের বারতা
কতশত রূপায়নে তোমার করুনা
সেই ভাষা বিতরণে আনিল প্রেরণা
সেই রেখা রঙ-ভাষা বঙ্গ জননী
প্রচারিল সগৌরবে ভারতে অমনি
শিল্পীকুল-গুরু তুমি ভুবন বিদিত
শ্রদ্ধায় তোমারে নমি, বিশ্ব পূজিত

১২-১৮-১৯৫২

# শিল্পী অতুল বসুর তিরোধানে

মোদের এদুই চোখে, জলে, যাঁহার বিসর্জন
তৃতীয় নেত্রে নবীন বেশে, আজি তাঁহার আবাহন
কীর্ত্তির মাঝে সেইত বিরাজে, সবে দেখে যেই আপনারে
যা করে গ্রহণ করে বিতরণ, পুণ্যাহুতি উপচারে

হারানো আর পাওয়ার খেলার, কভু ত নাই শেষ
বাক্য মনের সীমার পারে, মহামিলনের দেশ
ভূলোক-দ্যুলোক-প্রেমের প্লাবন, মহা আনন্দবান
সাধক তাহার, সাধনা তাহার, গাহি তার জয়যান।

# তর্পণ

দেহ ছাড়ি ওগো দেহী চলে গেলে কোথা ?
আমাদের মনে রয় বিয়োগের ব্যাথা
তোমাদের দেহ মন মোদের ভিতরে
কম বেশী রেখেগেছ নূতন আকারে ।
ছিল কূল ছিল শীল জ্ঞান-কর্ম-সেবা
গৃহছিল ধর্ম্মশালা কিবা রাত্র-দিবা
নগরীর সেরা ঠাঁই, মনোরম ধাম
অলিকুল সুশোভিত ঘেরা ঘন শ্যাম ।
সব রূপ হারা হয়ে অরূপের বেশে
স্মৃতিপথ ছেড়ে যাবে বিস্মৃতির দেশে
আমরাও একদিন রবনা যখন
রেখা-রঙ-মূর্তি-মাঝে রহিবে তখন ।
শিল্পী কবি নহে নিত্য, সাধনা মহান
শিল্প কাব্য অমরার আলো অনির্ব্বাণ ।
আলোকের মহাসিন্ধু, সেথা মেলা-মেশা
আনন্দের মহামেলা সব এক দশা ।
সে মিলনে একাকার, নেই শোক-তাপ
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে হয় এই পরিমাপ ।

# শারদীয়া মহাপূজা

এস মা শরতে শারদীয়া মাগো
জগৎ জননী তুমি মা।
সপ্ত মাতার সাথে তুমি জাগো
ভুবন মোহনী প্রতিমা
ধাতু-মৃন্ম'র-দারু-মৃণ্ময়ী
চিন্ময়ী তুমি সবে
তোমারে ঘিরিয়া মিলিগো আমরা
মহাপূজা উৎসবে
প্রসাদে কুটীরে আনি তোমা তবে
যাহা পাই উপচার
সকল দুয়ারে গৃহে মন্দিরে
চরণ আঁকি আল্পনার
পূত গঙ্গাজলে সচন্দন ফুলে
দীপালোকে ধূপ ধূনাতে
শঙ্খে বাদ্যে পূজার মন্ত্রে
সঁপি মন-প্রাণ তোমাতে
কালে কালে জানি তুমি কৃপাময়ী
বরদা তুমি মা মোক্ষদা
সকলের সুখে হোক সবে সুখী
এই বর দাও সুখদা
তোমাময় এই দেহ-মন-প্রাণ
সাধনা সিদ্ধি তুমিই মা
তাই মা তোমার সব সন্তান
পূজি তোমা, আজি এসো মা।

# দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশ-জননীর মূরতি-মাঝারে হে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
পেলে দরশণ দেবীর আকারে ভরিয়া তোমার মুগ্ধ নয়ন।
দেশের সেবার মন্ত্রে তোমার সেরা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান
রাজনীতি আদি সকল নীতির সেবাই যে হল মিলন স্থান।
অনন্ত রূপের লীলা-আধারেতে মানুষে দেখছ বিশিষ্ট রূপ
বাঙ্গালী মানুষে আরতি করেছ জ্বালিয়ে তোমার শ্রদ্ধা-ধূপ।
ধর্ম্ম-সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির যত অবদান
মর্ম্মস্থলে পৌঁছাতে তার সারাটী জীবন তব অভিযান।
দেশের যে মাটী দেশের যে জল দেখা পেলে তুমি প্রাণ আবরণ
যতায়াত শেষে তাই রেখে গেলে অমৃত সে প্রাণ হে মহাজীবন।
না পাওয়ার কত রোদন ধ্বনি ব্যাকুল করেছে দিবস-যামিনী
কভু রা সে সুরে সঙ্গীত শুনি ধন্য হয়েছে কতবা না জানি !!
বাস্তু-রূপের উৎস খুলিয়া পেলে অচিন্ত্য চিন্তামণিকে
কল্প-কলার শেষ রঙ খেলা দ্বৈতাদ্বৈত-দিব্যলোক।
দেশজন-মাঝে দেখেছ আপনা তাইত বিলালে যাকিছু আপন
দেশময় হলে হে দেশবন্ধু-জীবনের স্রোতে অমর জীবন।
শততম তব তিথি আবির্ভাব ধ্বনিতে হ'তেছে শঙ্খের সুরে
রূপ ও অরূপ একাকার ক'রে বস এশ্রদ্ধা-আসন' পরে।
তোমার ত্যাগের ল'য়ে সব রঙ এমর জগতে অনৃত-নন্দন
রঞ্জিত হোক সবার চিত্ত হে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

৫-১১-১৯৭০

201

# যে চিত্রে হয় সবে তন্ময়

শিল্পী যেখানে আপনার মনে
সৃষ্টিতে তাঁর, হন তন্ময়
রেখা ও রঙের বিচিত্র ভাবের
মূর্ত শিল্পে, আসে সমন্বয়।

আনন্দ তাঁহার ধরে নাক আর
শিল্প শিল্পী একাকারে
দর্শক প্রাণ করে সন্ধান
যিনি চিত্তময় আনন্দ আধারে

দেবভাষা পটে উঠিয়াছে ফুটে
সর্ব তত্ত্বময়, ছন্দ ও সুরে
নয়নে শ্রবণে জীবনে জীবনে
তিনিই জাগিয়ে দেখান তাঁরে

কি মহাকাশ অসীম আকাশ
সহস্র সূর্য, তেজের রাশি
জলে ঘেরা স্থল বায়ু মন্ডল
অরূপ হেথায়, রূপ রূপবাসি।

রূপে রূপে মিল হেথায় অমিল
ত্রিগুণের বেশে, ভেদ হানাহানি
আলো ও আঁধার দেখা না দেখার
সুযোগ আর বাধা, দুই আছে জানি।

তাঁর রঙ তুলি যাহা দেয় বলি
সেভাব সাগরে সবে সাঁতরায়
ভক্তি-তরিতে তাতে উপনীতে
ভক্তেরা তাঁর, সুযোগ পায়।

তিনি কৃপাময় ধ্যান ধারনায়
তাঁর এচিত্রে হলে তন্ময়
এচিত্র-মনন তাঁতে সমর্পণ
তাঁরই শরণ সুলভ হয়

নাম রূপ সাথে গুনাতীত তাঁতে
দেব-দুর্লভ রূপে রূপবান
তাঁর জয় গান মাতায় পরাণ
সর্বতো প্রণামে তোমাময় প্রাণ।

জীবনের স্রোতের চাই যে মিলিতে
এ মহামিলন-প্রেমের সাগরে
দিব্য চিত্রময় করিলে আমায়
একাত্ম শিল্পী, দেখালে তোমারে।

# কবিতা

ভাষা-পথে চলা বর্ণের রথ
ছন্দ-চক্র-গতিতে
কবির কণ্ঠে সত্য-শপথ
সুর-শঙ্খ-ধ্বনিতে
ভাব-বিগ্রহে চূড়া ঝলমল
তন্ময় তাহে কবি
সরোবরে ফোটে যথা শতদল
কবিতায় ফোটে কবি

মানব-জীবনে দর্শনে জ্ঞানে
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
কবিতামৃত নিত্য প্রদানে
অমরতা-বাণীময়

বিশ্বরূপের জীবনে জীবনে
হৃদয়ের স্পন্দন
সজীব কবিতা সকলের মনে
রূপায়িত নন্দন
আসা ও যাওয়ার হাসি-কান্নার
সব পায় হেথা ঠাঁই
আঁধার হইতে আলোতে আসার
সব সন্ধান পাই।

মন্থন করি' সৌর-প্রকৃতি
যেথা আছে যত সুর
কবিতাই ধরে গীতির মূরতি
মধুর সুমধুর।

কবিতা-কাব্য-মহাকাব্য
সঙ্গীতময় ভুবনে
যেমন ভাবনা তেমনি লভ্য
রূপান্তর এ জীবনে
দরদী প্রণের দ্রবীভূত ধারা
জুড়ায় তৃষিত প্রাণ
গুহা-তপোবনে কুটীরে প্রাসাদে
তাই কবিতার স্থান

২৩-৫-১৯৮৮

205

# কীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-আলোতে জাগিত
নবদ্বীপ আর নদীয়াবাসী।
তর্ক-বিতর্ক সকলি থামিল
ভক্ত হ'ল যত অবিশ্বাসী॥
ব্রহ্মজ্ঞানের অভেদ-উৎসব
বরণ করিল ভারতবাসী
ভেদের বাঁধন টুটে গেল সব
উঁচু-নীচু হ'ল মেশামিশি॥
সব ঝেড়ে ফেলে হরি হরি বোলে
অদ্বৈত-চৈতন্য দ্বৈত-নাশি।
মৃদঙ্গ-সঙ্গতে কীর্ত্তন গানে
বাজালো অনন্ত প্রেমের বাঁশী॥

২৫-৬-১৯৮৩

# অদ্বৈত চৈতন্য

অদ্বৈভ-চৈতন্য-প্রেমের বন্যায়
ভাসিলরে 'নদে-শান্তিপুর'
বরষে বরষে সেই প্রেমরসে
করিল তৃষিত তৃষ্ণা দূর।

শত শত হ'তে পাঁচশো বৎসরে
হরিনামে গড়া কীর্ত্তন,সুরে
মাতিয়া মাতালো ভক্ত-মন
প্রেমের বাঁধনে প্রাণে প্রাণে বাঁধা
প্রেমের বাঁশীতে তারি সুর সাধা
প্রাণে প্রাণে গাঁথা মালার মতন।

কালে কালে রবে জীবন-উৎসবে
মুখর মধুর সে প্রেম ধারা
প্রেমের প্লাবনে ভক্ত জীবন
ডুবু ডুবু রবে অনুক্ষণ।

নয়নের কোণে প্রেমাশ্রুর বানে
ভাব-বিহবল পুলকিত প্রাণে
পতিত-পাবন-অবয়বে

কাটোয়া-কালনা শ্রীক্ষেত্রের পথে
দেখা যায় আজও তাঁর দেহ-রপে
"কৃষ্ণ কেশবে রাম রাঘবে
যুগ যুগ ধরি র'বেন শ্রীহরি
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দেহরথে

207

'নদে-শান্তিপুর কাটোয়া-কালনা
শ্রীক্ষেত্রের ঐ পথে পথে
ভক্ত যে জন শোন দিয়া মন
পরাণ মাতানো সেই সুরে
হরিনামা মৃতে দুহাতে বিলাতে
আছে জেগে 'নদে-শান্তিপুর।'

২১-৬ ১৯৮৫

-)(-

# রূপ-সাধনায়

যত রেখা যত রঙ যত উপাদান
তা'র সাথে আর আছে কায় মন প্রাণ।
রূপায়ন আশা ল'য়ে রূপায়ন-কাজে
রূপ হ'তে রূপান্তরে খুঁজি রূপরাজে
দু'টী চোখে পারেনাযে তৃতীয়টী চাই
তবে যদি রূপকারে সেই পথে পাই।
সূর্য্যালোক-দৃষ্টিপথে প্রজ্ঞা আলো আসি
ত্রিনয়ন ভ'রে দেয় দিব্য রূপরাশি।
ভিন্ন রূপে একাকার সেই রূপকার
নিজ হাতে এঁকে দেন এই রূপ তাঁর।
সমন্বিত অনাহত রঙ ও রেখায়
অমৃতের আস্বাদন রূপ-সাধনায়।
রূপসার শুভ্রজ্যোতি, সর্ব্ব রূপাধার
সত্য-শিব-সুন্দর মূর্ত্ত রূপকার।
সাধনার হোমকুন্ডে জ্যোতির শিখায়
পূর্ণাহুতি সাধকের, সাধনার জয়।

৩রা শ্রাবণ, ১৩৯০ সাল

# কবি

বঙ্গমাতার প্রিয় সন্তান
তুমি বাংলার কবি,
কত-রূপে তুমি
কতভাবে হও রূপবান
যা' আঁকি তোমার ছবি !
ভাষার মাঝারে ভাবের আকরে
নিত্য যা' কর মূর্ত্ত,
সে মোর আঁকা ও গড়ার ভিতরে
সুন্দর-শিব-সত্য ।
দেশ-মাতার পূজায় তোমার
মন্ত্র "বন্দেমাতরম্"
"গীতাঞ্জলিতে মাতৃ-ভাষার
বিশ্ব বিজয় এই প্রথম ।
মাতৃ-ভাষার "রত্ন-রাজি"
চিনেছ যাচাই ক'রে
ভিন্ন ভাষার ছন্দে সাজি'
কবিতা উঠেছে ভ'রে ।
"জমা-খরচের" খাতার লেখাতে
কতনা লিখেছো গান,
তাই নিয়ে এলো দিব্য কৃপাতে
কতনা ভাবের বান ।
"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এ দেশ"
সকল দেশের সেরা,
ছন্দ-সুরের নেশা অশেষ

তাতেই আত্মহারা।
স্নিগ্ধ-শান্ত-শ্যাম-আকৃতি
গন্ধ-বর্ণ-বেশে,
বঙ্গভাষার মধুর মূরতি
সাম্‌নে দাঁড়ায় এসে।
ফুলে ফুলে মধু রসে ফল ভরা,
বন-মর্ম্মর জলে কুলুতান,
কাব্যে তোমার দিল সব ধরা
নন্দিত করি মন-প্রাণ।
কাল চক্রে রাত্রি ও দিনে
দুঃখ-সুখের আঁধার-আলো,
পলক শূন্য তোমার নয়নে
চিত্রিত করে মন্দ-ভাল।
"হৃদি-স্পন্দন জীবন-লক্ষণ
কাব্যেতে" সেই ছন্দ,
কতটা তার রয়েছে এখন
দ্রুত গতি কিবা মন্দ?
দেহে দেহ নাই মনে মন নাই
দেহ-মন উপবাসী,
বহুজন-মনে হাহাকার তাই
নাই ভালবাসাবাসি।
বাংলার সেই কবিকুল-জাত
কেবা আছ আজ বেঁচে?
সোচ্চার কেবা আছ দিন রাত
শোনাও কবিতা যেচে।
"ক্রৌঞ্চ-মিথুন-শোকেতে তুমি"

কেঁদেছিলে কোন কালে,
আজও আমরা তোমায় প্রণমি,
তোমারে চাইছি হালে।
সবার ব্যথায় সারা দাও কবি
মরুভূমি হ'ল দেশ,
তোমার কাব্য-গাথার ছবি
ধরুক অমৃত বেশ!
ন্যায়-অন্যায় জলধি-মথনে
সবাই আজিকে উতলা,
কে কার গাত্রে বিষ-বর্ষণে
মিটাবে গায়ের জ্বালা?
সুধার পাত্র দেবেকি এনে?
মহাকাব্যের সাধনা,
লঙ্কা-কাণ্ডে, কুরুক্ষেত্রে
সত্য যা হ'ল স্থাপনা?
"দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু"
দুস্তর (যত) পারাবার,
লঙ্ঘন তবে কর তুমি সুরু
যাত্রী সবারে তৈয়ার।
লেখনী তোমার সেরা হাতিয়ার
যুগে যুগে দাও শান,
শত অন্যায় হোক ছাড়খার
ভেঙ্গে চুরে খান্ খান্।
ভাষার প্রাচীর তাতে কারিকুরি
বদ্ধ গোলক ধাঁধা
ভুলেও করোনা সেথা ঘোরাঘুরি

চলা-পথে বাঁধ বাঁধা !
কল্পনা-লোকে স্বপ্ন-বিলাসে
যাহা আছে আন তাও,
রূপের ওপারে আনন্দ আকাশে
মহাকাশ পথে যাও।
মানুষেয়ে তুমি সবার উপরে
দিয়েছো হে কবি ঠাঁই
অভেদ মূর্ত্তি আছে অন্তরে
উঁচু নীচু কেহ নাই।
মরু-উদ্যানের তব পরিক্রমা
পূরাক মনের আশা,
রূপায়িত হোক স্বর্গ সুষমা
ভরপূর ভালবাসা।
সকলের রূপে সকলের ভাবে
ভেদাভেদে একাকার
জানিয়াছ যাঁকে তারি গান গাবে
পূর্ণতা হোক সার
হে কবি তোমার কাব্য প্রেরণা
জনতাকে দিক ডাক
জনতার কাজে নেতার সাধনা
সার্থক হয়ে থাক।
অরূপ তোমার কাব্য প্রতিভা
রূপবান তুমি কবি,
( মনের আকাশে তুমি সুপ্রভা
চির উজ্জ্বল ছবি ?

৩০-৬-১৯৭৪

# দূষন–মুক্তি

মানব-দূষণ বারুদের স্তূপে,
আগুন লাগাবে যে;
বিশ্ব-শুদ্ধি ওষধি খুঁজিতে,
পারিবেত সেই নিজে।
মানুষের মাঝে মানুষ খুঁজিতে,
চায় আজ মন-প্রাণ;
কোথা বিজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ যোগিরাজ,
চাহি তার সন্ধান।
ব্যক্তি ও জাতি মহাজাতি জুড়ে
যে এক জনের স্থান;
জানিলে তাঁহারে গ্লানি যাবে দূরে
দূষনের অবসান।

২০-২-১৯৯২

# শুভ্রজ্যোতি

সূর্য্যেরে যিনি জ্যোতি দেন নিতি
সূর্য্য সৌর জগতে,
তাঁহারি বিধানে জীব উঠে মাতি
আঁধার হইতে আলোতে !
যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার
ব্যাপ্ত এ চরাচরে,
প্রজ্ঞা-আলোতে তাঁরে দেখাবার
কৃপা তব রূপ ধরে।
পশ্চাতে তব কোন্ সে আলোক
বাক্য-মনের অগোচর,
কর একাকার ভূলোক-দ্যুলোক
জ্যোতিতে তোমার নিরন্তর ?
(হাসিমাখা ঠোঁটে বাণী তব ফুটে
বল সবে আপাবুনু"
সুধা সম মোরা লই তাহা লুটে
সদা সে মন্ত্র জপিনু।
আজ্ঞাচক্রে কেন্দ্রীত জ্যোতি
রশ্মি-বৃত্তাকারে,
উথলিয়া তব দিব্য মূরতি
প্লাবিতেছে চারিধারে ?
এ আলোতে জাগে অনু-পরমানু
জীব, জীবদেহ সব,
অস্থি-চর্ম্ম-ভৌতিক তনু
আলোকেরই উৎসব ?

এক জীবনেই জন্মোত্তর,
শ্বাস-প্রশ্বাস-পলকে;
অভেদ রূপেতে মানব-ঈশ্বর
রূপান্তরের চমকে ?
যিনি সকলের চির আপনার
পূর্ণ বিকাশ-ময়,
দিব্য এ দেহ দেউলে তোমার
তাঁরই দর্শন হয় ?
মহাভারতের আলোক আমার
শুভ্র জ্যোতির দান,
করে আনন্দে বরণ তাঁহার
অমৃতের সন্তান ?
পেতেছি আমি যে রূপের সাগরে
রেখা ও রঙের জাল,
তারই মাঝে তুমি তব কলেবরে
রহিবে কি চিরকাল ?
সব রেখা রঙ যায় মিলে মিশে
রূপভেদের যড়ঙ্গ,
শুভ্র আলোক অসীম বেশে
আবৃত উত্তমাঙ্গ ?
আনন্দঘন গৈরিক বাসে
তুমি যে হির ন্ময়,
রূপ-অরূপের যুগ্ম প্রকাশে
নিত্য অমৃতময় ?
তোমারে বরণ করার আগেই
বরণ কর যে তুমি,

215

বরণ তোমায় করি আমি যেই
তোমাতেই থাকি আমি ?
যাক বয়ে যাক মধুর বাতাস
নদী ও সাগরে মধু,
বনস্পতি ও ওষধি-আকাশ
হোক মধুময় শুধু ?
সূর্য্য হইতে পৃথিবীর ধূলি
জ্যোতির মাধুরি মাগি,
তোমারে ঘিরিয়া থাকুক উজলি
মহাজাগরণে জাগি ?
ভক্ত-সাধক-গুরু-ভগবান
একাকার সাধনায়,
যুগে যুগে যাঁর জ্যোতি অভিযান
জয়, (শুধু) তাঁর জয় ?

★★
★

# অপরূপ

মহাকাশে বাতাসেতে সিন্ধুর সলিলে,
শুধু মধু শুধু মধু মধু এ ভূতলে।
ধ্রুপদের সুর-লয় ওঁকার মূরতি,
দেহ-মন-প্রাণময় অখণ্ড বিভূতি ?
মহানন্দ-সুধাপানে হেশিব সুন্দর,
রূপভেদে ভ্রমিতেছ যুগ-যুগান্তর ?
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে ?
জীবনের সাগরেতে অমৃত-মন্থনে,
দুঃখ-সুখ-তরঙ্গের উত্থান-পতনে,
যেবা পাই যে না পাই মিলিয়া মিশিয়া
সকলেই সব পাই হিয়া মাঝে হিয়া ?
মিলনের এ মেলায় একই বাউল,
সবারেই সে মাতায় নাই তার তুল।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে ?
চিরন্তন বাক্য-মন-অনাগত রূপ,
মত্ত সেথা শিল্পী-কবি-মানস-মধুপ।
বিজ্ঞানীর আনবিক উৎস-প্রধান,
আলোকের বর্ণলোকে শুভ্রদীপ্তিমান্।
যত রূপ-গুণময় ভূত-আবরণ,
আসে যায় দু'টিপথে জনম-মরণ।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে ?

217

ক্ষুদ্রচেতা বন্দী রয় স্বার্থ-কারায়,
আপনার হিংসানলে নিজেরে জ্বালায়।
মদমত্ত অসুরের উন্মত্ত উল্লাস,
ভয়ঙ্কর ধ্বংস লীলা আবৃত সন্ত্রাস ?
তা'রি মাঝে মৃত্যুহীন মরণ বরণে,
কত প্রাণ মহাপ্রাণ সবার কারণে ।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে।
নগন্য বা গন্য কেহ পিতামাতা,
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু কেহ ভগ্নী ভ্রাতা।
যুগে যুগে আবির্ভূত যুগ-অবতার;
গ্লানি মুক্ত ধর্ম্মরাজ্যে সাধুর উদ্ধার।
চক্র-সাথে চক্র জোড়া ষড়চক্র-যান,
অপরূপ সহস্রায় সমাধি-সন্ধান ?
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে ?
পরিধির পরিক্রম কভু সেথা ক্লান্তি,
ব্যাসার্দ্ধের উৎসবিন্দু কেন্দ্রীভূত শান্তি।
ব্রহ্মহ'তে তৃণদলে সকলের ঠাঁই,
অপরূপ রাজ্যেতব কেহ বাদ নাই।
এমিলন নিত্য লীলা নিত্য মধুময়,
অপরূপ শান্তিময় অরূপের জয়।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে;
অপরূপ সব রূপ এরূপ-অতলে।

# গুরু-কৃপা

প্রানের মিছিলে
চলেছি ত্রিকালে,
আসি, থাকি, চলে যাই;
ক্ষনিক আধারে
মানব আকারে,
করনীয়, করি তাই।
সারাটি জীবনে,
শত গুরুজনে,
যা' শিখান শিখি তাই;
খুঁজিতে আমাকে
ভ্রমি যে ত্রিলোকে,
দেখা নাহি তা'র পাই।
শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে
গেছি তন্ময় হ'য়ে,
শিক্ষা-দীক্ষা-গুরুতে;
আমি গুরুময় ?
আর কিছু নয়,
আমি নাই; আমাতে।
রূপ ও অরূপ
মিলে বিশ্বরূপ
দিব্য দৃষ্টিময়
গুরু ভগবান
শিষ্য চক্ষুমান,
দ্বৈতাদ্বৈত রয়

219

অরূপে ছিলাম
রূপেতে এলাম,
অরূপেই যাবো ফিরে;
ভূলোকে দ্যুলোকে
গুরুর কৃপাতে,
পরম গুরুর তরে।
সাধন-ভজন তাতেই মগন
গুরু, যে পরম গুরুতে;
তন্ময় রূপে
শান্তি-স্বরূপে,
গুরু-কৃপা-শরণেতে।

২০-১-১৯৯২

★★
★

# বানীমন্দিরে
# বানী-উপাসনা

বানীদির বাড়ী শোনা মুখে মুখে,
সরস্বতী-পূজা করিলাম সুখে,
তীর্থ এবানী মন্দিরে;
বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত সাধনা;
সাঁইবাবা, সাধু, সন্তভজনা;
দিবা ও রাত্রি অষ্টপ্রহরে।
অঞ্জনা আর রঞ্জনাময়ী
বানী-গীতিসুধা শ্রবণজয়ী,
বিরাজিত গৃহমন্দিরে;
দীনের ঈশ দিনেশ বিশ্বাসে,
জনসেবি রূপে দেখি তারে এসে;
জীবশিব-পূজা সপরিবারে।
এত বৈকুণ্ঠের ব্রহ্মানন্দ ধাম,
আচণ্ডাল-মুখে হরিনাম,
বাজিছে শঙ্খ বাদ্য কত!
শুভ্রাপূজার শুভ্র আলোতে;
বরদার বর চল যাই নিতে,
থাকি' ঐপদে, আশ্রিত।

৯-২-১৯৯২